নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের দশ বছর (জুলাই, ২০২৫-জুন, ২০৩৫) মেয়াদী কৌশলপত্র

এপ্রিল, ২০২৬

নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়

নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের
দশ বছর (জুলাই, ২০২৫-জুন, ২০৩৫)
মেয়াদী কৌশলপত্র

এপ্রিল, ২০২৬

নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর
গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়

নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের দশ বছর (জুলাই, ২০২৫ - জুন, ২০৩৫) মেয়াদী কৌশলপত্র

প্রকাশনাকাল:
১ম প্রকাশ: জুলাই, ২০২৫
পরিমার্জিত সংস্করণ: এপ্রিল, ২০২৬

কৌশলগত দিক নির্দেশনা:
১। জনাব জাকারিয়া তাহের এমপি, মাননীয় মন্ত্রী, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
২। জনাব আহম্মদ সোহেল মনজুর এমপি, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
৩। জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম, সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
৪। জনাব মোঃ আব্দুল মতিন, অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন অনুবিভাগ-১), গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়

সার্বিক পরিকল্পনা:
জনাব মো: মাহমুদ আলী, পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব), নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর

তথ্য বিশ্লেষণ ও প্রতিবেদন প্রণয়নকারী:
জনাব আজমেরী আশরাফী, সিনিয়র প্ল্যানার, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর

সম্পাদনা:
১। জনাব মাকসুদ হাসেম, সিনিয়র প্ল্যানার, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর
২। জনাব মোহসিনাত নাসরিন, প্ল্যানার, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর

মুদ্রণ ও বাঁধাই:
তিথী প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং

নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর
গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
৮২, সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
ওয়েবসাইট- www.udd.gov.bd

সূচিপত্র

ক্র. নং	শিরোনাম	পৃষ্ঠা নং
১.০	ভূমিকা	০১
২.০	কৌশলপত্র প্রণয়নের উদ্দেশ্য	০২
৩.০	নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি	০৩
	৩.১ নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের (Urban Development Directorate) প্রধান কার্যাবলীসমূহ	০৩
৪.০	বাংলাদেশে স্থানিক পরিকল্পনা প্রণয়ন চর্চার বিবরণ	০৪
	৪.১ স্থানিক পরিকল্পনার স্তরসমূহ	০৪
	৪.২ নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত স্থানিক পরিকল্পনাসমূহ	০৬
	৪.৩ নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত স্থানিক পরিকল্পনাসমূহ বাস্তবায়নের বর্তমান অবস্থা	০৯
	৪.৪ নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন (চলমান) স্থানিক পরিকল্পনা প্রকল্পসমূহ	১২
	৪.৫ স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক সম্পাদিত এবং চলমান মাস্টারপ্ল্যানসমূহ	১৫
	৪.৬ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রণীত এবং চলমান মাস্টারপ্ল্যানসমূহ	১৯
	৪.৭ স্থানিক পরিকল্পনা প্রণয়ন পদ্ধতির সাথে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সম্পৃক্ততা	২৩
	৪.৮ স্থানিক পরিকল্পনা প্রণয়নে অন্যান্য সংস্থার সাথে নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের সমন্বয় প্রক্রিয়া	২৪
৫.০	নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক প্রস্তাবিত স্থানিক পরিকল্পনাসমূহ	২৫
	৫.১ স্থানিক পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রক্রিয়ার অগ্রাধিকার নির্ধারণের ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়	২৫
৬.০	কৌশলগত পরিকল্পনা বাস্তবায়নে চ্যালেঞ্জসমূহ	৪৩
৭.০	চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবেলায় নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম	৪৪
৮.০	নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত উল্লেখযোগ্য গবেষণা কার্যক্রমসমূহ	৫৫
৯.০	কৌশলপত্র বাস্তবায়নে আর্থিক সংশ্লেষ	৫৭
১০.০	কৌশলপত্র বাস্তবায়ন পরবর্তী সম্ভাব্য সুফলসমূহ	৫৯
১১.০	উপসংহার	৬০
পরিশিষ্ট-ক: গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় কর্তৃক কৌশলপত্রের অনুমোদনপত্র		৬১-৬২

১.০ ভূমিকা:

বাংলাদেশ বিশ্বের দ্রুত নগরায়নশীল দেশসমূহের অন্যতম। বর্তমানে দেশের প্রায় ৩৮ শতাংশ মানুষ শহরাঞ্চলে বসবাস করে (BBS, ২০২২), যেখানে ১৯৭৪ সালে এই হার ছিল মাত্র ৮ শতাংশ। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই প্রবণতা অব্যাহত থাকলে ২০৫০ সালের মধ্যে দেশের নগর জনসংখ্যা ৫৫ শতাংশে পৌছাতে পারে। এই পরিসংখ্যান নগরায়নের দ্রুত প্রসারের একটি সুস্পষ্ট প্রতিফলন। বিশ্বব্যাপী নগরায়ন অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও আর্থসামাজিক উন্নয়নের প্রধান চালিকা শক্তি হিসেবে বিবেচিত হলেও বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এই দ্রুত নগরায়নের সঙ্গে উচ্চ ভূমি-জনসংখ্যা অনুপাত ও অপরিকল্পিত সম্প্রসারণ যুক্ত হয়ে বনভূমি ও কৃষিজমির ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলছে; কৃষি শুমারি ২০১৯ অনুযায়ী প্রতি বছর প্রায় ০.১৯% কৃষিজমি হ্রাস পাচ্ছে। উন্নত শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা ও কর্মসংস্থানের সুযোগের কারণে মানুষ ক্রমাগত শহরমুখী হচ্ছে, যার ফলে ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা ও রাজশাহীর মতো প্রধান নগরগুলোতে শিল্প, বাণিজ্য ও সেবা খাতের উল্লেখযোগ্য বিকাশ ঘটেছে।

বাংলাদেশের নগরায়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো "Single Growth Pole" বা একক কেন্দ্রভিত্তিক উন্নয়ন, যেখানে রাজধানী ঢাকা ও চট্টগ্রামের মতো বড় নগর অধিকাংশ বিনিয়োগ, কর্মসংস্থান ও সেবা সুবিধার কেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠেছে। এর ফলে আঞ্চলিক পর্যায়ে উন্নয়নের বৈষম্য ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। দেশের অনেক জেলা ও উপজেলা এখনো পর্যাপ্ত অবকাঠামো, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা, শিল্পায়ন এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ থেকে বঞ্চিত, যা অভ্যন্তরীণ অভিবাসনকে আরও ত্বরান্বিত করছে এবং বড় শহরগুলোর উপর অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি করছে। এছাড়া, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে বন্যা, খরা, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি ও নদীভাঙনের কারণে গ্রামীণ ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠী ক্রমেই বসতি হারিয়ে শহরমুখী হচ্ছে, ফলে "জলবায়ু অভিবাসন" একটি গুরুত্বপূর্ণ বাস্তবতায় পরিণত হয়েছে। বিশেষ করে উপকূলীয়, নদীভাঙনপ্রবণ এবং উত্তরাঞ্চলের তাপপ্রবাহ ও শৈত্যপ্রবাহপ্রবণ এলাকাগুলোতে এ ঝুঁকি বেশি, যা পরিবেশ, অবকাঠামো ও জনস্বাস্থ্যের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। এই পরিকল্পনাহীন সম্প্রসারণ ও দুর্বল নগর ব্যবস্থাপনার কারণে এই সমস্যাগুলো আরও তীব্র হচ্ছে, যা সামাজিক বৈষম্য বাড়িয়ে টেকসই উন্নয়নের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করছে।

এই দ্রুত ও অসম নগরায়নের প্রভাব কেবল অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং এটি জনসংখ্যার ঘনত্ব বৃদ্ধি, পরিবেশগত অবক্ষয়, আবাসন সংকট, যানজট, জলাবদ্ধতা এবং মৌলিক সেবার ঘাটতির মতো বহুমাত্রিক চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি করছে। পরিকল্পনাহীন সম্প্রসারণ দুর্বল সম্পদ ব্যবস্থাপনার কারণে এসব সমস্যা আরও তীব্র হয়ে সামাজিক বৈষম্য বৃদ্ধি করছে এবং টেকসই উন্নয়নের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করছে। এ প্রেক্ষাপটে সুষম আঞ্চলিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা, বহুকেন্দ্রিক (Polycentric) উন্নয়ন কাঠামো গড়ে তোলা এবং কার্যকর স্থানিক পরিকল্পনার মাধ্যমে উন্নয়ন বৈষম্য হ্রাস করা সময়োপযোগী ও অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। ইতোপূর্বে নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক দেশের বিভিন্ন জেলার নগর এলাকা ও উপজেলা পর্যায়ে বিক্ষিপ্তভাবে স্থানিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। "Development Plan for Fourteen Upazilas, 2018–2038" প্রকল্পের আওতায় ১৪টি উপজেলার জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয় এবং বর্তমানে একাধিক পাইলট ও সমন্বিত উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে

বিভিন্ন জেলায় এ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। তবে সীমিত সংখ্যক উপজেলা ভিত্তিক পরিকল্পনা প্রণয়নের ফলে সংশ্লিষ্ট জেলার দুর্যোগ ঝুঁকি, জলবায়ুগত প্রভাব, অর্থনৈতিক বৈচিত্র্য এবং অবকাঠামোগত প্রেক্ষাপট সমন্বিতভাবে প্রতিফলিত হয় না। এর ফলে স্থানীয় পর্যায়ের পরিকল্পনা বৃহত্তর জেলা উন্নয়নের সাথে কার্যকরভাবে সমন্বিত হতে পারে না এবং প্রত্যাশিত সুফল অর্জন ব্যাহত হয়।

এই সীমাবদ্ধতাগুলো অতিক্রম করে দেশের টেকসই ও সমন্বিত উন্নয়ন নিশ্চিত করতে এবং ২০৩৫ সালের মধ্যে সমগ্র বাংলাদেশকে পরিকল্পনার আওতায় আনতে একটি মধ্যমেয়াদি (জুলাই ২০২৫ - জুন ২০৩৫) কৌশলপত্র প্রণয়ন অপরিহার্য। নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রস্তাবিত এই কৌশলপত্র পরিকল্পনা প্রণয়ন, সমন্বয় ও বাস্তবায়নের জন্য একটি সমন্বিত ও দূরদর্শী দিকনির্দেশনা প্রদান করবে। উল্লেখ্য, এই কৌশলপত্রটি প্রণয়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপি এর রাষ্ট্রকাঠামো মেরামতের ৩১ দফা ও নির্বাচনী ইশতেহার ২০২৬ বিবেচনায় নেয়া হয়েছে।

২.০ কৌশলপত্র প্রণয়নের উদ্দেশ্য:

সম্পদের সুষম বণ্টন, পরিবেশ সংরক্ষণ এবং টেকসই ও বৈষম্যহীন আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়ন নিশ্চিত করতে নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক মধ্যমেয়াদি (জুলাই, ২০২৫ থেকে জুন, ২০৩৫) এই কৌশলপত্রটি প্রণয়ন করা হয়েছে। এই কৌশলপত্রটির প্রধান উদ্দেশ্যগুলি নিম্নরূপ:

১. প্রতিটি জেলার ভৌগোলিক ও সামাজিক বৈশিষ্ট্য, পানি ব্যবস্থা, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব এবং অর্থনৈতিক সম্ভাবনা বিবেচনায় নিয়ে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণসহ সীমিত ভূমি ও প্রাকৃতিক সম্পদের সর্বোত্তম ও কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করা।

২. কৃষিজমি, বনভূমি ও জলাশয় সংরক্ষণ এবং পরিবেশগত ভারসাম্য বজায় রেখে গ্রীন ও ব্লু নেটওয়ার্কভিত্তিক জলবায়ু সংবেদনশীল ও টেকসই স্থানিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করা।

৩. ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং শিল্প, বাণিজ্যিক, আবাসিক ও প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রমের জন্য উপযুক্ত এলাকা নির্ধারণের পাশাপাশি সমন্বিত অবকাঠামো পরিকল্পনা প্রণয়ন করা।

৪. আঞ্চলিক উন্নয়ন ও বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে রাজধানী ঢাকা ও অন্যান্য বড় শহরের ওপর অতিরিক্ত জনসংখ্যা ও অবকাঠামোগত চাপ কমানো এবং জেলা ও আঞ্চলিক পর্যায়ে কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন কার্যক্রমের সুযোগ বৃদ্ধি করা।

৫. জাতীয় স্থানিক পরিকল্পনা প্রণয়নের মাধ্যমে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, অর্থনৈতিক করিডোর, সড়ক, রেল, নৌপথ এবং সীমান্তভিত্তিক বাণিজ্যিক সংযোগ শক্তিশালী করা।

৩.০ নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি:

পরিকল্পিত নগরায়ন ও জমির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে ১৯৬৫ সালের ৫ই জুলাই এক সরকারী আদেশের মাধ্যমে নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর দেশের ছোট, মাঝারি ও বৃহৎ শহর, নগর বন্দর এবং শিল্পাঞ্চলের জন্য ল্যান্ড ইউজ ও মাস্টার প্ল্যান প্রণয়নের মাধ্যমে ভূমির পরিকল্পিত ব্যবহারে দিকনির্দেশনা প্রদান করে আসছে। এর ফলে সংশ্লিষ্ট এলাকার উন্নয়ন কার্যক্রম সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালিত হচ্ছে এবং জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের রূপকল্প (Vision) হলো "পরিকল্পিত বাংলাদেশ"- একটি সুসংহত, সুষম, বাসযোগ্য ও টেকসই উন্নয়নের মাধ্যমে গড়ে তোলা একটি ভবিষ্যৎ বাংলাদেশ, যেখানে নগর ও অঞ্চলগুলো থাকবে সুশৃঙ্খল ও সুপরিকল্পিত। এই রূপকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অধিদপ্তরের অভিলক্ষ্য (Mission) হলো দুর্যোগ ঝুঁকি ও পরিবেশগত বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত করে, অংশীজনদের সঙ্গে সমন্বিতভাবে নগর ও আঞ্চলিক স্থানিক পরিকল্পনা প্রণয়ন, পরিচালনা ও পরিকল্পনা বাস্তবায়নকারী সংস্থাকে সহযোগিতা করা, যাতে সকল শ্রেণি-পেশার মানুষের জন্য নিরাপদ, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং স্থিতিশীল আবাসন ও বসতি নিশ্চিত করা সম্ভব হয়।

৩.১ নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের (Urban Development Directorate) প্রধান কার্যাবলীসমূহ:

১. নগরায়ন, কৌশলগত পরিকল্পনা/মাস্টারপ্ল্যান, নগর নকশা, নগর ল্যান্ডস্কেপিং, ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা, আঞ্চলিক পরিকল্পনা, জাতীয় স্থানিক পরিকল্পনা এবং দেশব্যাপী সামগ্রিক উন্নয়ন সংক্রান্ত নীতিগত বিষয় সরকারকে পরামর্শ প্রদান।

২. জাতীয়, আঞ্চলিক ও স্থানীয় পর্যায়য় স্থানিক পরিকল্পনা প্রণয়ন, তদারকি ও সমন্বয় সাধন।

৩. স্থানিক উন্নয়নের ধরণ, প্রবণতা ও কাঠামো চিহ্নিত করার লক্ষ্যে আর্থ-সামাজিক গবেষণা ও সমীক্ষা সম্পাদন করা এবং গবেষণালব্ধ ফলাফল যথাযথভাবে প্রকাশ ও প্রচার করা।

৪. পরিবেশ সংরক্ষণ, জীববৈচিত্র্য রক্ষা, ঐতিহ্য সংরক্ষণ, উপযুক্ত স্থান নির্বাচন এবং ভূমি অধিগ্রহণ ও পুনরুদ্ধার সংক্রান্ত স্থানিক উন্নয়ন পরিকল্পনা ও কর্মসূচি প্রণয়ন করা।

৫. প্রযোজ্য ক্ষেত্রে স্থানিক পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিষয়ে সকল উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানকে পরামর্শ ও সমন্বয় প্রদান করা।

৬. আন্তর্জাতিক অর্থায়নে বাস্তবায়িত সকল স্থানিক পরিকল্পনা ও মানব বসতি উন্নয়ন কর্মসূচির ক্ষেত্রে সরকারের পক্ষে প্রতিনিধিত্বকারী/সমন্বয়কারী প্রতিষ্ঠান এবং ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে কাজ করা।

৪.০ বাংলাদেশে স্থানিক পরিকল্পনা প্রণয়ন চর্চার বিস্তারিত বিবরণ:

স্থানিক পরিকল্পনা (Spatial Planning) হলো একটি সমন্বিত ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে একটি দেশের জনসংখ্যা, অর্থনৈতিক ও সামাজিক কর্মকাণ্ড, টেকসই উন্নয়ন, অবকাঠামো, পরিবেশ, প্রতিবেশ ও জীববৈচিত্র্য এবং প্রাকৃতিক সম্পদের সর্বোত্তম স্থানিক বণ্টন বা ভৌগোলিক বিন্যাস সম্পর্কে নীতিগত ও কৌশলগত দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়। এটি বিভিন্ন খাতের উন্নয়ন কার্যক্রমকে সমন্বিত করে উপযুক্ত স্থানে উন্নয়ন পরিচালনা, সংবেদনশীল ও ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা সংরক্ষণ এবং সম্পদের সুষম ব্যবহারের মাধ্যমে টেকসই, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও জলবায়ু-সহনশীল উন্নয়ন নিশ্চিত করে। একই সঙ্গে স্থানিক পরিকল্পনা বর্তমান ও ভবিষ্যৎ চাহিদার মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করে একটি দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের স্থানিক কাঠামো নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৪.১ স্থানিক পরিকল্পনার স্তরসমূহ:

বাংলাদেশের স্থানিক পরিকল্পনা আইন, ২০২৬ অনুসারে স্থানিক পরিকল্পনার স্তর সমূহ নিম্নরূপ:

ক) **জাতীয় স্থানিক পরিকল্পনা (National Spatial Plan):** জাতীয় স্থানিক পরিকল্পনা হলো দেশের সমগ্র ভৌগোলিক এলাকার জন্য প্রণীত একটি দীর্ঘমেয়াদি ও কৌশলগত পরিকল্পনা দলিল, যা জাতীয় আর্থ-সামাজিক লক্ষ্যমাত্রা এবং খাতভিত্তিক নীতিমালার স্থানিক প্রতিফলন ঘটায়। এর মাধ্যমে ভূমি ও প্রাকৃতিক সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার, পরিবেশ সংরক্ষণ এবং আঞ্চলিক ভারসাম্যপূর্ণ উন্নয়নের জন্য দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়। অদ্যাবধি বাংলাদেশের জন্য জাতীয় পর্যায়ে কোনো সমন্বিত স্থানিক পরিকল্পনা প্রণীত হয়নি, ফলস্বরূপ সামগ্রিক উন্নয়ন ব্যবস্থাপনায় একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনাগত শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছে। প্রস্তাবিত পরিকল্পনায় কৃষিজমি ও জলাভূমি সুরক্ষা, ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা (Land-Use Plan), জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, পরিবেশ ও প্রতিবেশ সংরক্ষণ এবং জলবায়ু সহনশীল উন্নয়ন কৌশল অন্তর্ভুক্ত থাকবে। পাশাপাশি জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো, উন্নয়ন করিডোর, অর্থনৈতিক অঞ্চল এবং কৌশলগত বিনিয়োগ ক্ষেত্রসমূহের পরিকল্পিত অবস্থান ও সম্প্রসারণের বিষয়ে সমন্বিত দিকনির্দেশনা প্রদান করা হবে।

খ) **আঞ্চলিক স্থানিক পরিকল্পনা (Regional Spatial Plan):** আঞ্চলিক স্থানিক পরিকল্পনা হলো কোনো নির্দিষ্ট প্রশাসনিক বিভাগ, উপ-অঞ্চল বা বিশেষ বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ভৌগোলিক এলাকার জন্য প্রণীত একটি মধ্যমেয়াদি ও কৌশলগত পরিকল্পনা দলিল, যা সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য, প্রাকৃতিক সম্পদ, অর্থনৈতিক সম্ভাবনা, পরিবেশগত সংবেদনশীলতা ও দুর্যোগ ঝুঁকি বিবেচনায় নিয়ে সমন্বিত উন্নয়নের দিকনির্দেশনা প্রদান করে। আঞ্চলিক স্থানিক পরিকল্পনার মাধ্যমে অবকাঠামো উন্নয়ন, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের বিকাশ, পরিবেশ সংরক্ষণ এবং ভূমি ব্যবহারের কাঠামোগত সমন্বয় নিশ্চিত করা হয়। এর মূল লক্ষ্য হলো আঞ্চলিক বৈষম্য হ্রাস, সম্পদের সুষম ও দক্ষ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং টেকসই ও ভারসাম্যপূর্ণ উন্নয়নের জন্য একটি সমন্বিত উন্নয়ন কাঠামো নির্ধারণ করা।

নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর "পায়রা বন্দর নগরী ও কুয়াকাটা উপকূলীয় অঞ্চলের পরিবেশ-পর্যটনভিত্তিক সমন্বিত পরিকল্পনা প্রণয়ন" শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে আঞ্চলিক স্থানিক পরিকল্পনা প্রণয়নের কাজ আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু করে। দেশে এখনো সমন্বিত জাতীয় স্থানিক পরিকল্পনা প্রণীত না হলেও বিদ্যমান জাতীয় উন্নয়ন নীতি, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, ডেল্টা প্ল্যান, উপকূলীয় অঞ্চল নীতি, পরিবেশ সংরক্ষণ আইন এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক খাতভিত্তিক কৌশলগত দলিলের আলোকে উক্ত আঞ্চলিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। এ পরিকল্পনার আওতায় ভূমি ব্যবহার কাঠামো নির্ধারণ, উপকূলীয় ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, পরিবেশগত সংবেদনশীল এলাকা সংরক্ষণ, পর্যটন উন্নয়নের স্থানিক দিকনির্দেশনা, অবকাঠামো ও সংযোগ ব্যবস্থা উন্নয়ন এবং অর্থনৈতিক কার্যক্রমের উপযুক্ত অবস্থান নির্ধারণ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

গ) **স্থানীয় স্থানিক পরিকল্পনা (Local Spatial Plan):** স্থানীয় স্থানিক পরিকল্পনা হলো আঞ্চলিক বা বিদ্যমান নীতিগত কাঠামোর আলোকে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের এখতিয়ারভুক্ত এলাকার জন্য প্রণীত একটি বিশদ, পর্যায়ক্রমিক ও বাস্তবায়নযোগ্য পরিকল্পনা দলিল। এ পরিকল্পনার আওতায় সাধারণত স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যান, স্ট্রাকচার প্ল্যান, আরবান এরিয়া প্ল্যান, ডিটেইল্ড এরিয়া প্ল্যান (DAP) এবং অ্যাকশন এরিয়া প্ল্যান অন্তর্ভুক্ত থাকে। এর মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ে ভূমি ব্যবহার বণ্টন, অবকাঠামো উন্নয়ন, পরিবেশ সংরক্ষণ, ঝুঁকি সংবেদনশীল এলাকা ব্যবস্থাপনা এবং উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ বিধিমালার (Development Control) সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়। স্থানীয় এলাকার বাস্তব চাহিদা, উন্নয়ন সম্ভাবনা, জনসংখ্যা প্রবণতা ও প্রাকৃতিক ঝুঁকি বিবেচনায় নিয়ে টেকসই, সুশৃঙ্খল ও সমন্বিত উন্নয়ন নিশ্চিত করাই এ পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য।

প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর স্থানীয় পর্যায়ে স্থানিক পরিকল্পনা প্রণয়নে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে আসছে, যা দেশের সুষম ও টেকসই উন্নয়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। স্থানিক পরিকল্পনার বিভিন্ন স্তরে ভূমির সুষম ও দক্ষ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ, কৃষিজমি ও জলাভূমি সংরক্ষণ, পরিবেশ ও প্রতিবেশ সুরক্ষা, দুর্যোগ ঝুঁকি বিবেচনা এবং শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আবাসন ও অন্যান্য মৌলিক নাগরিক সেবার পরিকল্পিত সম্প্রসারণের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। তবে উল্লেখ্য যে, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (LGED) পৌরসভা, সিটি কর্পোরেশন ও উপজেলা পর্যায়ে এবং গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন উন্নয়ন কর্তৃপক্ষসমূহ তাদের নির্ধারিত এলাকার জন্য মাস্টারপ্ল্যান/স্থানিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করে থাকে। বর্তমানে উপজেলা ভিত্তিক মাস্টারপ্ল্যান ও স্থানিক পরিকল্পনা প্রণয়নে এলজিইডি, উন্নয়ন কর্তৃপক্ষসমূহ এবং নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের গৃহীত প্রধান ও উল্লেখযোগ্য প্রকল্পসমূহ নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:

৪.২ নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত স্থানিক পরিকল্পনাসমূহ:

স্বাধীনতা পূর্ব তৎকালীন ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণাধীন এলাকা ব্যতীত দেশে বিদ্যমান এবং ভবিষ্যতে গড়ে উঠবে এমন সকল শহরের (Urban Centers) রিজিওনাল প্ল্যান, মাস্টার প্ল্যান, ডিটেইল্ড লে-আউট প্ল্যান ও সাইট প্ল্যান প্রণয়নের উদ্দেশ্যে Work, Power and Irrigation Department-এর আওতায় নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠার সূচনালগ্ন থেকেই এ অধিদপ্তর দেশের নগরায়ন এবং ভূমির সঠিক ব্যবহারের বিভিন্ন দিক বিবেচনা করে নগর ও গ্রামীণ অঞ্চলের জন্য দীর্ঘমেয়াদি (২০ বছর) এবং সমন্বিত স্থানিক পরিকল্পনা প্রণয়নের কাজ শুরু করে। স্বাধীনতার পূর্ববর্তী সময়ে নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর নারায়ণগঞ্জ, বগুড়া, রাজশাহীসহ মোট ২৫টি শহরের পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। এছাড়া স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে এ অধিদপ্তর বিভাগীয় শহর ও জেলা শহরের জন্য সাব-ডিভিশনাল প্ল্যান প্রণয়ন, বগুড়া, সিলেট, মিরপুর ইত্যাদি এলাকার স্যাটেলাইট টাউনশিপ প্ল্যান প্রণয়ন এবং শের-ই-বাংলা নগরের মাষ্টার প্ল্যান প্রণয়নে Louis I Kahn I Henry N. Wilcots এর সাথে আলোচনা ও এ বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারকে পরামর্শ প্রদান এবং আরবান প্ল্যানিং স্কিম (প্রথম পর্যায়) এর আওতায় ২০টি বিদ্যমান আরবান সেন্টার এর পরিকল্পনা প্রণয়ন (যেমনঃ রুপগঞ্জ, খুলনা ইত্যাদি) কার্যক্রম সম্পন্ন করেছে। সে ধারাবাহিকতায় ১৯৮৪ থেকে ১৯৯১ সাল পর্যন্ত নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর ন্যাশনাল ফিজিক্যাল প্ল্যানিং ফেজ-২ এর আওতায় ৩৯২ টি উপজেলা এবং ৫০ টি জেলা শহরের মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন করে। যার উপর ভিত্তি করে তৎকালীন সময়ে বাংলাদেশের ৩৯২টি উপজেলা শহর গড়ে উঠেছে।

এছাড়া, ১৯৯৯ থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত এ অধিদপ্তর নিজস্ব জনবল ব্যবহার করে ১৭ টি উপজেলার মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন করেছে। সাম্প্রতিক সময়ে প্রণীত নিম্নোক্ত ৯ টি প্রকল্পের আওতায় ৩৪টি স্থানিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে, যা বাংলাদেশের মোট এলাকার ৬.৭ শতাংশ (ম্যাপ-১)। এর মধ্যে ১৯টি উপজেলার জন্য প্রণীত স্থানিক পরিকল্পনা গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়েছে।

ছক-১: নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত স্থানিক পরিকল্পনাসমূহ:

নং	সমাপ্ত প্রকল্পের নাম	উপজেলা
১।	Structure Plan, Urban Area Plan and Detailed Area Plan for Barishal and Sylhet Divisional Town, 2010-2030	বরিশাল সদর, সিলেট সদর (সিটি কর্পোরেশন ও পাশ্ববর্তী এলাকা)
২।	Development Plan of Cox'Bazar Town and Sea-beach upto Taknaf, 2011-2031	কক্সবাজার সদর, মহেশখালী ও টেকনাফ
৩।	Development Plan and Action Plan for Madaripur and Rajoir Upazila, 2015-2037	মাদারীপুর, রাজৈর
৪।	Development Plan for Benapole-Jessore Highway Corridor, 2017-2037	যশোর, ঝিকরগাছা, শার্শা (আংশিক)
৫।	Mymensingh Strategic Development Plan (MSDP) 2011-2031	ময়মনসিংহ সদর, ঈশ্বরগঞ্জ (আংশিক)
৬।	Development Plan for 14 Upazila, 2018-2038	ফরিদপুর, গাংনী, বাগমারা, সোনাতলা, সাঘাটা, সারিয়াকান্দি, রামু, রাঙ্গুনিয়া, ঈশ্বরগঞ্জ, রায়পুরা, শিবপুর, দোহার, নওয়াবগঞ্জ, শিবচর
৭।	চট্টগ্রাম জেলার মীরসরাই উপজেলার উন্নয়ন পরিকল্পনা: সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনাকে ভূমি ব্যবহারের মাধ্যমে সম্পৃক্তকরণ, ২০১৭-২০৩৭	মীরসরাই
৮।	পায়রা বন্দর নগরী ও কুয়াকাটা উপকূলীয় অঞ্চলের পরিবেশ-পর্যটনভিত্তিক সমন্বিত পরিকল্পনা	আমতলী, তালতলী, কলাপাড়া, বরগুনা সদর, পাথরঘাটা, রাঙ্গাবালী, গলাচিপা
৯।	প্রিপারেশন অব রিস্ক সেনসিটিভ ডাটাবেজ ফর কোর এরিয়া অব রংপুর এন্ড সিলেট ডিস্ট্রিক্ট টাউন	রংপুর, সিলেট
মোট	**৯ টি প্রকল্প**	**৩৪ টি উপজেলার স্থানিক পরিকল্পনা (২টি উপজেলার ডাটাবেজ প্রণয়ন)**

উৎস: নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, ২০২৬

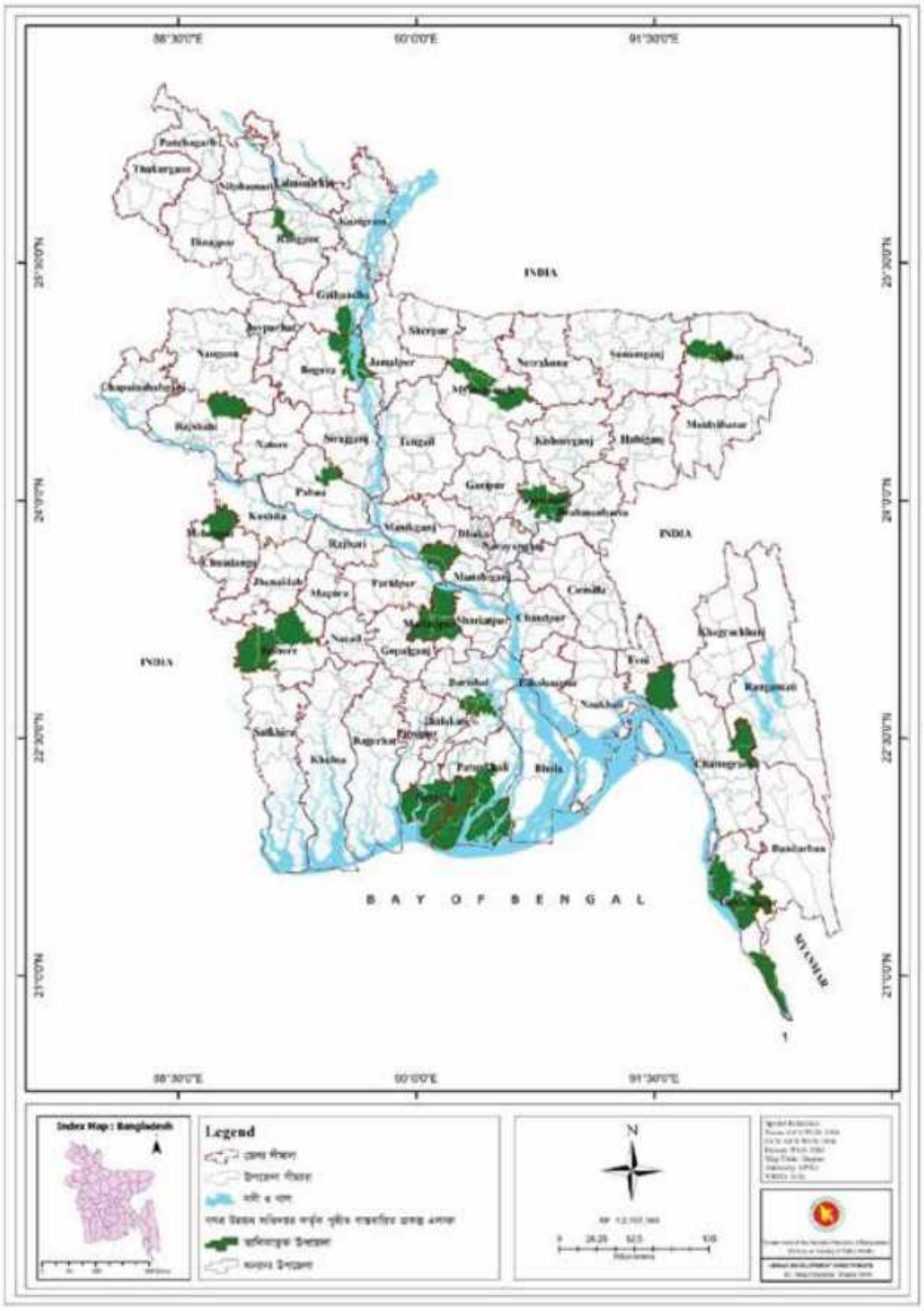

ম্যাপ-১: নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত পরিকল্পিত এলাকা

৪.৩ নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত স্থানিক পরিকল্পনাসমূহ বাস্তবায়নের বর্তমান অবস্থা:

১৯৮৪ থেকে ১৯৯১ সময়কালে নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর "ন্যাশনাল ফিজিক্যাল প্ল্যানিং (ফেজ-২)" কর্মসূচির আওতায় দেশের ৩৯২টি উপজেলা শহর এবং ৫০টি জেলা শহরের মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন করে, যা উপজেলা ও জেলা পর্যায়ের পরিকল্পিত উন্নয়ন কাঠামো প্রতিষ্ঠায় একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হিসেবে প্রতীয়মান। এর মূল লক্ষ্য ছিল প্রশাসনিক কাঠামোকে বিকেন্দ্রীকরণ করে স্থানীয় পর্যায়ে উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করা এবং প্রতিটি শহরের পরিকল্পিত নগরায়নের মাধ্যমে অবকাঠামো উন্নয়ন নিশ্চিত করা। উল্লিখিত পরিকল্পনাসমূহের বাস্তবায়নের ফলে বিভিন্ন জেলা ও উপজেলা শহরে প্রধান সড়ক নেটওয়ার্ক, প্রশাসনিক অবকাঠামো এবং গ্রোথ সেন্টার গড়ে ওঠেছে, বিশেষ করে উপজেলা কমপ্লেক্স, প্রধান সংযোগ সড়ক এবং গ্রোথ সেন্টারসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি উদাহরণ নিম্নরূপ:

(ক) নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত "Structure Plan, Urban Area Plan and Detailed Area Plan for Barishal and Sylhet Divisional Town, 2010-2030" শীর্ষক প্রকল্পের অধীনে বরিশাল ও সিলেট বিভাগীয় সদরদপ্তর স্থাপিত হয়েছে। এছাড়া এ পরিকল্পনার মাধ্যমে প্রণীত ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা, রোড নেটওয়ার্ক এবং প্রয়োজনীয় নাগরিক সুবিধা সুনির্দিষ্টভাবে উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

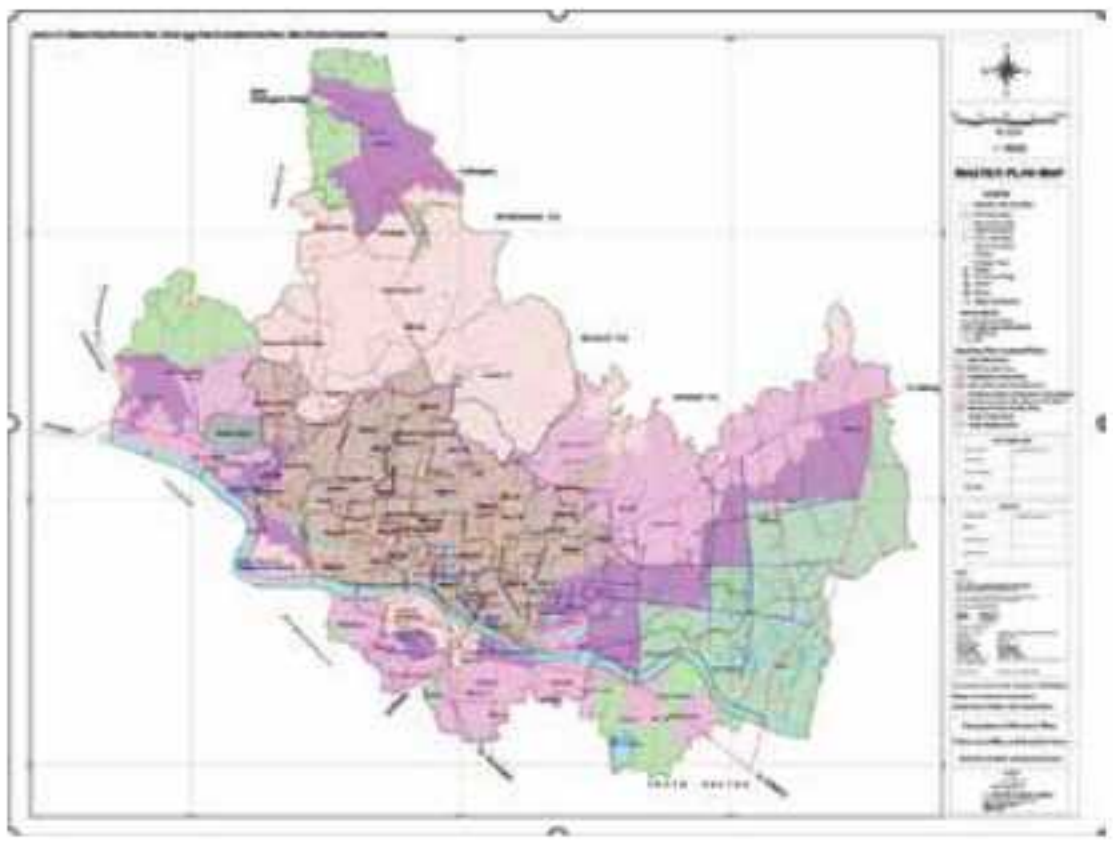

চিত্র-১: সিলেট মাস্টারপ্ল্যান

চিত্র-২: বরিশাল মাস্টারপ্ল্যান

(খ) ময়মনসিংহ বিভাগীয় শহরের মাস্টারপ্ল্যান, এ পরিকল্পনার উপর ভিত্তি করে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিভাগীয় সদর দপ্তর স্থাপনের লক্ষ্যে ১২২৪.৮১ লক্ষ্য টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে একটি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে (চিত্র-৩)।

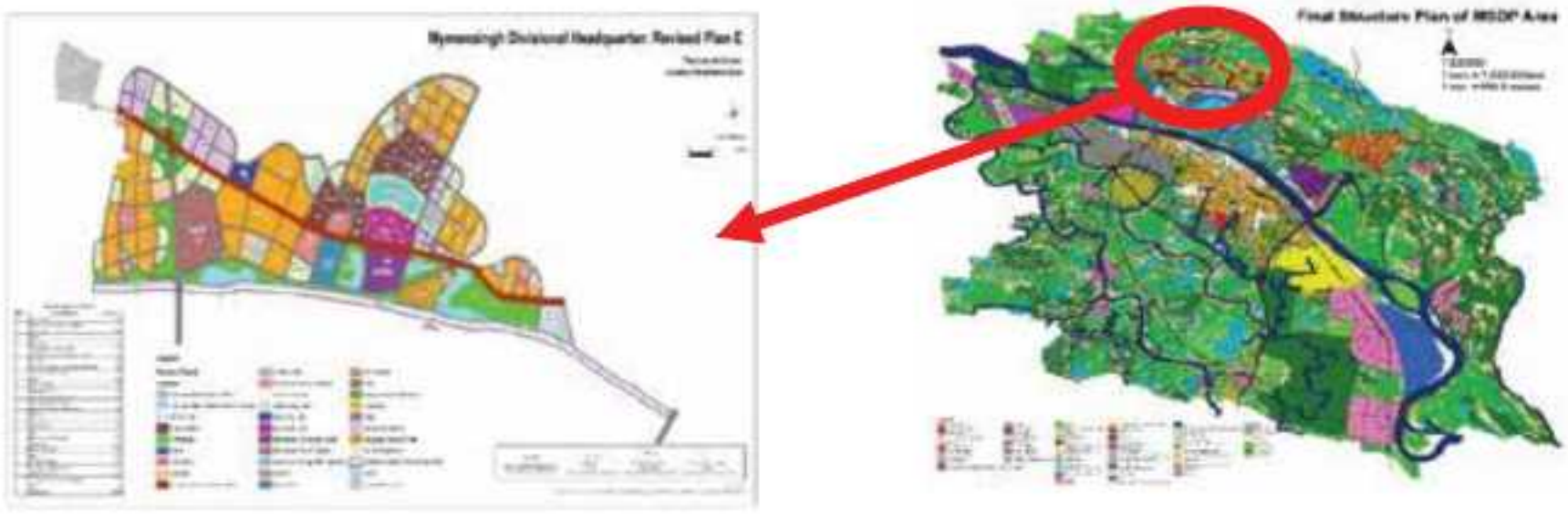

চিত্র-৩: ময়মনসিংহ মাস্টারপ্ল্যানের উপর ভিত্তি করে বিভাগীয় সদর দপ্তর স্থাপন কার্যক্রম
(নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, ২০২৬)

(গ) এছাড়া, এ অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত মীরসরাই উপজেলা স্থানিক পরিকল্পনার প্রস্তাবনা অনুসারে মীরসরাই অর্থনৈতিক জোনের সাথে চট্টগ্রাম মহাসড়কের ৮ লেন বিশিষ্ট সংযোগ রাস্তা নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ চলছে। পাশাপাশি মীরসরাই অর্থনৈতিক জোনের যোগাযোগ ব্যবস্থাকে কার্যকরী করতে চারটি সংযোগ সড়ক নির্মাণের জন্যও প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। প্রস্তাবিত সড়ক চারটি হলো - জোরারগঞ্জ থেকে আজমপুর সড়ক (৪০ মিটার), মিঠাছাড়া বাজার থেকে ইছাক ড্রাইভার সড়ক (৪০ মিটার), মারুফ মডেল স্কুল সড়ক (৪০ মিটার) এবং রেল সংযোগ ও হাদি ফকিরহাট থেকে ভোরের বাজার সড়ক (৪০ মিটার) (চিত্র-৪)। নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের মীরসরাই উপজেলার স্থানিক পরিকল্পনার সুপারিশ অনুসারেই মীরসরাই উপজেলার ছাড়ারুয়া ও করেরহাট এলাকায় প্রায় ১৫০ একর এবং ডোমখালী ও সাহেরখালীতে ২১৩.২৮ একর জমিতে জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিম্ন আয়ের শ্রমিকদের জন্য আবাসন গড়ে তোলার জন্য প্রকল্প গ্রহণ করা হচ্ছে (চিত্র-৫)।

চিত্র-৪: মীরসরাই উপজেলা স্থানিক পরিকল্পনা অনুসারে সড়ক নির্মাণ প্রকল্প

চিত্র-৫: মীরসরাই উপজেলায় নিম্নবিত্তদের জন্য প্রস্তাবিত আবাসন প্রকল্প

(ঘ) উপরোক্ত উদাহরণগুলোর পাশাপাশি দেশের অন্যান্য অঞ্চলেও নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত পরিকল্পনার আলোকে উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। যেমন, জুন ২০২৩ সালে সম্পন্ন নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত "পায়রা বন্দর নগরী ও কুয়াকাটা উপকূলীয় অঞ্চলের পরিবেশ-পর্যটনভিত্তিক সমন্বিত পরিকল্পনা প্রণয়ন" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় কলাপাড়া উপজেলার অন্তর্গত কুয়াকাটা পৌরসভার জন্য প্রণীত আরবান এরিয়া প্ল্যান করা হয়। উক্ত পরিকল্পনার নির্দেশনার আলোকে বর্তমানে পৌরসভা এলাকায় বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণসহ পৌরসভা এলাকায় Land Use Clearance প্রদান এবং ভবন নির্মাণের ক্ষেত্রে নির্ধারিত উচ্চতা নিয়ন্ত্রণ (Height Control) করা হচ্ছে।

চিত্র-৬: কুয়াকাটা মাস্টার প্ল্যান (২০২১-২০৩১)

ঙ) নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প "প্রিপারেশন অফ ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান ফর বেনাপোল- যশোর হাইওয়ে করিডোর)" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় বেনাপোল-যশোর পর্যন্ত ৩২৪ বর্গকিলোমিটার এলাকার জন্য স্ট্রাকচার প্ল্যান প্রণয়ন করা হয়েছে, যা আগামি ২০ বছরে (২০৩৭) উন্নয়নের গতিধারা নির্ধারণে মূল ভূমিকা পালন করবে। এই পরিকল্পনায় উন্নয়নের কৌশলগত নির্দেশনামূলক, ভূমি ব্যবহার ও উন্নয়ন নিয়ন্ত্রন কৌশল অর্ন্তভুক্ত রয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় যশোর, বেনাপোল ও ঝিকরগাছা এই ০৩টি পৌরসভা এলাকার জন্য আরবান এরিয়া প্ল্যান প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত পরিকল্পনায় স্থানীয় সেবাসমূহের পাশাপাশি আঞ্চলিক পর্যায়ের বিভিন্ন সুবিধা যেমন আইটি পার্ক, বৃদ্ধাশ্রম, ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, রিজিওনাল পার্ক, ওয়াকওয়ে, ইপিজেড, কলেজ, স্কুল এবং নদী পুনরুদ্ধার কার্যক্রম প্রস্তাব করা হয়েছে। এছাড়া নাভারন শহরের ৪.১৬ বর্গ কিলোমিটার এলাকার জন্য গ্রোথ সেন্টার প্ল্যান প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত পরিকল্পনার আলোকে ভৈরব নদী পুনরুদ্ধার কার্যক্রম গ্রহণ, যশোর আইটি পার্ক স্থাপন এবং যশোর-বেনাপোল হাইওয়ে সম্প্রসারণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

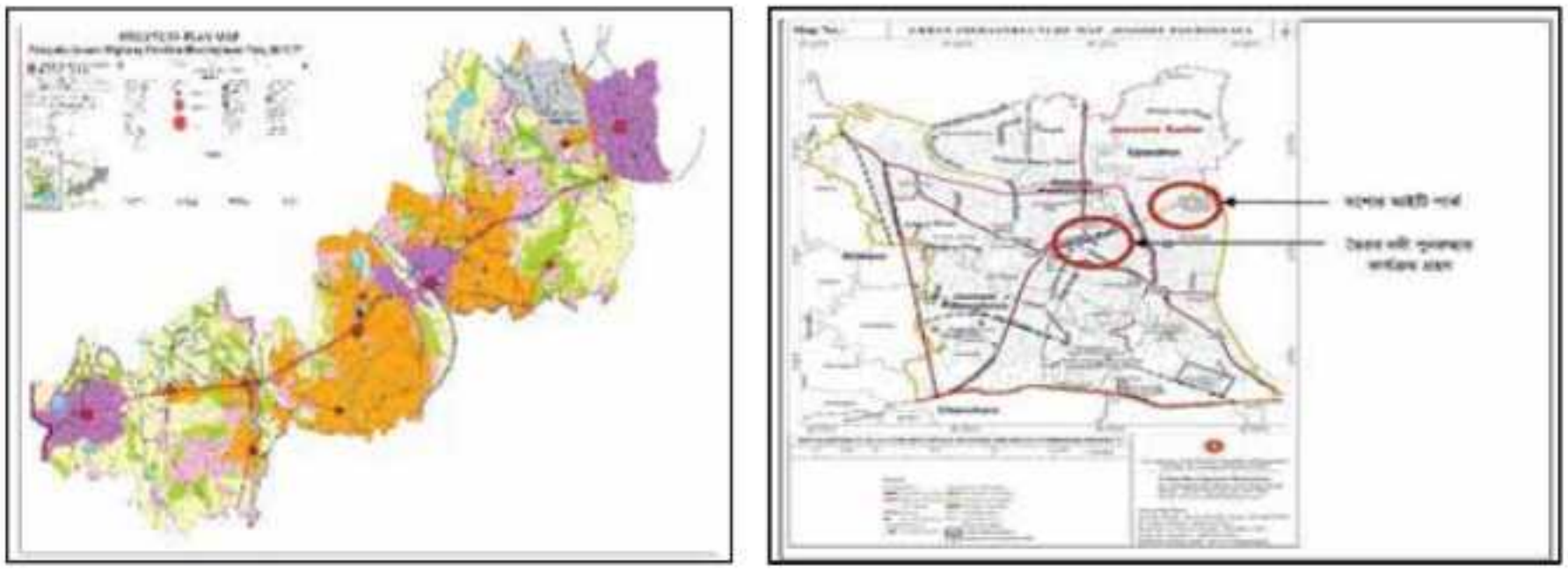

চিত্র-৭: বেনাপোল- যশোর হাইওয়ে করিডোর স্ট্রাকচার প্ল্যান

৪.৪ নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন (চলমান) স্থানিক পরিকল্পনা প্রকল্পসমূহ:

বর্তমানে নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর বাংলাদেশের ৬.৭% (৩৪টি উপজেলা, ৯৮৮১ বর্গকিলোমিটার) এলাকার মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন করেছে। ছক-২ এ তালিকাভুক্ত চলমান ৯টি প্রকল্প সম্পন্ন হলে দেশের আরও ৭.৫৮% এলাকার (৪৯টি উপজেলা) জন্য স্থানিক পরিকল্পনা প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন হবে। ফলশ্রুতিতে জুন, ২০২৮ সালের মধ্যে দেশের প্রায় ১৪.২৮% এলাকা ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনার আওতাভুক্ত হবে, যা টেকসই এবং সুষম উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

ছক-২: নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত চলমান মাস্টারপ্ল্যান প্রকল্প এলাকা

নং	প্রকল্পের নাম	প্রকল্প এলাকা (উপজেলা)	সমাপ্তির সময়
১।	নয়টি উপজেলার সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের পাইলট প্রকল্প (সংশোধিত ১০ উপজেলা)	হাজীগঞ্জ, শাহরাস্তি, লালমনিরহাট, জগন্নাথপুর, শান্তিগঞ্জ, দেওয়ানগঞ্জ, বকশীগঞ্জ, মহম্মদপুর, শালিখা ও মাগুরা সদর	জুন, ২০২৬
২।	পিরোজপুর জেলার তিনটি উপজেলার উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন	পিরোজপুর সদর, নেছারাবাদ ও নাজিরপুর	জুন, ২০২৬
৩।	মেহেরপুর জেলার উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রকল্প	মেহেরপুর সদর, মুজিবনগর ও গাংনী	জুন, ২০২৬
৪।	বারটি উপজেলার সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন	ফুলতলা, ডুমুরিয়া, রাজাপুর, কাঠালিয়া, পাংশা, কালুখালী, বালিয়াকান্দি, গোবিন্দগঞ্জ, পলাশ, নরসিংদী সদর, তারাকান্দা, ফুলপুর	ডিসেম্বর ২০২৬
৫।	বরিশাল মেট্রোপলিটন এলাকার সমন্বিত মাস্টারপ্ল্যান/ কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন	বরিশাল সদর, বাবুগঞ্জ	সেপ্টেম্বর, ২০২৭
৬।	ঢাকার পার্শ্ববর্তী এলাকার সমন্বিত মাস্টারপ্ল্যান/কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন (রাজউক ও গাজীপুর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এর আওতা বহির্ভূত এলাকা)	ধামরাই, সাভার, দোহার, নবাবগঞ্জ, বেলাবো, রায়পুরা, সোনারগাঁও, আড়াইহাজার, কালিয়াকৈর, কালীগঞ্জ, কাপাসিয়া, গাজীপুর সদর	জুন, ২০২৮
৭।	চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুন্ড উপজেলা এবং ফেনী জেলার সোনাগাজী উপজেলার উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন	সীতাকুন্ড, সোনাগাজী	জুন, ২০২৮

নং	প্রকল্পের নাম	প্রকল্প এলাকা (উপজেলা)	সমাপ্তির সময়
৮।	মুন্সীগঞ্জ জেলার সমন্বিত মাস্টারপ্ল্যান/কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন	মুন্সীগঞ্জ সদর, টঙ্গিবাড়ী, শ্রীনগর, লৌহজং, সিরাজদিখান ও গজারিয়া	জুন, ২০২৮
৯।	নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধি	নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আধুনিক পরিকল্পনা পদ্ধতি, জিআইএস ও রিমোট সেন্সিং, ডেটা বিশ্লেষণসহ সংশ্লিষ্ট প্রযুক্তিতে পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি করা হবে। একই সঙ্গে টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে নগর ও আঞ্চলিক পরিকল্পনা প্রণয়নকে অধিক কার্যকর করতে প্রয়োজনীয় আধুনিক যন্ত্রপাতি, হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার সংগ্রহ করা হবে। পাশাপাশি, পরিকল্পনা সংক্রান্ত তথ্য সংরক্ষণ, বিশ্লেষণ ও ব্যবহার প্রক্রিয়াকে সহজ ও সমন্বিত করার উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয়ভাবে একটি উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন সার্ভার কম্পিউটার সিস্টেম (নেটওয়ার্ক ডিভাইসসহ) স্থাপন করা হবে।	সেপ্টেম্বর, ২০২৮
মোট	**৯ টি প্রকল্প**	**২টি জেলা ও ৪১ টি উপজেলা**	**-**

উৎস: নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, ২০২৬

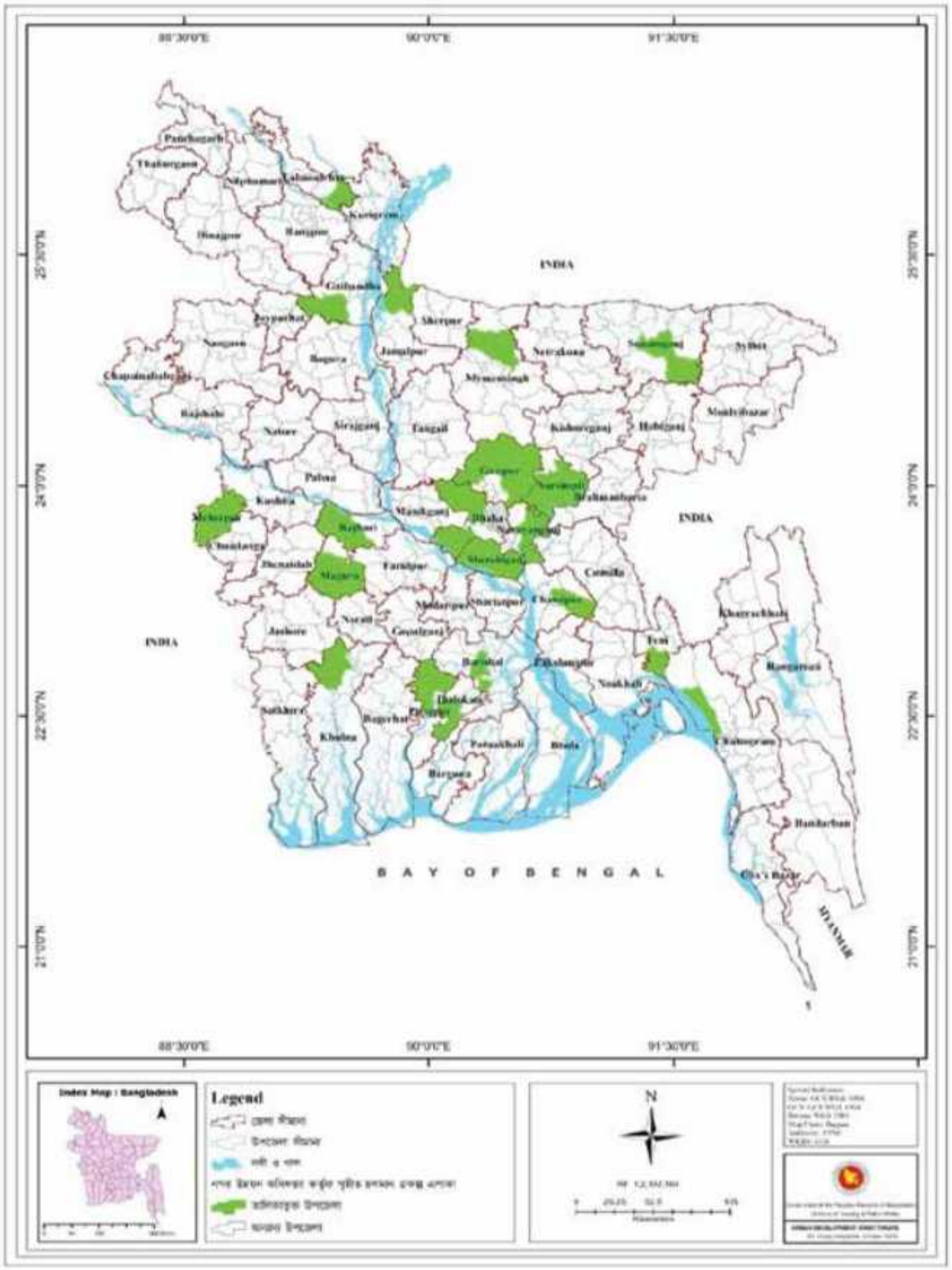

ম্যাপ-২: নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণয়নাধীন পরিকল্পিত এলাকা, ২০২৬ (ছক-২ অনুসারে প্রস্তুতকৃত)

৪.৫ স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক সম্পাদিত এবং চলমান মাস্টারপ্ল্যানসমূহ:

২০০০ সালের পর থেকে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর দেশের পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনসমূহের টেকসই ও সুপরিকল্পিত অবকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে ধারাবাহিকভাবে মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়ন করে আসছে। এসব মাস্টারপ্ল্যানে শিশুদের জন্য খেলার মাঠ, সুনির্দিষ্ট বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এলাকা, পরিকল্পিত আবাসন, সড়ক নেটওয়ার্ক এবং অন্যান্য মৌলিক অবকাঠামোগত উপাদানের স্থানিক বণ্টন ও উন্নয়ন কৌশল নির্ধারণ করা হয়। এর মাধ্যমে নগরবাসীর জীবনমান উন্নয়ন এবং পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষায় ইতিবাচক প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়। গত দেড় দশকে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক ২৫৬টি পৌরসভা ও ২টি সিটি কর্পোরেশনসহ মোট ২৫৮টি অবকাঠামো উন্নয়ন মাস্টারপ্ল্যান প্রস্তুত করা হয়েছে। তবে এই বিপুল সংখ্যক পরিকল্পনার মধ্যে মাত্র ৬টি মাস্টারপ্ল্যান সরকারিভাবে গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়েছে, যা বাস্তবায়নের আইনি কাঠামোকে দুর্বল করে তোলে। গেজেটভুক্ত মাস্টারপ্ল্যানসমূহ হলো: (১) কুয়াকাটা, (২) টুংগীপাড়া, (৩) কোটালিপাড়া, (৪) টাঙ্গাইল, (৫) মাধবপুর এবং (৬) কিশোরগঞ্জ (ম্যাপ-৩)।

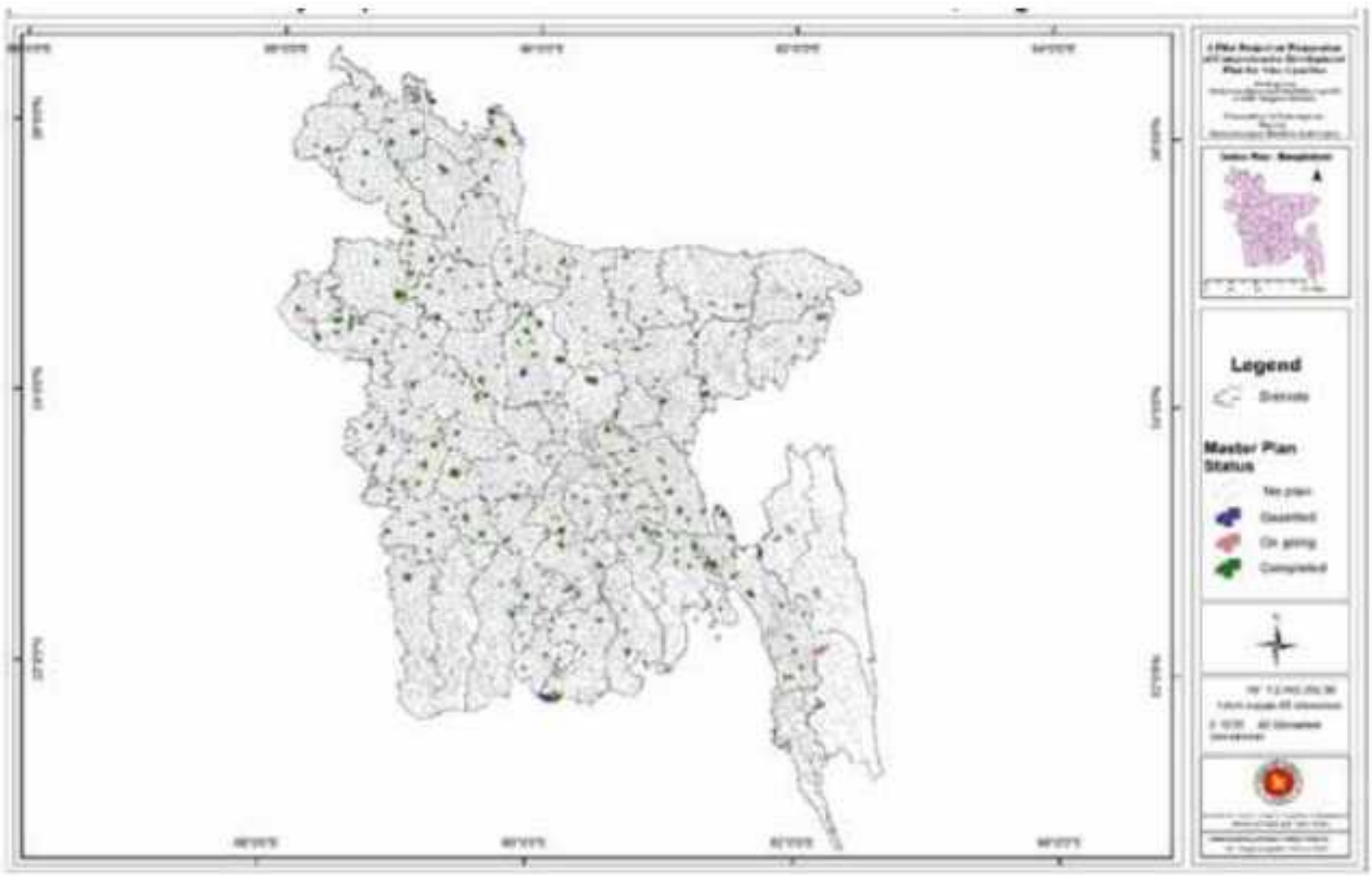

ম্যাপ-৩: স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক সম্পাদিত পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশন মাস্টারপ্ল্যান প্রকল্প এলাকা (ছক-৩ অনুসারে প্রস্তুতকৃত)

মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়নের মূল উদ্দেশ্য হলো উন্নয়ন কার্যক্রমে দিকনির্দেশনা প্রদান এবং স্থানিক সমন্বয় নিশ্চিত করা কিন্তু গেজেট প্রকাশ ব্যতীত এসব পরিকল্পনা প্রয়োগযোগ্য হয় না, যার ফলে স্থানীয় উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সুশাসন, স্বচ্ছতা এবং দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার ধারাবাহিকতা বিঘ্নিত হয়। তবে অনেক ক্ষেত্রেই স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত মাষ্টারপ্ল্যানসমূহ অধিকাংশ ক্ষেত্রে গেজেটভুক্ত না হওয়ায় পরিকল্পনাগুলো বাস্তবায়ন এবং টেকসই নগরায়ণের পথে কার্যকর অগ্রগতি অর্জন করতে সক্ষম হয়না।

ছক-৩: স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক সম্পাদিত মাস্টারপ্ল্যান সমূহ:

ক্র. ন.	প্রকল্পের নাম	পৌরসভার সংখ্যা	সিটি কর্পোরেশনের সংখ্যা	গেজেটভুক্ত মাস্টারপ্ল্যানের সংখ্যা
১।	জেলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প	২২ টি	২ টি	৬ টি (কুয়াকাটা, টুংগীপাড়া, কোটালিপাড়া, টাঙ্গাইল, মাধবপুর এবং কিশোরগঞ্জ)
২।	উপজেলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প	২১৫ টি	-	
৩।	দ্বিতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্প	১ টি	-	
৪।	তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্প	১৬ টি	-	
৫।	ভোলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প	১ টি	-	
	মোট =	২৫৬ টি	২টি	৬ টি

উৎস: স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, ২০২৪।

২০১৪ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি তারিখে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক প্রণীত Rules of Business-এ সংশ্লিষ্ট বিভাগকে উপজেলা, পৌরসভা এবং সিটি কর্পোরেশনসমূহের মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়ন, অনুমোদন এবং সরকারি গেজেটের মাধ্যমে তা প্রকাশ করার ক্ষমতা প্রদান করা হয়। এ সিদ্ধান্তের আলোকে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর বিভিন্ন উপজেলায় মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়নের কার্যক্রম হাতে নেয়। এই প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর মোট ২২টি উপজেলার জন্য মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে গ্রামীণ উন্নয়নকে কেন্দ্র করে নতুনভাবে ১০টি উপজেলা মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়ন প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত রয়েছে এবং নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক পূর্বে প্রণীত ৪টি মাস্টারপ্ল্যান পুন:মূল্যায়নের (রিভিউ) কার্যক্রমও এই উদ্যোগের আওতায় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে (ছক-৪ ও ম্যাপ-৪)।

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশের পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন এলাকার অবকাঠামো উন্নয়নে মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়ন করে আসছে। তবে মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়নে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর ও নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের মধ্যে মৌলিক কিছু পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর সাধারণত পরিকল্পনাগুলিতে বন্যা, ভূমিকম্প, লবণাক্ততা, পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য, যোগাযোগ ব্যবস্থাপনা, এবং আর্থ-সামাজিক অবস্থা ইত্যাদি সেক্টরগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করে সমন্বিত মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়ন করে। ফলে এটি শুধু অবকাঠামো উন্নয়নেই সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং টেকসই এবং সমন্বিত নগর উন্নয়ন নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অন্যদিকে, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর তার মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়নে প্রধানত অবকাঠামো উন্নয়নের ওপর গুরুত্বারোপ করে থাকে। কিন্তু এই ধরণের পরিকল্পনায় পরিবেশ এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার মতো অনেক সংবেদনশীল দিক অবহেলিত থেকে যায়। এর ফলে, মাস্টারপ্ল্যানগুলো সমন্বিত উন্নয়নকে সমর্থন করতে ব্যর্থ হয় এবং পরিবেশগত ক্ষতির ঝুঁকি সৃষ্টি করে।

অপরদিকে, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরে কোনো স্বতন্ত্র পরিকল্পনা সেল নাই, ফলে মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়নের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানটি ব্যক্তি পরামর্শক বা পরামর্শক সংস্থার ওপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল। ফলশ্রুতিতে, মাস্টারপ্ল্যানগুলোর গুণগতমান এবং দীর্ঘমেয়াদী কার্যকারিতা অনেকাংশেই পরামর্শক সংস্থার দক্ষতা ও পেশাগত মানের উপর নির্ভর করে। অন্যদিকে, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠার মূল লক্ষ্যই ছিল দেশের উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের অধিভুক্ত এলাকার বাইরের সমগ্র বাংলাদেশের জন্য মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়ন করা। পরিকল্পনা প্রণয়ন কাজে নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর তাদের নিজস্ব জনবল এবং বিশেষজ্ঞদের ব্যবহার করে থাকে, যা পরিকল্পনার গুণগতমান নিশ্চিত করে।

ছক-৪: স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ও গৃহীত উপজেলা মাস্টারপ্ল্যানসমূহ:

ক্র.নং	বিভাগ	জেলা	LGED কর্তৃক চলমান মাস্টারপ্ল্যান প্রকল্পসমূহ		LGED কর্তৃক গৃহীত প্রকল্পের আওতায় প্রণীতব্য উপজেলা মাস্টারপ্ল্যান
			নতুনভাবে প্রণীত	UDD কর্তৃক প্রণীত মাস্টারপ্ল্যান রিভিউ	
১।	ঢাকা	কিশোরগঞ্জ	মিঠামইন	-	-
		ঢাকা	-	নবাবগঞ্জ	-
		নরসিংদী	-	-	মনোহরদী
		গোপালগঞ্জ	-	-	মুকসুদপুর
২।	চট্টগ্রাম	কুমিল্লা	মনোহরগঞ্জ	-	-
			লালমাই	-	-
		কক্সবাজার	-	রামু	-
		রাঙামাটি			বরকল
৩।	ময়মনসিংহ	নেত্রকোণা	আটপাড়া	-	বারহাট্টা
৪।	খুলনা	বাগেরহাট	ফকিরহাট	-	-
		সাতক্ষীরা	কালীগঞ্জ	-	শ্যামনগর
৫।	রাজশাহী	রাজশাহী	-	বাগমারা	-
		নওগাঁ			নিয়ামতপুর
৬।	সিলেট	সিলেট	গোয়াইনঘাট	-	-
৭।	বরিশাল	পটুয়াখালী	দুমকি	-	-
		বরিশাল			হিজলা
৮।	রংপুর	গাইবান্ধা	-	সাঘাটা	ফুলছড়ি
		কুড়িগ্রাম	-	-	ভুরঙ্গামারী
মোট =		১৮টি জেলা	৮টি উপজেলা	৪টি উপজেলা	১০টি উপজেলা

উৎস: স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, ২০২৪।

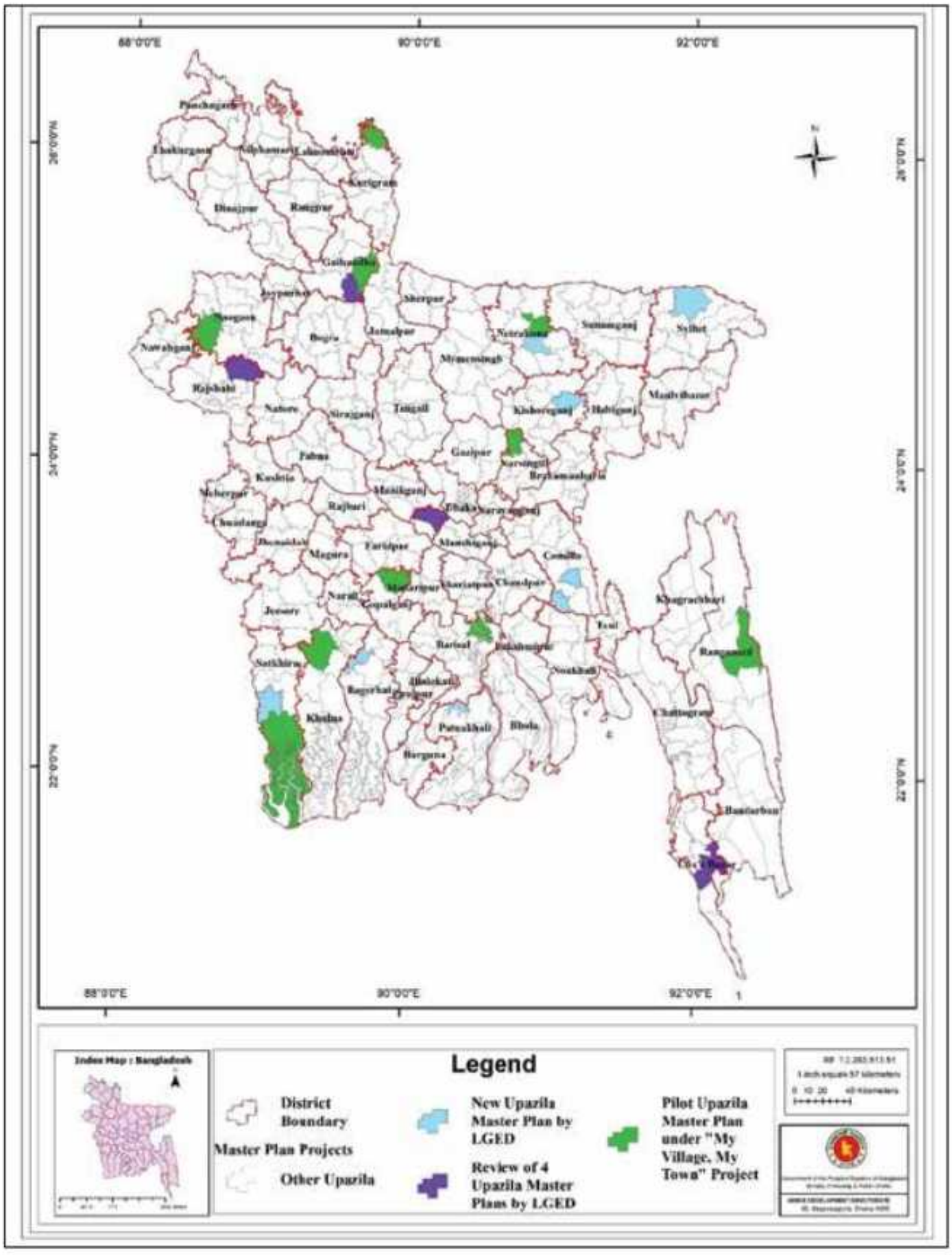

ম্যাপ-৪: স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক সম্পাদিত ও চলমান মাস্টারপ্ল্যানসমূহের প্রকল্প এলাকা
(ছক-৪ অনুসারে প্রস্তুতকৃত)

৪.৬ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রণীত এবং চলমান মাস্টারপ্ল্যানসমূহ:

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের অধীনে বর্তমানে ৬টি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কার্যক্রম পরিচালনা করছে, যথা: রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক), চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (চউক), খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (খুউক), রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাউক), কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (কউক) এবং গাজীপুর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (গাউক)। এসকল কর্তৃপক্ষ তাদের নিজ নিজ আইন ও বিধিমালার আওতায় মহাপরিকল্পনা/মাস্টারপ্ল্যান, স্ট্রাকচার প্ল্যান, ডিটেইল্ড এরিয়া প্ল্যান (DAP) এবং উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করে। নিম্নে উন্নয়ন কর্তৃপক্ষসমূহ কর্তৃক প্রণীত ও চলমান পরিকল্পনাসমূহের হালনাগাদ তথ্য নিম্নে বর্ণনা করা হলো:

(ক) রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক)

রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক) রাজধানী ঢাকা ও এর পার্শ্ববর্তী এলাকার পরিকল্পিত ও নিয়ন্ত্রিত উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন সময় মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। ঢাকার প্রথম সমন্বিত মাস্টারপ্ল্যান ছিল ১৯৫৯ সালের Dacca Master Plan, যা তৎকালীন Dhaka Improvement Trust কর্তৃক প্রণীত হয়। এই পরিকল্পনায় আবাসিক, বাণিজ্যিক ও প্রাতিষ্ঠানিক এলাকার প্রাথমিক জোনিং, সড়ক নেটওয়ার্ক এবং উন্মুক্ত স্থান নির্ধারণের মাধ্যমে রাজধানীর আধুনিক নগর কাঠামোর ভিত্তি স্থাপন করা হয়।

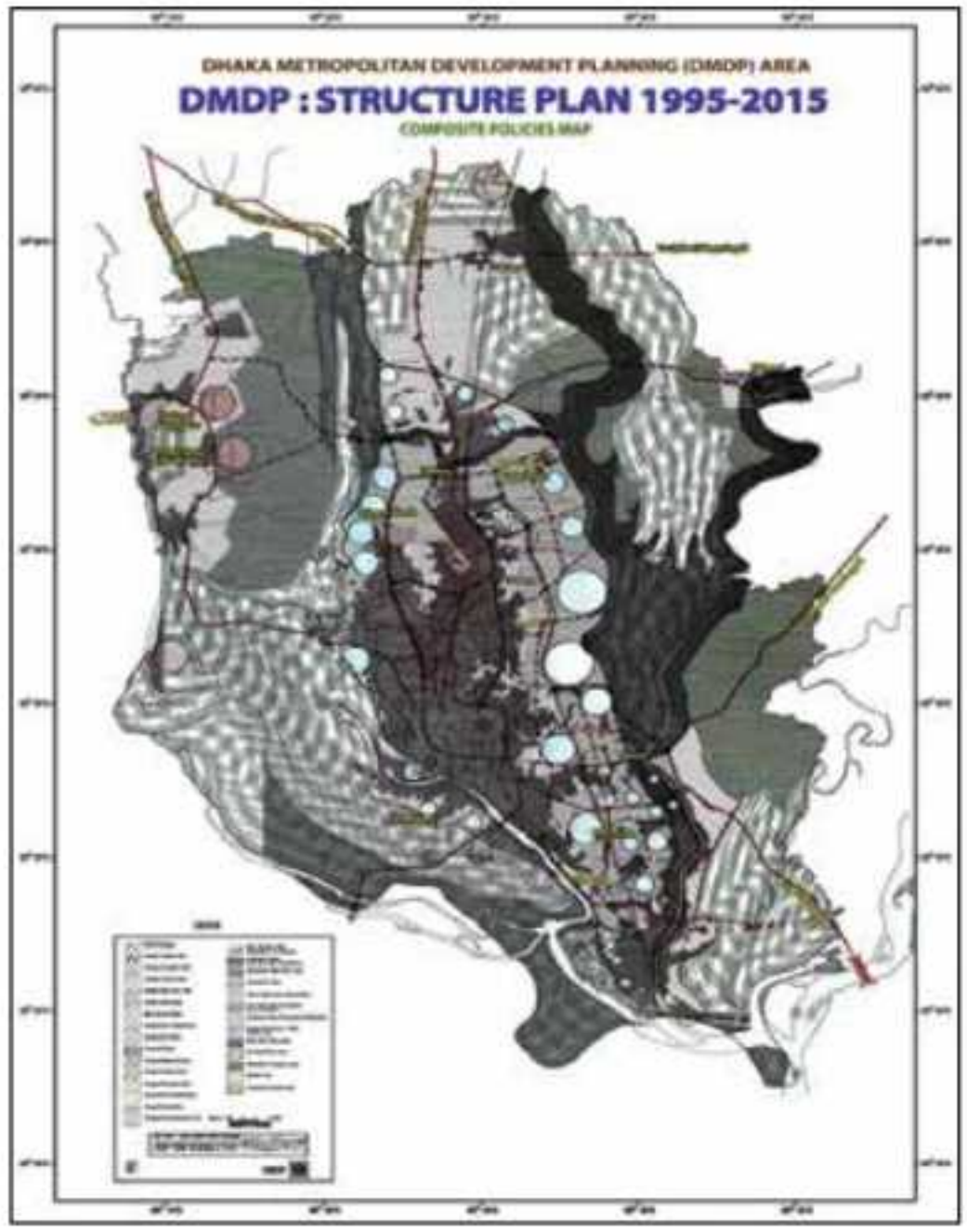

পরবর্তীতে দ্রুত নগরায়ন ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে ১৯৯৫-২০১৫ মেয়াদের জন্য তিন স্তরবিশিষ্ট Dhaka Metropolitan Development Plan (DMDP) প্রণয়ন করা হয়। DMDP এর অর্ন্তভুক্ত স্ট্রাকচার প্ল্যান, আরবান এরিয়া প্ল্যান এবং ডিটেইল্ড এরিয়া প্ল্যান মহানগর এলাকার সামগ্রিক উন্নয়ন কাঠামো নির্ধারণ এবং প্লটভিত্তিক ভূমি ব্যবহার ও উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ বিধিমালার মাধ্যমে বাস্তবায়নযোগ্য দিক নির্দেশনা প্রদান করে। DMDP-এর অংশ হিসেবে ২০১০ সালে ডিটেইল্ড এরিয়া প্ল্যান (DAP) প্রণীত হয়, যেখানে মৌজা ও প্লটভিত্তিক ভূমি ব্যবহার শ্রেণিবিন্যাস, উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা, জলাধার সংরক্ষণ এবং উন্মুক্ত স্থান রক্ষার বিস্তারিত নির্দেশনা অন্তর্ভুক্ত

ছিল। সাম্প্রতিক সময়ে ২০২২-২০৩৫ মেয়াদের জন্য সংশোধিত DAP প্রণয়ন করা হয়েছে (প্রায় ১,৫২৮ বর্গকিলোমিটার এলাকা)। এই পরিকল্পনায় জনঘনত্ব ব্যবস্থাপনা, ফ্লোর এরিয়া রেশিও (FAR) নির্ধারণ, ট্রানজিট-ওরিয়েন্টেড ডেভেলপমেন্ট (TOD), জলাবদ্ধতা নিরসন এবং পরিবেশ-সংবেদনশীল জোনিংকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

(খ) চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (চউক)

১৯৬১ সালে প্রতিষ্ঠার পরপরই চউক প্রথম সমন্বিত মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়ন করে, যা মহানগরীর ভূমি ব্যবহার বিন্যাস, সড়ক নেটওয়ার্ক এবং ভূমি জোনিং নির্ধারণের প্রাথমিক কাঠামো প্রদান করে। পরবর্তীতে, নগর বিস্তার ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে ১৯৯৫ সালে ২০ বছর মেয়াদি চট্টগ্রাম মহানগর মাস্টারপ্ল্যান (১৯৯৫-২০১৫) প্রণয়ন করা হয়। এ পরিকল্পনায় নগর সম্প্রসারণ নিয়ন্ত্রণ, শিল্পাঞ্চল নির্ধারণ, পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়ন, পাহাড় ও জলাভূমি সংরক্ষণ এবং বন্দরকেন্দ্রিক অবকাঠামো উন্নয়নের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। মেয়াদোত্তীর্ণ পরিকল্পনার প্রেক্ষাপটে বর্তমানে চট্টগ্রাম মহানগরীর জন্য মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে, যা ২০২৬ সালের জুনের মধ্যে চূড়ান্ত করা হবে (চউক, ২০২৬)।

(গ) খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (খুউক)

খুলনা মহানগরী ও পার্শ্ববর্তী এলাকার পরিকল্পিত উন্নয়ন, ভূমি ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ এবং অবকাঠামোগত সমন্বয় সাধনের লক্ষ্যে খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ১৯৬১ সালে খুলনার প্রথম মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন করে, যা মূলত শিল্প ও বন্দরকেন্দ্রিক নগর কাঠামো গঠনের ওপর ভিত্তি করে ছিল। এ পরিকল্পনাটি ছিল জোনিংভিত্তিক এবং সীমিত জরিপ নির্ভর। পরবর্তীতে দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি, নগর বিস্তার ও পরিবেশগত চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় ২০০২ সালে খুউক একটি সমন্বিত মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন করে। Structure Plan, Urban Area Plan এবং বিস্তারিত জোনিং অন্তর্ভুক্ত এ পরিকল্পনায় বিস্তৃত ভূমি ব্যবহার শ্রেণিবিন্যাস, উপকূলীয় ঝুঁকি ও জলাবদ্ধতা ব্যবস্থাপনা, পরিবহন করিডোর উন্নয়ন এবং পরিকল্পিত আবাসিক সম্প্রসারণ এলাকা সংরক্ষণে গুরুত্ব প্রদান করা হয়।

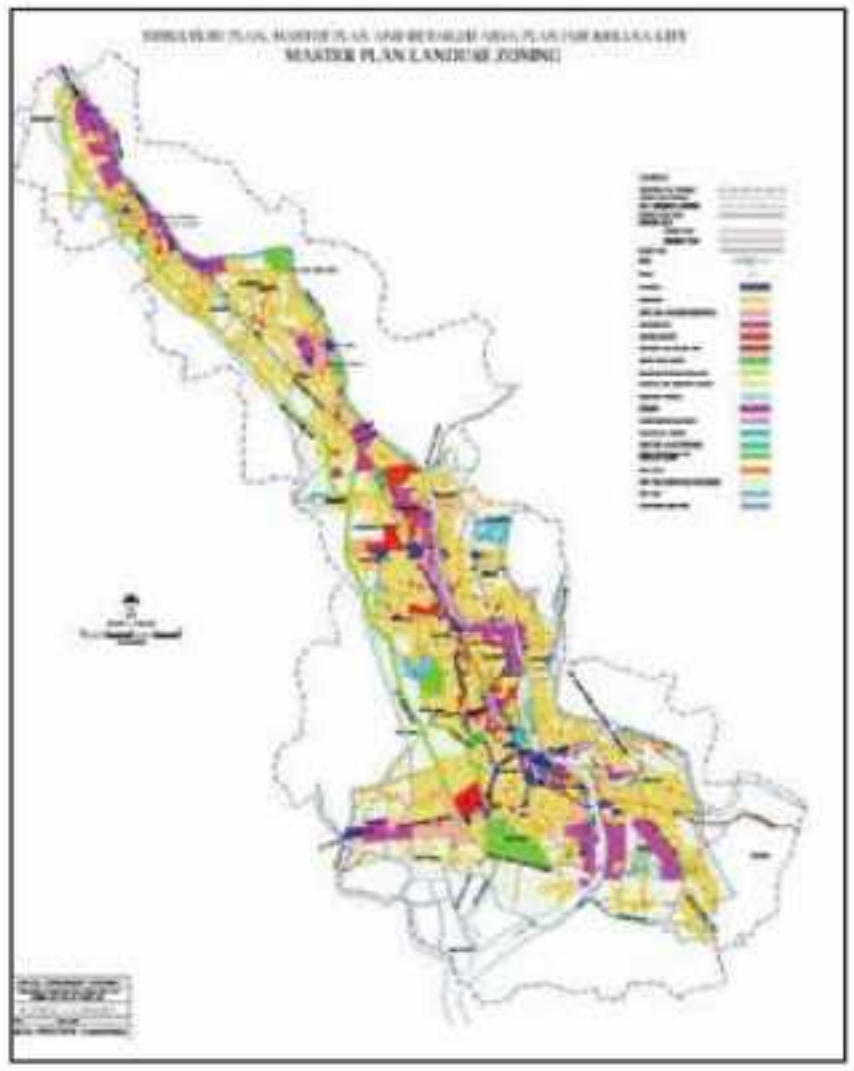

(ঘ) রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাউক)

রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাউক) প্রতিষ্ঠার পর উত্তরাঞ্চলের প্রধান নগরকেন্দ্র রাজশাহীর পরিকল্পিত বিকাশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ১৯৮৪ সালে প্রথম মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন করে। এ পরিকল্পনাটি মূলত জোনিংভিত্তিক স্ট্রাকচার প্ল্যান ছিল এবং সীমিত ভূমি জরিপ ও প্রাথমিক মানচিত্র তথ্যের ওপর নির্ভরশীল। পরবর্তীতে দ্রুত নগরায়ন, জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং অবকাঠামোগত চাহিদা বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে ২০০৪ সালে রাজশাহী মেট্রোপলিটন ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান (২০০৪-২০২৪) প্রণয়ন করা হয়। চার স্তর বিশিষ্ট (স্ট্রাটেজিক প্ল্যান, স্ট্রাকচার প্ল্যান, আরবান এরিয়া প্ল্যান ও ডিটেইল্ড এরিয়া প্ল্যান) এ পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত ছিল বিস্তৃত ভূমি ব্যবহার শ্রেণিবিন্যাস, পরিবহন নেটওয়ার্ক উন্নয়ন, পদ্মা নদীতীর সংরক্ষণ, উন্মুক্ত স্থান ও জলাশয় রক্ষা এবং পরিকল্পিত আবাসিক সম্প্রসারণের কৌশল। আধুনিক পরিকল্পনা বিশ্লেষণ পদ্ধতি ও GIS প্রযুক্তির ব্যবহার এ পরিকল্পনার একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য, যা তথ্যভিত্তিক ও সমন্বিত নগর ব্যবস্থাপনায় কার্যকর ভূমিকা পালন করে।

পরবর্তীতে পরিকল্পনাটিকে দুর্যোগ-সংবেদনশীল করার লক্ষ্যে ২০২৩ সালে নতুন মেয়াদে রাজশাহী মেট্রোপলিটন ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান হালনাগাদ করা হয়, যেখানে জলবায়ু সহনশীলতা, ঝুঁকি মানচিত্রায়ন, সবুজ অবকাঠামো, টেকসই পরিবহন এবং পরিবেশগত সংবেদনশীল এলাকা সংরক্ষণকে অধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে।

(ঙ) কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (কউক)

২০১৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (কউক) কক্সবাজারকে একটি আধুনিক ও টেকসই পর্যটন নগরী হিসেবে গড়ে তুলতে পর্যটনকেন্দ্রিক মাস্টার প্ল্যান ও ডিটেইল্ড এরিয়া প্ল্যান প্রণয়নের কাজ করছে, যা জুন ২০২৬ সালে সমাপ্ত হবে। এখন পর্যন্ত নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত "Development Plan of Cox'Bazar Town and Sea-beach upto Taknaf (2011-2031) পরিকল্পনার আলোকে নগর উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

(চ) গাজীপুর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (গাউক)

গাজীপুর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ পরিকল্পিত শিল্প ও আবাসিক উন্নয়নের লক্ষ্যে নিজস্ব মাস্টার প্ল্যান ও উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা প্রণয়নের প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে। বর্তমানে গাজীপুর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের এলাকার একটি অংশ রাজউকের DAP (২০২২-২০৩৫) সীমানার অন্তর্ভুক্ত থাকায় সে মোতাবেক উন্নয়ন কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে।

(ছ) নতুন উন্নয়ন কর্তৃপক্ষসমূহ:

এছাড়া, সম্প্রতি ৫টি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, যথা: সিলেট উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, বরিশাল উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, নারায়নগঞ্জ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, রংপুর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ও ময়মনসিংহ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং বর্তমানে উন্নয়ন কর্তৃপক্ষসমূহের প্রশাসনিক কাঠামো গঠন ও জনবল নিয়োগের প্রক্রিয়া চলছে। তবে ৫টি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এখনও কোন মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন কার্যক্রম শুরু হয়নি।

৪.৭ স্থানিক পরিকল্পনা প্রণয়ন পদ্ধতির সাথে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সম্পৃক্ততা:

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সাথে স্থানিক পরিকল্পনার কার্যকর সমন্বয় নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পরিকল্পনা প্রণয়নের প্রাথমিক স্তরেই যদি ঝুঁকি-সংবেদনশীলতা বিবেচনায় নেওয়া হয়, তবে প্রাকৃতিক দুর্যোগজনিত প্রাণহানি, সম্পদহানি ও অবকাঠামোগত ক্ষয়ক্ষতি উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করা সম্ভব। এই অগ্রণী উদ্যোগের ধারাবাহিকতায় এ অধিদপ্তর পরবর্তী সময়ে আরও ৯টি প্রকল্পের আওতায় মোট ৩৪টি উপজেলার জন্য দুর্যোগ সংবেদনশীল স্থানিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে (ছক-১)।

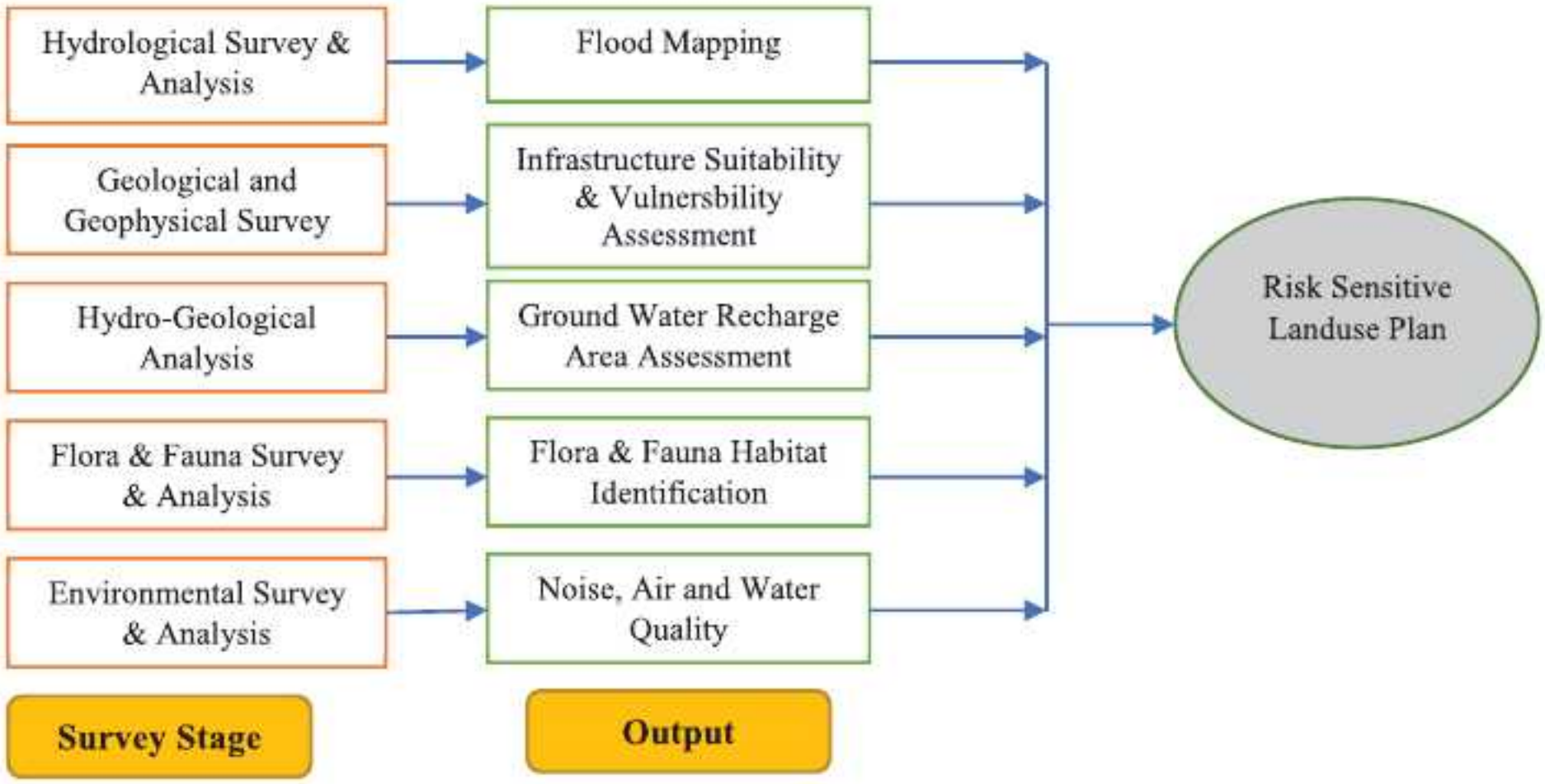

চিত্র-৮: স্থানিক পরিকল্পনায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সম্পৃক্তকরণ পদ্ধতি (নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, ২০২৬)

দুর্যোগ-সংবেদনশীল স্থানিক পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনার প্রাথমিক পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট এলাকার ভূতাত্ত্বিক (Geological), জল-ভূতাত্ত্বিক (Hydrogeological), ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য, ভূমিকম্পপ্রবণতা (Seismic Vulnerability), বন্যা প্রবণতা, নদীভাঙন, জলাবদ্ধতা এবং উপকূলীয় ঝুঁকি (Cyclone & Storm Surge Risk) বিশ্লেষণ করে। এ বিশ্লেষণের জন্য বিদ্যমান থিম্যাটিক মানচিত্র, স্যাটেলাইট চিত্র, টপোগ্রাফিক তথ্য, বন্যা-প্রবাহ মানচিত্র, ভূমিকম্প জোনিং মানচিত্র এবং সংশ্লিষ্ট সরকারি ও কারিগরি সংস্থার উপাত্ত ব্যবহার করা হয়। উক্ত বিশ্লেষণের ভিত্তিতে ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলসমূহ সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করে ঝুঁকি শ্রেণিভিত্তিক জোনিং কাঠামো প্রণয়ন করা হয়। পরবর্তীতে জোনিং নীতিমালা ও উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ বিধি (Development Control Regulations) প্রয়োগের মাধ্যমে উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় ঘনবসতিপূর্ণ উন্নয়ন, বহুতল ভবন বা গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো নির্মাণ সীমিত বা নিয়ন্ত্রিত করা হয় এবং তুলনামূলক নিরাপদ এলাকায় পরিকল্পিত উন্নয়ন নির্দেশিত করা হয় (চিত্র-৮)। এর ফলে ঝুঁকি হ্রাস, নিরাপদ বসতি এবং টেকসই উন্নয়নের ভিত্তি সুদৃঢ় হয়।

এ ধরনের ঝুঁকি-ভিত্তিক ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার "Prevention" ও "Mitigation" পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং আগাম প্রস্তুতির (Preparedness) সুযোগ সৃষ্টি করে। একই সঙ্গে পরিকল্পনায় সড়ক নেটওয়ার্ক, হাসপাতাল, ফায়ার সার্ভিস, বহুমুখী আশ্রয়কেন্দ্র, উন্মুক্ত স্থান ও জরুরি সরিয়ে নেওয়ার (Evacuation) রুটসমূহের কৌশলগত অবস্থান নির্ধারণ করা হয়, যাতে দুর্যোগকালীন দ্রুত ও সমন্বিত প্রতিক্রিয়া (Emergency Response) নিশ্চিত করা যায়। ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনার সাথে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সমন্বিত এই পদ্ধতি শুধু দুর্যোগ-পরবর্তী ক্ষয়ক্ষতি লাঘবেই নয়, বরং দীর্ঘমেয়াদে একটি সহনশীল (Resilient), নিরাপদ ও টেকসই নগর ও আঞ্চলিক উন্নয়নের ভিত্তি হিসেবে কাজ করে।

৪.৮ স্থানিক পরিকল্পনা প্রণয়নে অন্যান্য দপ্তর/সংস্থার সাথে নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের সমন্বয় প্রক্রিয়া:

বাংলাদেশে স্থানিক পরিকল্পনা/মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়নের ক্ষেত্রে নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর ছাড়াও উন্নয়ন কর্তৃপক্ষসমূহ (রাজউক, সিডিএ, কেডিএ, আরডিএ, কক্সডিএ ও জিডিএ) ও স্থানীয় সরকার বিভাগের স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর বাংলাদেশের নগর অঞ্চলের জন্য স্থানিক পরিকল্পনা/মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়ন করে থাকে। স্বায়ত্তশাসিত উন্নয়ন কর্তৃপক্ষগুলো তাদের নিজস্ব অধিক্ষেত্রের জন্য মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়ন করে এবং তাদের আওতাভুক্ত এলাকাসমূহ সাধারণত গেজেটের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়। এ কারণে অধিক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করে নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের এলাকা বহির্ভূত এলাকার জন্য স্থানিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করে থাকে। নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর এবং স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর উভয়ই উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের অধিক্ষেত্র বর্হিভূত এলাকার জন্য স্থানিক পরিকল্পনা/মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়ন করে থাকে। এক্ষেত্রে দ্বৈততা এড়াতে অধিদপ্তর দুইটি স্থানিক পরিকল্পনা/মাষ্টারপ্ল্যান সম্পর্কিত তথ্যাদি পত্রের মাধ্যমে এক অপরকে অবগত করে থাকে। যেমন, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক সম্পাদিত "Development Plan for Forteen Upazila, ২০১৮-২০৩৮" প্রকল্পটি বাস্তবায়নের পরে তা একটি সেমিনারের মাধ্যমে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর এর সাথে মাস্টারপ্ল্যানের ডাটা ও তথ্যাদি শেয়ার করে এবং স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর উক্ত মাস্টারপ্ল্যান অনুসারে উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নের বিষয়ে একমত পোষণ করেন। এছাড়াও পরিকল্পনা কমিশনও প্রকল্প অনুমোদনের সময় অন্যান্য প্রকল্পের মতো মাস্টারপ্ল্যান প্রকল্পসমূহ পর্যালোচনা করে থাকে, যা সমন্বয়ের ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। ২০১৪ সালের পূর্বে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কোন উপজেলা মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়ন করেনি। সে সময় স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক শুধুমাত্র পৌরসভা (২৫৬ টি) ও সিটি কর্পোরেশন (২টি) এলাকার অবকাঠামো উন্নয়নের নিমিত্তে মাস্টারপ্ল্যান করা হতো। ফলে উক্ত প্ল্যানগুলোতে দুর্যোগ বা জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়ে ডাটা বা তথ্য ভিত্তিক বিশ্লেষণ করা হয়নি বা মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়িনের সময় বিষয়টি গুরুত্বসহকারে বিবেচিত হয়নি। তবে, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর জেলা বা উপজেলা পর্যায়ে স্থানিক পরিকল্পনা প্রণয়নের সময় স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন মাস্টারপ্ল্যানগুলিকে বিবেচনায় নিয়ে তা অর্ন্তভুক্ত করে স্থানিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করে থাকে।

৫.০ নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক প্রস্তাবিত স্থানিক পরিকল্পনাসমূহ:

পরিকল্পিত উন্নয়ন কার্যক্রমের অংশ হিসেবে নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর দীর্ঘদিন ধরে নগর ও গ্রামীণ এলাকাসহ, উপজেলা পর্যায়ে স্থানিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করে আসছে। তবে, এই স্থানিক পরিকল্পনাসমূহ অনেকাংশেই রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক চাহিদার ভিত্তিতে বিক্ষিপ্তভাবে প্রণীত হয়, এ কারণে প্রকৃত চাহিদাসম্পন্ন অঞ্চল বা খাতগুলো অনেক ক্ষেত্রে উপেক্ষিত হয়। ফলশ্রুতিতে, সংশ্লিষ্ট এলাকার ওপর পার্শ্ববর্তী অঞ্চল বা উপজেলার প্রভাব যথাযথভাবে প্রতিফলিত হয় না, ফলে মাস্টারপ্ল্যানের প্রত্যাশিত পূর্ণ সুফল অর্জন অনেক ক্ষেত্রে সম্ভব হয় না। এই সীমাবদ্ধতাগুলো কাটিয়ে উঠা এবং সমগ্র বাংলাদেশের পরিকল্পিত উন্নয়নের একটি টেকসই কাঠামো তৈরি করতে, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর জুলাই পরবর্তী সময়ে ২০৩০ সালের মধ্যে একটি "জাতীয় স্থানিক পরিকল্পনা" (National Spatial Plan) প্রণয়ন এবং ২০৩৫ সালের মধ্যে সারা দেশের জন্য স্থানীয় পর্যায়ের পরিকল্পনা প্রণয়ন সম্পন্ন করার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে। এ সকল উদ্যোগের মাধ্যমে বৃহত্তর এলাকার জন্য সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনা করা সম্ভব হবে, যা সংশ্লিষ্ট জেলার অভ্যন্তরীণ সংযোগ বৃদ্ধি, উপজেলা ও অঞ্চলের মধ্যে সমন্বয় সাধন, সম্পদের সুষম বণ্টন এবং টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এছাড়া, মাস্টারপ্ল্যান ৬০ দশকের একটি প্রচলিত ধারণা, যা বর্তমান সময়ের দ্রুত পরিবর্তনশীল নগর বাস্তবতায় অনেক ক্ষেত্রেই অসামঞ্জস্যপূর্ণ। এই বাস্তবতা বিবেচনায় নিয়ে, সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞগণের মতামতের ভিত্তিতে, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর স্থানিক পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে একটি নতুন ও সময়োপযোগী দৃষ্টিভঙ্গি হিসেবে কৌশলগত পরিকল্পনা (Strategic Plan) ধারণাটি গ্রহণ করেছে।

৫.১ স্থানিক পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রক্রিয়ার অগ্রাধিকার নির্ধারণের ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়:

নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের জনবল কাঠামোর সীমাবদ্ধতা বিবেচনায় রেখে, জেলা ভিত্তিক কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে অঞ্চল বা প্রকল্প নির্বাচন করার সময় নিম্নলিখিত বিষয়গুলোকে বিশেষভাবে বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে:

১. প্রথম পর্যায়ে, বিভাগীয় সদর এবং পুরাতন জেলাসমূহকে এ কৌশলগত পরিকল্পনায় সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, এই অঞ্চলগুলোতে শিল্পায়ন, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং প্রশাসনিক কার্যক্রমের ঘনত্ব তুলনামূলকভাবে বেশি হওয়ায় কৌশলগত পরিকল্পনার দ্রুত বাস্তবায়ন হলে দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতেও তা সরাসরি ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

২. দ্বিতীয় পর্যায়ে, অপেক্ষাকৃত নতুন এবং ১৯৮৪ সালে সৃষ্ট জেলা সমূহকে বিবেচনা করা হয়েছে। এসব জেলার অবকাঠামো, নগর সেবা, এবং পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা এখনো অনেক ক্ষেত্রে প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে, ফলে পরিকল্পিত উন্নয়নের মাধ্যমে তাদের সম্ভাবনাকে কার্যকরভাবে কাজে লাগানো সম্ভব।

এই অগ্রাধিকার নীতি সারা দেশের অঞ্চলভিত্তিক সুষম উন্নয়ন নিশ্চিত করতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে। উপরে বর্ণিত নির্ণয়ক অনুসারে সারা দেশের সকল জেলার কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষ্যে দু'টি পর্যায়ে বিভক্ত করে বিস্তারিত তালিকা ছক-৫ ও ছক-৬ এ অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছে।

ছক-৫: নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক জুলাই, ২০২৬ হতে জুন, ২০৩০ মেয়াদে প্রস্তাবিত নতুন প্রকল্পসমূহের তালিকা (১ম পর্যায়)

প্রকল্পসমূহের নাম	জেলার নাম	উপজেলা		প্রস্তাবিত মেয়াদ*	মন্তব্য
		নাম	সংখ্যা		
১) সিলেট জেলার সমন্বিত মাস্টারপ্ল্যান/ কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন	সিলেট	বিয়ানীবাজার বিশ্বনাথ কোম্পানীগঞ্জ ফেঞ্চুগঞ্জ গোপালগঞ্জ সিলেট সদর ওসমানীনগর দক্ষিণ সুরমা বালাগঞ্জ জৈন্তাপুর কানাইঘাট জকিগঞ্জ গোয়াইনঘাট	১৩ টি উপজেলা	জুলাই, ২০২৬ থেকে জুন, ২০২৯	▪ গোয়াইনঘাট উপজেলা মাস্টারপ্ল্যানটি LGED কর্তৃক বাস্তবায়িত হচ্ছে, যা এ প্রকল্প প্রণয়নের সময় সমন্বয় করা হবে। ▪ সিলেট সিটি কর্পোরেশন মাস্টারপ্ল্যানটি সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক প্রণীত হচ্ছে, যা এ প্রকল্পের সাথে সমন্বয় করা হবে
২) বগুড়া জেলার সমন্বিত মাস্টারপ্ল্যান/ কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন	বগুড়া	আদমদিঘী বগুড়া সদর ধুনট দুপচাচিঁয়া গাবতলী কাহালু নন্দীগ্রাম শেরপুর শিবগঞ্জ শাজাহানপুর সারিয়াকান্দি সোনাতলা	১২ টি উপজেলা	জুলাই, ২০২৬ থেকে জুন, ২০২৯	নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত সারিয়াকান্দি ও সোনাতলা উপজেলা মাস্টারপ্ল্যান সমন্বয় পূর্বক হালনাগাদ করা হবে।
৩) কুমিল্লা জেলার সমন্বিত মাস্টারপ্ল্যান/	কুমিল্লা	বরুড়া চান্দিনা দাউদকান্দি	১৭ টি উপজেলা	জুলাই, ২০২৬ থেকে	মনোহরগঞ্জ ও লালমাই উপজেলার মাস্টারপ্ল্যান

প্রকল্পসমূহের নাম	জেলার নাম	উপজেলা		প্রস্তাবিত মেয়াদ*	মন্তব্য
		নাম	সংখ্যা		
কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন		লাকসাম ব্রাহ্মণপাড়া বুড়িচং চৌদ্দগ্রাম দেবীদ্বার হোমনা মুরাদনগর নাঙ্গলকোট মেঘনা তিতাস আদর্শ সদর সদর দক্ষিণ মনোহরগঞ্জ লালমাই		জুন, ২০২৯	LGED এর প্রকল্পভুক্ত, যা এ প্রকল্প প্রণয়নের সময় সমন্বয় করা হবে।
৪) রংপুর জেলার সমন্বিত মাস্টারপ্ল্যান/ কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন	রংপুর	রংপুর সদর বদরগঞ্জ গংগাচড়া কাউনিয়া মিঠাপুকুর পীরগাছা পীরগঞ্জ তারাগঞ্জ	৮ টি উপজেলা	জুলাই, ২০২৬ থেকে জুন, ২০২৯	
৫) ময়মনসিংহ জেলার সমন্বিত মাস্টারপ্ল্যান/ কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন	ময়মনসিংহ	গৌরীপুর মুক্তাগাছা গফরগাঁও ভালুকা ফুলবাড়ীয়া নান্দাইল হালুয়াঘাট ধোবাউড়া	১২ টি উপজেলা	জুলাই, ২০২৬ থেকে জুন, ২০২৯	

প্রকল্পসমূহের নাম	জেলার নাম	উপজেলা		প্রস্তাবিত মেয়াদ*	মন্তব্য
		নাম	সংখ্যা		
		ফুলপুর			
		তারাকান্দা			
		ময়মনসিংহ সদর			
		ঈশ্বরগঞ্জ			
৬) খুলনা জেলার সমন্বিত মাস্টারপ্ল্যান/ কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন (খুউক এর আওতা বহির্ভূত এলাকা)	খুলনা	কয়রা	৭ টি উপজেলা	জুলাই, ২০২৬ থেকে জুন, ২০২৯	UDD কর্তৃক প্রণয়নাধীন ডুমুরিয়া ও ফুলতলা উপজেলার মাস্টারপ্ল্যানের সাথে সমন্বয় করা হবে।
		তেরখাদা			
		দাকোপ			
		পাইকগাছা			
		দিঘলিয়া			
		বটিয়াঘাটা			
		রূপসা			
৭) রাজশাহী জেলার সমন্বিত মাস্টারপ্ল্যান/ কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন (রাউক এর আওতা বহির্ভূত এলাকা)	রাজশাহী	পুঠিয়া	৮ টি উপজেলা	জুলাই, ২০২৬ থেকে জুন, ২০২৯	বাগমারা উপজেলা মাস্টারপ্ল্যানটি LGED কর্তৃক প্রণীত হচ্ছে, যা এ প্রকল্পের সাথে সমন্বয় করা হবে।
		চারঘাট			
		তানোর			
		মোহনপুর			
		গোদাগারী			
		বাঘা			
		দূর্গাপুর			
		বাগমারা			
৮) চট্টগ্রাম জেলার সমন্বিত মাস্টারপ্ল্যান/ কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন (চউক এর আওতা বহির্ভূত এলাকা)	চট্টগ্রাম	কর্ণফুলি	১৩ টি উপজেলা	জুলাই, ২০২৬ থেকে জুন, ২০২৯	UDD কর্তৃক প্রণয়নকৃত/ প্রণয়নাধীন মীরসরাই, সীতাকুন্ড উপজেলা মাস্টারপ্ল্যানের সাথে সমন্বয় করা হবে।
		আনোয়ারা			
		চন্দনাইশ			
		পটিয়া			
		বাশঁখালী			
		বোয়ালখালী			
		লোহাগড়া			
		সন্দ্বীপ			
		হাটহাজারী			

প্রকল্পসমূহের নাম	জেলার নাম	উপজেলা		প্রস্তাবিত মেয়াদ*	মন্তব্য
		নাম	সংখ্যা		
		রাউজান			
		সাতকানিয়া			
		ফটিকছড়ি			
		রাঙ্গুনিয়া			
৯) পিরোজপুর জেলার সমন্বিত মাস্টারপ্ল্যান/ কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন	পিরোজপুর	কাউখালী	৪ টি উপজেলা	জুলাই, ২০২৬ থেকে জুন, ২০২৯	UDD কর্তৃক প্রণয়নাধীন নাজিরপুর, নেছারাবাদ ও পিরোজপুর সদর উপজেলা মাস্টারপ্ল্যানের সাথে সমন্বয় করা হবে।
		ভান্ডারিয়া			
		মঠবাড়িয়া			
		ইন্দুরকানী			
১০) যশোর জেলার সমন্বিত মাস্টারপ্ল্যান/ কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন	যশোর	অভয়নগর	৮ টি উপজেলা	জুলাই, ২০২৬ থেকে জুন, ২০২৯	
		কেশবপুর			
		চৌগাছা			
		বাঘারপাড়া			
		মনিরামপুর			
		শার্শা			
		ঝিকরগাছা			
		যশোর সদর			
১১) বরিশাল জেলার সমন্বিত মাস্টারপ্ল্যান/ কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন	বরিশাল	আগৈলঝাড়া	১০ টি উপজেলা	জুলাই, ২০২৬ থেকে জুন, ২০২৯	UDD কর্তৃক প্রণয়নাধীন বরিশাল মেট্রোপলিটন এলাকার মাস্টারপ্ল্যানের সাথে সমন্বয় করা হবে।
		বাকেরগঞ্জ			
		বাবুগঞ্জ আংশিক)			
		বানারীপাড়া			
		গৌরনদী			
		বরিশাল সদর			
		মেহেন্দিগঞ্জ			
		মুলাদী			
		উজিরপুর			
		হিজলা			
১২) টাঙ্গাইল জেলার সমন্বিত মাস্টারপ্ল্যান/	টাঙ্গাইল	টাঙ্গাইল সদর	১২ টি উপজেলা	জুলাই, ২০২৬ থেকে	
		কালিহাতি			
		ঘাটাইল			

প্রকল্পসমূহের নাম	জেলার নাম	উপজেলা		প্রস্তাবিত মেয়াদ*	মন্তব্য
		নাম	সংখ্যা		
কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন		বাসাইল		জুন, ২০২৯	
		গোপালপুর			
		মির্জাপুর			
		ভুয়াপুর			
		নাগরপুর			
		মধুপুর			
		সখিপুর			
		দেলদুয়ার			
		ধনবাড়ী			
১৩) দিনাজপুর জেলার সমন্বিত মাস্টারপ্ল্যান/ কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন	দিনাজপুর	দিনাজপুর সদর	১৩ টি উপজেলা	জুলাই, ২০২৬ থেকে জুন, ২০২৯	
		বিরল			
		বোচাগঞ্জ			
		কাহারোল			
		বীরগঞ্জ			
		ঘোড়াঘাট			
		হাকিমপুর			
		পার্বতীপুর			
		ফুলবাড়ী			
		বিরামপুর			
		নবাবগঞ্জ			
		চিরিরবন্দর			
		খানসামা			
১৪) পাবনা জেলার সমন্বিত মাস্টারপ্ল্যান/ কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন	পাবনা	চাটমোহর	৯ টি উপজেলা	জুলাই, ২০২৬ থেকে জুন, ২০২৯	
		ফরিদপুর			
		বেড়া			
		ভাঙ্গুরা			
		সাঁথিয়া			
		সুজানগর			
		আটঘরিয়া			
		ঈশ্বরদী			
		পাবনা সদর			

প্রকল্পসমূহের নাম	জেলার নাম	উপজেলা		প্রস্তাবিত মেয়াদ*	মন্তব্য
		নাম	সংখ্যা		
১৫) নোয়াখালী জেলার সমন্বিত মাস্টারপ্ল্যান/ কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন	নোয়াখালী	নোয়াখালী বেগমগঞ্জ চাটখিল কোম্পানীগঞ্জ হাতিয়া সেনবাগ সুবর্ণচর সোনাইমুড়ি কবিরহাট	৯ টি উপজেলা	জুলাই, ২০২৬ থেকে জুন, ২০২৯	
১৬) কুষ্টিয়া জেলার সমন্বিত মাস্টারপ্ল্যান/ কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন	কুষ্টিয়া	কুষ্টিয়া সদর কুমারখালী খোকসা দৌলতপুর ভেড়ামারা মিরপুর	৬টি উপজেলা	জুলাই, ২০২৬ থেকে জুন, ২০২৯	
১৭) জামালপুর জেলার সমন্বিত মাস্টারপ্ল্যান/ কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন	জামালপুর	জামালপুর সদর ইসলামপুর মাদারগঞ্জ মেলান্দহ সরিষাবাড়ি	৫ টি উপজেলা	জুলাই, ২০২৭ থেকে জুন, ২০৩০	UDD কর্তৃক প্রণয়নাধীন দেওয়ানগঞ্জ ও বকশীগঞ্জ উপজেলার মাস্টারপ্ল্যানের সাথে সমন্বয় করা হবে।
১৮) ফরিদপুর জেলার সমন্বিত মাস্টারপ্ল্যান/ কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন	ফরিদপুর	ফরিদপুর সদর ভাঙ্গা নগরকান্দা চরভদ্রাসন সদরপুর বোয়ালমারী আলফাডাঙ্গা মধুখালী সালথা	৯ টি উপজেলা	জুলাই, ২০২৭ থেকে জুন, ২০৩০	UDD কর্তৃক প্রণীত ফরিদপুর সদর উপজেলা মাস্টারপ্ল্যানের সাথে সমন্বয় করা হবে।

প্রকল্পসমূহের নাম	জেলার নাম	উপজেলা		প্রস্তাবিত মেয়াদ*	মন্তব্য
		নাম	সংখ্যা		
১৯) পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলার সমন্বিত মাস্টারপ্ল্যান/ কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন	পটুয়াখালী	পটুয়াখালী সদর	৭ টি উপজেলা	জুলাই, ২০২৭ থেকে জুন, ২০৩০	UDD কর্তৃক প্রণীত আমতলী, তালতলী, কলাপাড়া, বরগুনা সদর, পাথরঘাটা, রাঙ্গাবালী, গলাচিপা উপজেলা মাস্টারপ্ল্যানের সাথে সমন্বয় করা হবে।
		বাউফল			
		দশমিনা			
		মির্জাগঞ্জ			
		দুমকি			
	বরগুনা জেলার নাম	বেতাগি			
		বামনা			

* জনস্বার্থে প্রস্তাবিত মেয়াদ ও অগ্রাধিকারক্রম পরিবর্তিত হতে পারে।

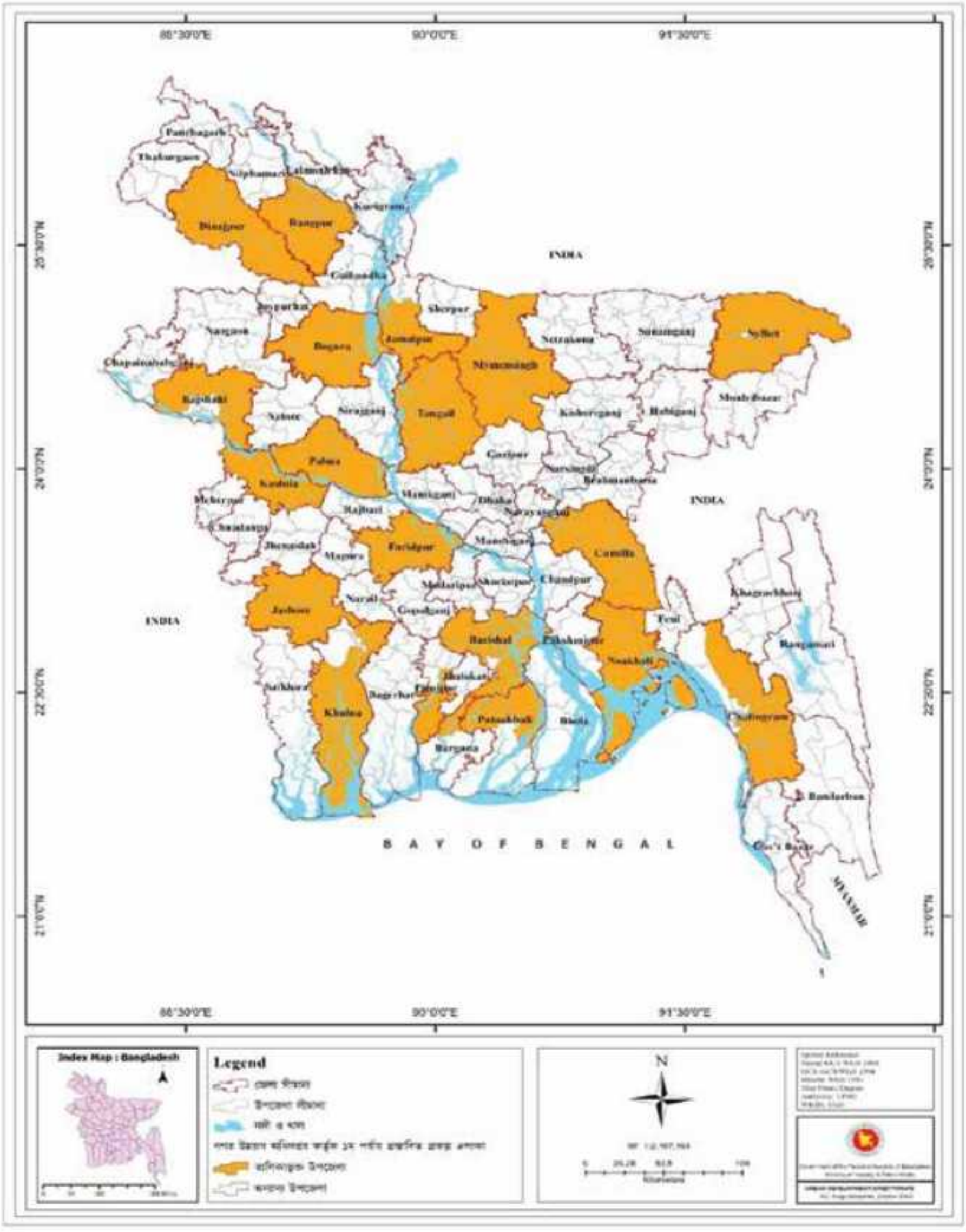

ম্যাপ-৫: নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক জুলাই, ২০২৬ - জুন, ২০৩০ মেয়াদে প্রস্তাবিত প্রকল্প এলাকা
(১ম পর্যায়)

ছক-৬: নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক জুলাই, ২০৩০ হতে জুন, ২০৩৫ মেয়াদে প্রস্তাবিত নতুন প্রকল্পসমূহের তালিকা (২য় পর্যায়)

প্রকল্পসমূহের নাম	জেলার নাম	উপজেলা		প্রস্তাবিত মেয়াদ*	মন্তব্য
		নাম	সংখ্যা		
১) মানিকগঞ্জ জেলার সমন্বিত মাস্টারপ্ল্যান/ কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন	মানিকগঞ্জ	ঘিওর দৌলতপুর মানিকগঞ্জ সদর শিবালয় সাটুরিয়া সিংগাইর হরিরামপুর	৭ টি উপজেলা	জুলাই, ২০৩০ থেকে জুন, ২০৩৩	-
২) চাঁদপুর জেলার সমন্বিত মাস্টারপ্ল্যান/ কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন	চাঁদপুর	চাঁদপুর সদর কচুয়া ফরিদগঞ্জ মতলব উত্তর মতলব দক্ষিণ হাইমচর	৬ টি উপজেলা	জুলাই, ২০৩০ থেকে জুন, ২০৩৩	UDD কর্তৃক প্রণয়নাধীন হাজিগঞ্জ ও শাহরাস্তি উপজেলা মাস্টারপ্ল্যানের সাথে সমন্বয় করা হবে।
৩) সুনামগঞ্জ জেলার সমন্বিত মাস্টারপ্ল্যান/ কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন	সুনামগঞ্জ	ছাতক জগন্নাথপুর শান্তিগঞ্জ দিরাই সুনামগঞ্জ সদর বিশ্বম্ভরপুর জামালগঞ্জ তাহিরপুর ধর্মপাশা দোয়ারাবাজার শাল্লা মধ্যনগর	১২টি উপজেলা	জুলাই, ২০৩০ থেকে জুন, ২০৩৩	UDD কর্তৃক প্রণয়নাধীন শান্তিগঞ্জ ও জগন্নাথপুর উপজেলা মাস্টারপ্ল্যানের সাথে সমন্বয় করা হবে।
৪) ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার সমন্বিত মাস্টারপ্ল্যান/ কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	আশুগঞ্জ আখাউড়া কসবা নবীনগর বাঞ্ছারামপুর বিজয়নগর ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর নাসির নগর সরাইল	৯টি উপজেলা	জুলাই, ২০৩০ থেকে জুন, ২০৩৩	

প্রকল্পসমূহের নাম	জেলার নাম	উপজেলা		প্রস্তাবিত মেয়াদ*	মন্তব্য
		নাম	সংখ্যা		
৫) শরিয়তপুর জেলার সমন্বিত মাস্টারপ্ল্যান/ কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন	শরিয়তপুর	শরীয়তপুর সদর ডামুড্যা নড়িয়া ভেদরগঞ্জ জাজিরা গোসাইরহাট	৬ টি উপজেলা	জুলাই, ২০৩০ থেকে জুন, ২০৩৩	
৬) নড়াইল জেলার সমন্বিত মাস্টারপ্ল্যান/ কৌশলগত পরিকল্পনা পরিকল্পনা প্রণয়ন	নড়াইল মাগুরা	কালিয়া নড়াইল সদর লোহাগড়া শ্রীপুর	৪ টি উপজেলা	জুলাই, ২০৩০ থেকে জুন, ২০৩৩	UDD কর্তৃক প্রণয়নাধীন মাগুরা সদর, মহম্মদপুর ও শালিখা উপজেলা মাস্টারপ্ল্যানের সাথে সমন্বয় করা হবে।
৭) রাজবাড়ী জেলার সমন্বিত মাস্টারপ্ল্যান/ কৌশলগত পরিকল্পনা পরিকল্পনা প্রণয়ন	রাজবাড়ী	রাজবাড়ী সদর গোয়ালন্দ	২ টি উপজেলা	জুলাই, ২০৩০ থেকে জুন, ২০৩৩	UDD কর্তৃক প্রণয়নাধীন পাংসা, বালিয়াকান্দি ও কালুখালি উপজেলা মাস্টারপ্ল্যানের সাথে সমন্বয় করা হবে।
৮) গাইবান্ধা জেলার সমন্বিত মাস্টারপ্ল্যান/ কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন	গাইবান্ধা	পলাশবাড়ী গাইবান্ধা সদর সাদুল্লাপুর সুন্দরগঞ্জ ফুলছড়ি সাঘাটা	৬ টি উপজেলা	জুলাই, ২০৩০ থেকে জুন, ২০৩৩	UDD কর্তৃক যথাক্রমে প্রণীত ও প্রণয়াধীন গাইবান্ধা সদর ও গোবিন্দগঞ্জ উপজেলা মাস্টারপ্ল্যানের সাথে সমন্বয় করা হবে।
৯) নাটোর জেলার সমন্বিত মাস্টারপ্ল্যান/ কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন	নাটোর	নাটোর সদর বাগাতিপাড়া বড়াইগ্রাম গুরুদাসপুর সিংড়া নলডাঙ্গা লালপুর	৭ টি উপজেলা	জুলাই, ২০৩০ থেকে জুন, ২০৩৩	

প্রকল্পসমূহের নাম	জেলার নাম	উপজেলা		প্রস্তাবিত মেয়াদ*	মন্তব্য
		নাম	সংখ্যা		
১০) ঝালকাঠি জেলার সমন্বিত মাস্টারপ্ল্যান/ কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন	ঝালকাঠি	ঝালকাঠি সদর নলছিটি	২ টি উপজেলা	জুলাই, ২০৩০ থেকে জুন, ২০৩৩	UDD কর্তৃক প্রণয়নাধীন রাজাপুর ও কাঁঠালিয়া উপজেলা মাস্টারপ্ল্যানের সাথে সমন্বয় করা হবে।
১১) কিশোরগঞ্জ জেলার সমন্বিত মাস্টারপ্ল্যান/ কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন	কিশোরগঞ্জ	কিশোরগঞ্জ সদর কটিয়াদি কুলিয়াচর পাকুন্দিয়া ভৈরব বাজিতপুর হোসেনপুর তাড়াইল নিকলী করিমগঞ্জ অষ্টগ্রাম ইটনা	১২ টি উপজেলা	জুলাই, ২০৩০ থেকে জুন, ২০৩৩	মিঠামইন উপজেলা মাস্টারপ্ল্যান LGED এর প্রকল্পভুক্ত।
১২) ফেনী জেলার সমন্বিত মাস্টারপ্ল্যান/ কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন	ফেনী	ফেনী সদর দাগনভূঁইয়া ছাগলনাইয়া পরশুরাম ফুলগাজী সোনাগাজী	৬ টি উপজেলা	জুলাই, ২০৩১ থেকে জুন, ২০৩৪	-
১৩) বান্দরবান জেলার সমন্বিত মাস্টারপ্ল্যান/ কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন	বান্দরবান	আলীকদম থানচি নাইক্ষ্যংছড়ি বান্দরবান সদর রুমা রোয়াংছড়ি লামা	৭ টি উপজেলা	জুলাই, ২০৩১ থেকে জুন, ২০৩৪	-
১৪) খাগড়াছড়ি জেলার সমন্বিত মাস্টারপ্ল্যান/ কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন	খাগড়াছড়ি	খাগড়াছড়ি সদর দীঘিনালা পানছড়ি মহালছড়ি মাটিরাঙ্গা	৯ টি উপজেলা	জুলাই, ২০৩১ থেকে জুন, ২০৩৪	-

প্রকল্পসমূহের নাম	জেলার নাম	উপজেলা		প্রস্তাবিত মেয়াদ*	মন্তব্য
		নাম	সংখ্যা		
		মানিকছড়ি			
		রামগড়			
		লক্ষীছড়ি			
		গুইমারা			
১৫) রাঙ্গামাটি জেলার সমন্বিত মাস্টারপ্ল্যান/ কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন	রাঙ্গামাটি	রাঙ্গামাটি সদর	৯ টি উপজেলা	জুলাই, ২০৩১ থেকে জুন, ২০৩৪	বরকল উপজেলা মাস্টারপ্ল্যান LGED এর প্রকল্পভুক্ত।
		কাউখালি			
		কাপ্তাই			
		জুরাছড়ি			
		নানিয়ারচর			
		বাঘাইছড়ি			
		বিলাইছড়ি			
		রাজস্থলী			
		লংগদু			
১৬) নীলফামারী জেলার সমন্বিত মাস্টারপ্ল্যান/ কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন	নীলফামারী	নীলফামারী সদর	৬ টি উপজেলা	জুলাই, ২০৩১ থেকে জুন, ২০৩৪	-
		ডোমার			
		ডিমলা			
		জলঢাকা			
		কিশোরগঞ্জ			
		সৈয়দপুর			
১৭) শেরপুর জেলার সমন্বিত মাস্টারপ্ল্যান/ কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন	শেরপুর	ঝিনাইগাতী	৫ টি উপজেলা	জুলাই, ২০৩১ থেকে জুন, ২০৩৪	-
		নকলা			
		নালিতাবাড়ী			
		শেরপুর সদর			
		শ্রীবরদী			
১৮) সাতক্ষীরা জেলার সমন্বিত মাস্টারপ্ল্যান/ কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন	সাতক্ষীরা	আশাশুনি	৫ টি উপজেলা	জুলাই, ২০৩১ থেকে জুন, ২০৩৪	শ্যামনগর ও কালীগঞ্জ উপজেলা মাস্টারপ্ল্যান LGED এর প্রকল্পভুক্ত।
		কলারোয়া			
		তালা			
		দেবহাটা			
		সাতক্ষীরা সদর			
১৯) ভোলা জেলার সমন্বিত মাস্টারপ্ল্যান/ কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন	ভোলা	চরফ্যাশন	৭ টি উপজেলা	জুলাই, ২০৩১ থেকে জুন, ২০৩৪	-
		তজমুদ্দিন			
		দৌলতখান			
		বোরহানউদ্দিন			
		ভোলা সদর			
		মনপুরা			
		লালমোহন			

প্রকল্পসমূহের নাম	জেলার নাম	উপজেলা		প্রস্তাবিত মেয়াদ*	মন্তব্য
		নাম	সংখ্যা		
২০) কুড়িগ্রাম জেলার সমন্বিত মাস্টারপ্ল্যান/ কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন	কুড়িগ্রাম	উলিপুর কুড়িগ্রাম সদর চর রাজিবপুর চিলমারী নাগেশ্বরী ফুলবাড়ী রাজারহাট রৌমারী	৮ টি উপজেলা	জুলাই, ২০৩১ থেকে জুন, ২০৩৪	ভুরুঙ্গামারী উপজেলা মাস্টারপ্ল্যান LGED এর প্রকল্পভুক্ত।
২১) লালমনিরহাট জেলার সমন্বিত মাস্টারপ্ল্যান/ কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন	লালমনিরহাট	আদিতমারী কালীগঞ্জ পাটগ্রাম হাতীবান্ধা	৪ টি উপজেলা	জুলাই, ২০৩১ থেকে জুন, ২০৩৪	UDD কর্তৃক প্রণয়নাধীন লালমনিরহাট সদর উপজেলা মাস্টারপ্ল্যানের সাথে সমন্বয় করা হবে।
২২) ঠাকুরগাঁও জেলার সমন্বিত মাস্টারপ্ল্যান/ কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন	ঠাকুরগাঁও	ঠাকুরগাঁও সদর পীরগঞ্জ বালিয়াডাঙ্গী রানীশংকৈল হরিপুর	৫ টি উপজেলা	জুলাই, ২০৩১ থেকে জুন, ২০৩৪	-
২৩) পঞ্চগড় জেলার সমন্বিত মাস্টারপ্ল্যান/ কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন	পঞ্চগড়	দেবীগঞ্জ তেতুলিয়া পঞ্চগড় সদর আটোয়ারী বোদা কোটালীপাড়া	৬ টি উপজেলা	জুলাই, ২০৩১ থেকে জুন, ২০৩৪	-
২৪) মৌলভীবাজার জেলার সমন্বিত মাস্টারপ্ল্যান/ কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন	মৌলভীবাজার	বড়লেখা কুলাউড়া রাজনগর কমলগঞ্জ শ্রীমঙ্গল জুড়ী মৌলভীবাজার সদর	৭ টি উপজেলা	জুলাই, ২০৩২ থেকে জুন, ২০৩৫	

প্রকল্পসমূহের নাম	জেলার নাম	উপজেলা		প্রস্তাবিত মেয়াদ*	মন্তব্য
		নাম	সংখ্যা		
২৫) হবিগঞ্জ জেলার সমন্বিত মাস্টারপ্ল্যান/ কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন	হবিগঞ্জ	আজমিরীগঞ্জ বানিয়াচং লাখাই হবিগঞ্জ সদর চুনারুঘাট বাহুবল শায়েস্তাগঞ্জ নবীগঞ্জ মাধবপুর	৯ টি উপজেলা	জুলাই, ২০৩২ থেকে জুন, ২০৩৫	
২৬) লক্ষীপুর জেলার সমন্বিত মাস্টারপ্ল্যান/ কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন	লক্ষীপুর	কমলনগর রামগঞ্জ রামগতি রায়পুর লক্ষীপুর সদর	৫ টি উপজেলা	জুলাই, ২০৩২ থেকে জুন, ২০৩৫	
২৭) মাদারীপুর জেলার সমন্বিত মাস্টারপ্ল্যান/ কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন	মাদারীপুর	কালকিনি ডাসার মাদারীপুর সদর শিবচর রাজৈর	৫ টি উপজেলা	জুলাই, ২০৩২ থেকে জুন, ২০৩৫	UDD কর্তৃক প্রণীত মাদারীপুর সদর, রাজৈর ও শিবচর উপজেলা মাস্টারপ্ল্যানের সাথে সমন্বয় করা হবে।
২৮) নেত্রকোণা জেলার সমন্বিত মাস্টারপ্ল্যান/ কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন	নেত্রকোণা	দুর্গাপুর খালিয়াজুড়ি কলমাকান্দা কেন্দুয়া মদন মোহনগঞ্জ নেত্রকোণা সদর পূর্বধলা	৮ টি উপজেলা	জুলাই, ২০৩২ থেকে জুন, ২০৩৫	বারহাট্টা ও আটপাড়া উপজেলা মাস্টারপ্ল্যান LGED কর্তৃক প্রণীত হচ্ছে।
২৯) বাগেরহাট জেলার সমন্বিত মাস্টারপ্ল্যান/ কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন	বাগেরহাট	বাগেরহাট চিতলমারী বাগেরহাট সদর মোংলা রামপাল মোড়েলগঞ্জ শরণখোলা মোল্লারহাট	৮ টি উপজেলা	জুলাই, ২০৩২ থেকে জুন, ২০৩৫	ফকিরহাট উপজেলা মাস্টারপ্ল্যান LGED এর প্রকল্পভুক্ত।

প্রকল্পসমূহের নাম	জেলার নাম	উপজেলা		প্রস্তাবিত মেয়াদ*	মন্তব্য
		নাম	সংখ্যা		
৩০)চুয়াডাঙ্গা জেলার সমন্বিত মাস্টারপ্ল্যান/ কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন	চুয়াডাঙ্গা	আলমডাঙ্গা চুয়াডাঙ্গা সদর জীবননগর দামুরহুদা	৪ টি উপজেলা	জুলাই, ২০৩২ থেকে জুন, ২০৩৫	-
৩১) ঝিনাইদহ জেলার সমন্বিত মাস্টারপ্ল্যান/ কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন	ঝিনাইদহ	কালীগঞ্জ কোটচাঁদপুর ঝিনাইদহ সদর মহেশপুর শৈলকূপা হরিণাকুন্ডু	৬ টি উপজেলা	জুলাই, ২০৩২ থেকে জুন, ২০৩৫	-
৩২) চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার সমন্বিত মাস্টারপ্ল্যান/ কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর গোমস্তাপুর শিবগঞ্জ নাচোল ভোলাহাট	৫ টি উপজেলা	জুলাই, ২০৩২ থেকে জুন, ২০৩৫	-
৩৩) নওগাঁ জেলার সমন্বিত মাস্টারপ্ল্যান/ কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন	নওগাঁ	পত্নীতলা ধামূরহাট মহাদেবপুর পোরশা সাপাহার বদলগাছি মান্দা আত্রাই রানীনগর নওগাঁ সদর	১০ টি উপজেলা	জুলাই, ২০৩২ থেকে জুন, ২০৩৫	নিয়ামতপুর উপজেলা মাস্টারপ্ল্যান LGED এর প্রকল্পভুক্ত।
৩৪) সিরাজগঞ্জ জেলার সমন্বিত মাস্টারপ্ল্যান/ কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন	সিরাজগঞ্জ	চৌহালি উল্লাপাড়া কাজীপুর কামারখন্দ তাড়াশ বেলকুচি রায়গঞ্জ শাহজাদপুর সিরাজগঞ্জ সদর	৯ টি উপজেলা	জুলাই, ২০৩২ থেকে জুন, ২০৩৫	

প্রকল্পসমূহের নাম	জেলার নাম	উপজেলা		প্রস্তাবিত মেয়াদ*	মন্তব্য
		নাম	সংখ্যা		
৩৫) জয়পুরহাট জেলার সমন্বিত মাস্টারপ্ল্যান/ কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন	জয়পুরহাট	পাঁচবিবি কালাই ক্ষেতলাল আক্কেলপুর জয়পুরহাট	৫ টি উপজেলা	জুলাই, ২০৩২ থেকে জুন, ২০৩৫	
৩৬) গোপালগঞ্জ জেলার সমন্বিত মাস্টারপ্ল্যান/ কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন	গোপালগঞ্জ	কাশিয়ানী কোটালীপাড়া	২ টি উপজেলা	জুলাই, ২০৩২ থেকে জুন, ২০৩৫	LGED কর্তৃক প্রণীত টুংগীপাড়া উপজেলা ও প্রকল্পভুক্ত গোপালগঞ্জ সদর ও মুকসুদপুর উপজেলা মাস্টারপ্ল্যান এর সাথে সমন্বয় করা হবে।

* জনস্বার্থে প্রস্তাবিত মেয়াদ ও অগ্রাধিকারক্রম পরিবর্তিত হতে পারে।

কক্সবাজার জেলা ব্যতীত (কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে এ জেলার মাস্টারপ্ল্যান প্রণীত হচ্ছে) পর্যায়ক্রমে সকল জেলার জন্য কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন কার্যক্রম বাংলাদেশের স্থানীয় উন্নয়ন পরিকল্পনার একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। যা স্থানীয় পর্যায়ে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে মূখ্য ভূমিকা পালন করবে। তবে, জনস্বার্থে নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর উপরে উল্লিখিত তালিকা বহির্ভূত নগর পরিকল্পনা, পলিসি বা তদসংশ্লিষ্ট প্রকল্প কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারবে।

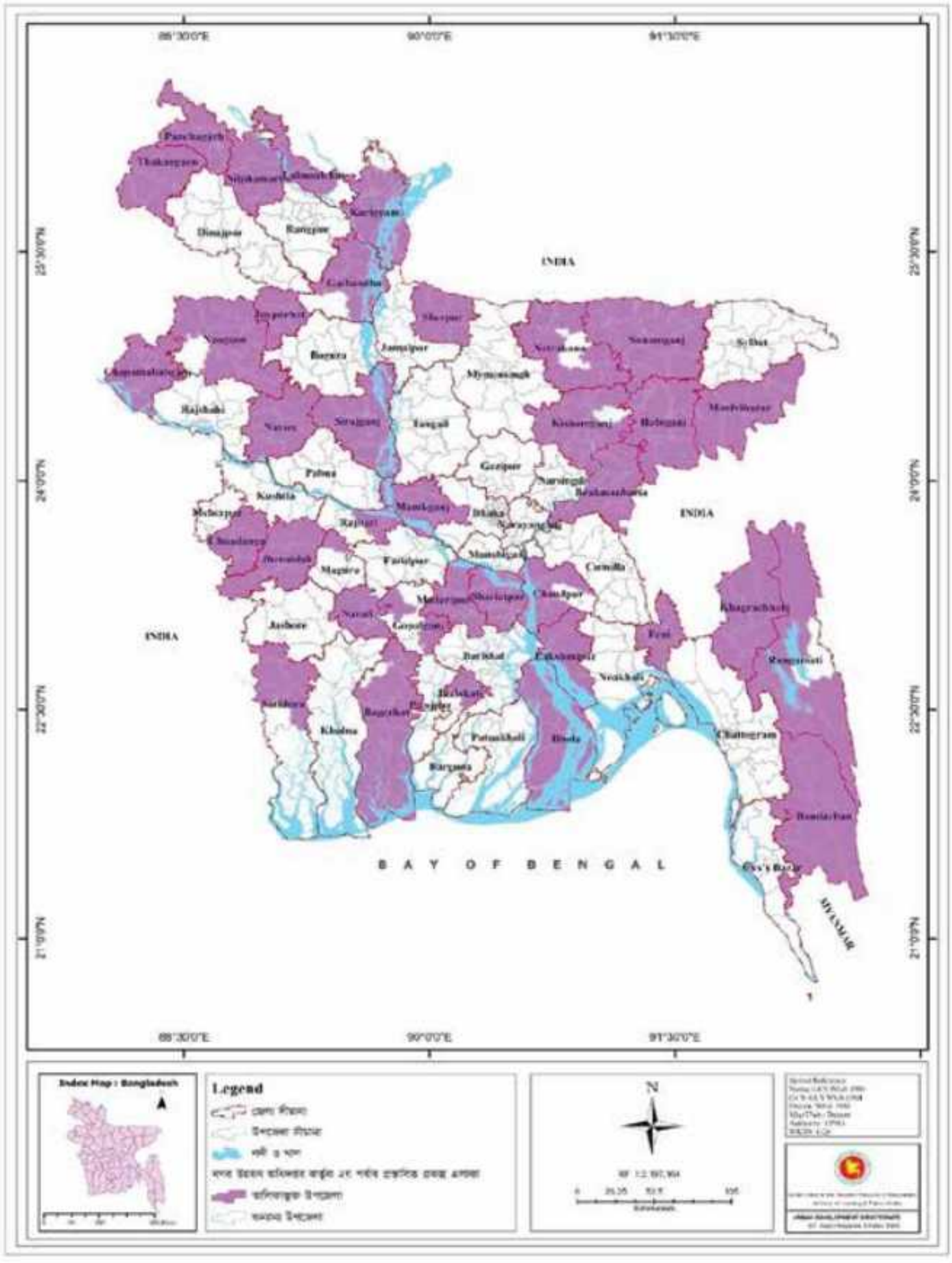

ম্যাপ-৬: নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক জুলাই, ২০৩০ - জুন, ২০৩৫ মেয়াদে প্রস্তাবিত প্রকল্প এলাকা (২য় পর্যায়)

৬.০ কৌশলগত পরিকল্পনা বাস্তবায়নে চ্যালেঞ্জসমূহ:

এলাকা ভিত্তিক উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে কাঠামোগত নির্দেশনার আওতাভুক্তিকরণে নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত স্থানিক পরিকল্পনার তাৎপর্য অপরিসীম, কারণ বাংলাদেশের টেকসই, সুষম ও ভবিষ্যতমুখী নগর ও গ্রামীণ উন্নয়নের ভিত্তি নির্মাণে এসকল পরিকল্পনা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তবে, পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা ও প্রশাসনিক সীমাবদ্ধতার কারণে স্থানিক পরিকল্পনাসমূহের বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া বিভিন্ন ধরনের চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়। এ ক্ষেত্রে প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ নিম্নরূপ:

(ক) নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের কার্যপরিধির সীমাবদ্ধতা ও পর্যাপ্ত জনবলের অভাব:

বর্তমান কার্যপরিধি (Allocation of Function) অনুযায়ী নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের এলাকা ব্যতীত দেশের সকল জেলা ও অঞ্চলের স্থানিক পরিকল্পনা প্রণয়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত হলেও উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের মতো এ অধিদপ্তরের নিজস্ব উন্নয়ন বাস্তবায়ন ক্ষমতা বা কার্যকর উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা নেই। ফলে প্রণীত স্থানিক পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত কৌশলগত অবকাঠামো, ভূমি ব্যবহার ব্যবস্থাপনা, পরিবেশ সংরক্ষণ, আবাসন, যোগাযোগ ও সামাজিক সুবিধা উন্নয়ন সংক্রান্ত সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের জন্য পৌরসভা, সিটি কর্পোরেশন, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, শিক্ষা অধিদপ্তর, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, পানি উন্নয়ন বোর্ড সহ বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার উপর নির্ভর করতে হয়। ফলে পরিকল্পনায় প্রস্তাবিত উন্নয়ন কর্মসূচিসমূহ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বহু সংস্থার মধ্যে কার্যকর সমন্বয় নিশ্চিত করা অনেক সময় জটিল ও সময়সাপেক্ষ হয়ে পড়ে, যা পরিকল্পনা বাস্তবায়নের গতি ও কার্যকারিতাকে প্রভাবিত করে। এছাড়াও অধিদপ্তরের বিদ্যমান সাংগঠনিক কাঠামোতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক পরিকল্পনাবিদ, নগর বিশেষজ্ঞ, জিআইএস বিশ্লেষক, এবং অন্যান্য কারিগরি জনবলের ঘাটতি রয়েছে। এর ফলে একই সময়ে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন, তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ, আন্তঃপ্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয় এবং পরিকল্পনা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণের কার্যক্রম পরিচালনা করা অত্যন্ত চ্যালেঞ্জিং।

(খ) জাতীয় নগরায়ন নীতিমালার অনুপস্থিতি:

বিশ্বব্যাপী নগরায়নের প্রবণতা বিবেচনায় বাংলাদেশ বর্তমানে দ্রুত নগরায়নশীল দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম। তবে এ দ্রুত নগরায়নের প্রক্রিয়াকে সুশৃঙ্খল, পরিকল্পিত ও টেকসই ধারায় পরিচালনার জন্য এখনো পর্যন্ত একটি সমন্বিত, দিকনির্দেশনামূলক ও আইনানুগ জাতীয় নগরায়ন নীতিমালা প্রণীত হয়নি। এর ফলে দেশের নগরায়ন প্রক্রিয়া অনেকাংশে খণ্ডিত ও অনিয়ন্ত্রিতভাবে পরিচালিত হচ্ছে। বৃহৎ নগর কেন্দ্রসমূহে জনসংখ্যা ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের অতিরিক্ত কেন্দ্রীভবনের কারণে অবকাঠামোগত চাপ, যানজট, আবাসন সংকট, পরিবেশ দূষণ এবং সামাজিক বৈষম্যের মতো সমস্যাগুলো ক্রমেই তীব্রতর হচ্ছে। অপরদিকে ছোট ও মধ্যম আকারের শহরসমূহেও সুস্পষ্ট নীতিগত দিকনির্দেশনার অভাবে অপরিকল্পিত ভূমি ব্যবহার, অপর্যাপ্ত অবকাঠামো এবং অযাচিত নগর সম্প্রসারণের প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ফলে সুষম আঞ্চলিক উন্নয়ন, টেকসই নগর ব্যবস্থাপনা এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক নগরায়ন নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে এই নীতিগত শূন্যতা একটি গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ হিসেবে প্রতীয়মান হচ্ছে।

(গ) বাস্তবায়নকারী সংস্থাসমূহের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব:

জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে প্রণীত স্থানিক পরিকল্পনাসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি তদারকি ও সমন্বয়ের জন্য বাংলাদেশে নির্দিষ্ট কোনো কেন্দ্রীয় বা স্থানীয় সমন্বয়কারী সংস্থা না থাকায় অনেক ক্ষেত্রে স্থানীয় উন্নয়ন কার্যক্রম পরিকল্পনার দিকনির্দেশনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে পরিচালিত হয় না। ফলে পরিকল্পনায় নির্ধারিত ভূমি ব্যবহার, অবকাঠামো উন্নয়ন ও পরিবেশ সংরক্ষণ সংক্রান্ত কৌশলসমূহ যথাযথভাবে অনুসৃত না হয়ে খণ্ডিত ও বিচ্ছিন্নভাবে বাস্তবায়িত হয়। এর ফলে নীতিনির্ধারণ ও বাস্তবায়নের মধ্যে একটি স্পষ্ট ব্যবধান সৃষ্টি হয়, যা দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পিত ও সমন্বিত উন্নয়ন বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে একটি বড় প্রতিবন্ধকতা হিসেবে প্রতীয়মান হয়। বিভিন্ন উন্নয়ন সংস্থার কার্যক্রমের সাথে প্রণীত পরিকল্পনার কার্যকর সমন্বয় নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। তবে দেশের অধিকাংশ অঞ্চলে অধিদপ্তরের নিজস্ব আঞ্চলিক বা উপ-কার্যালয় নেই, সে বিবেচনায় স্থানীয় পর্যায়ে পরিকল্পনা বাস্তবায়নের অগ্রগতি তদারকি, সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের সাথে ধারাবাহিক সমন্বয় রক্ষা এবং বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় উদ্ভূত সমস্যার দ্রুত সমাধান বেশ চ্যালেঞ্জিং।

৭.০ চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবেলায় নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম:

উল্লেখিত চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলার লক্ষ্যে নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর একাধিক কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, যা ভবিষ্যতের টেকসই নগরায়ন প্রক্রিয়াকে গতিশীল করে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

(ক) জুলাই পরবর্তী সময়ে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ:

জুলাই পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের পরিবর্তিত সামাজিক-অর্থনৈতিক ও প্রাতিষ্ঠানিক প্রেক্ষাপটে টেকসই, সমন্বিত ও নীতিনির্ভর স্থানিক উন্নয়নকে জাতীয় অগ্রাধিকার হিসেবে পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছে। এ প্রেক্ষাপটে স্থানিক পরিকল্পনার আইনগত ভিত্তি সুদৃঢ়করণ, প্রাতিষ্ঠানিক ও কারিগরি সক্ষমতা জোরদার, আঞ্চলিক পর্যায়ে কার্যক্রমের কার্যকর বিকেন্দ্রীকরণ, আধুনিক প্রযুক্তির সমন্বিত ব্যবহার এবং গবেষণাভিত্তিক পরিকল্পনা প্রণয়নকে কৌশলগত অগ্রাধিকার হিসেবে নির্ধারণ করে নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, যা নিম্নে বর্ণনা করা হলো:

(i) নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের কার্যপরিধি (Allocation of Function) হালনাগাদ:

অদ্যাবধি নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর ১৯৬৫ সালে প্রস্তুতকৃত কার্যপরিধি (Allocation of Function) অনুসারে কার্য পরিচালনা করে আসছে। বর্তমান বাস্তবতায় আধুনিক, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই নগর উন্নয়ন নিশ্চিত করতে অধিদপ্তরের কার্যপরিধি ও কার্যপ্রক্রিয়াকে সময়োপযোগী করা অত্যন্ত জরুরি। এই প্রেক্ষাপটে, বিদ্যমান কার্যপরিধিকে যুগোপযোগী ও হালনাগাদ করে একটি সংশোধিত খসড়া কার্যপরিধি অনুমোদনের জন্য গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে, যা অনুমোদিত হলে অধিদপ্তরের কার্যক্ষমতা ও নীতি বাস্তবায়নের সক্ষমতা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাবে।

(ii) নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো সম্প্রসারণ:

বর্তমানে ঢাকা ব্যতীত খুলনা, রাজশাহী, বরিশাল, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, সিলেট ও ফরিদপুরে নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের ৭টি আঞ্চলিক কার্যালয় কার্যরত রয়েছে। এসব দপ্তর স্ব-স্ব অঞ্চলের জন্য স্থানিক পরিকল্পনা প্রণয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করলেও, কার্যপরিধি (allocation of function), দপ্তর সংখ্যা ও জনবলের স্বল্পতার কারণে পরিকল্পনা অনুযায়ী উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নে তাদের কার্যপরিসর সীমিত। অন্যদিকে, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে প্রণীত স্থানিক পরিকল্পনার যথাযথ ব্যাখ্যা ও কার্যকর বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় কারিগরি দক্ষতা ও আধুনিক প্রযুক্তির অভাব একটি বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে বিদ্যমান। এর ফলে স্থানীয় প্রশাসন ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ যথাযথ দিকনির্দেশনা ও কাঠামোগত সহায়তা না পাওয়ায় পরিকল্পনার সম্ভাব্য সুফল অর্জনে অনেকাংশে ব্যর্থ হয়। পাশাপাশি, স্থানীয় উন্নয়ন কার্যক্রমগুলো সমন্বিত পরিকল্পনার আওতায় পরিচালিত না হয়ে খণ্ডিত ও স্বল্পমেয়াদি প্রকল্পনির্ভর হয়ে পড়ে।

উল্লিখিত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের আঞ্চলিক দপ্তরসমূহ কার্যকর ভূমিকা পালন করতে সক্ষম। সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব ও ক্ষমতাসম্পন্ন এ দপ্তরগুলো কৌশলগত পরিকল্পনার বাস্তবায়নে পৌরসভা, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, শিক্ষা অধিদপ্তর, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরসহ সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন উন্নয়নকারী সংস্থার মধ্যে সমন্বয়কারী হিসেবে কাজ করতে পারে। পাশাপাশি, তারা কাঠামোগত দিকনির্দেশনা প্রদান এবং স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ের উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের মধ্যে কার্যকর সংযোগ স্থাপনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম। ফলশ্রুতিতে কৌশলগত পরিকল্পনার উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে একটি টেকসই ও সমন্বিত কাঠামো গড়ে উঠবে, যা উন্নয়ন কার্যক্রমে গতি ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করবে। এ লক্ষ্যে, সমগ্র দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন কার্যক্রমে গতিশীলতা বৃদ্ধির জন্য নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর ৮টি বিভাগীয় পর্যায়ের কার্যালয় স্থাপন এবং সংস্থা প্রধানকে মহাপরিচালক পদে উন্নীতকরণসহ হালনাগাদ ও যুগোপযুগী জনবল কাঠামোর (অর্গানোগ্রাম) প্রণয়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে (চিত্র-৯)।

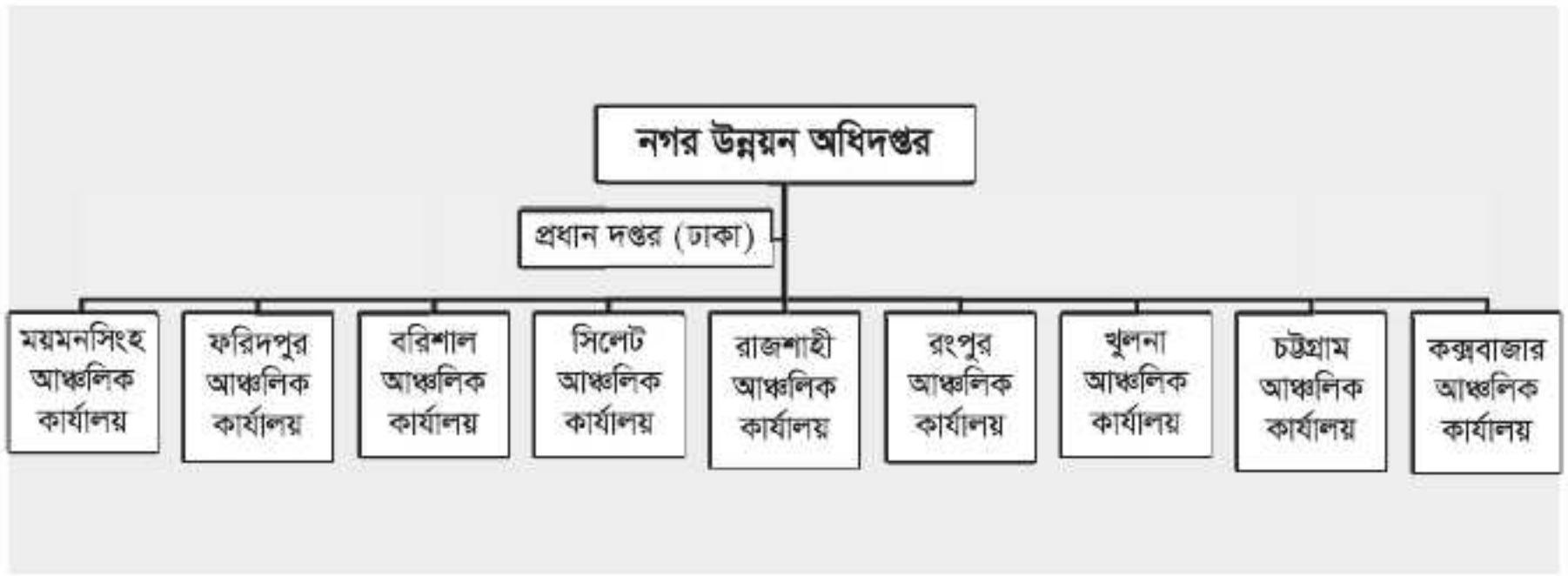

চিত্র-৯: নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক প্রস্তাবিত বিভাগীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ের কার্যালয়

নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক প্রেরিত নতুন জনবল প্রস্তাবনা অনুসারে ঢাকায় অবস্থিত প্রধান দপ্তরের অধীনে মোট ৯টি বিভাগীয় আঞ্চলিক কার্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রস্তাবিত বিভাগীয় কার্যালয়সমূহ হলো: ফরিদপুর, বরিশাল, সিলেট, রাজশাহী, খুলনা, রংপুর, ময়মনসিংহ এবং চট্টগ্রাম। এদের মধ্যে বরিশাল, সিলেট, রাজশাহী ও খুলনা, এই ৪টি আঞ্চলিক দপ্তর বর্তমানে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। সম্প্রতি ফরিদপুর ও চট্টগ্রামে আরও ২টি আঞ্চলিক কার্যালয় প্রশাসনিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে; তবে পর্যাপ্ত জনবলের অভাবে সেগুলোর কার্যক্রম এখনো শুরু করা সম্ভব হয়নি। অপরদিকে প্রস্তাবনা অনুযায়ী ময়মনসিংহ ও রংপুর বিভাগে নতুনভাবে ২টি আঞ্চলিক কার্যালয় স্থাপন করা প্রয়োজন হবে। প্রস্তাবিত এই সাংগঠনিক কাঠামো বাস্তবায়িত হলে আঞ্চলিক দপ্তরসমূহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে কৌশলগত ও স্থানিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নে আরও কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারবে। একই সঙ্গে এসব আঞ্চলিক কার্যালয় জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের সাথে সমন্বয় সাধন করে পরিকল্পনায় প্রস্তাবিত উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নে একটি সমন্বয়কারী ও প্ল্যান ব্যাখ্যাকারী (Plan Translator) সহায়ক প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করবে। এর মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ে উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নে সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা প্রদান করা সম্ভব হবে এবং জাতীয় পর্যায়ের পরিকল্পনার সাথে স্থানীয় উন্নয়ন কার্যক্রমের কার্যকর সমন্বয় নিশ্চিত করা যাবে।

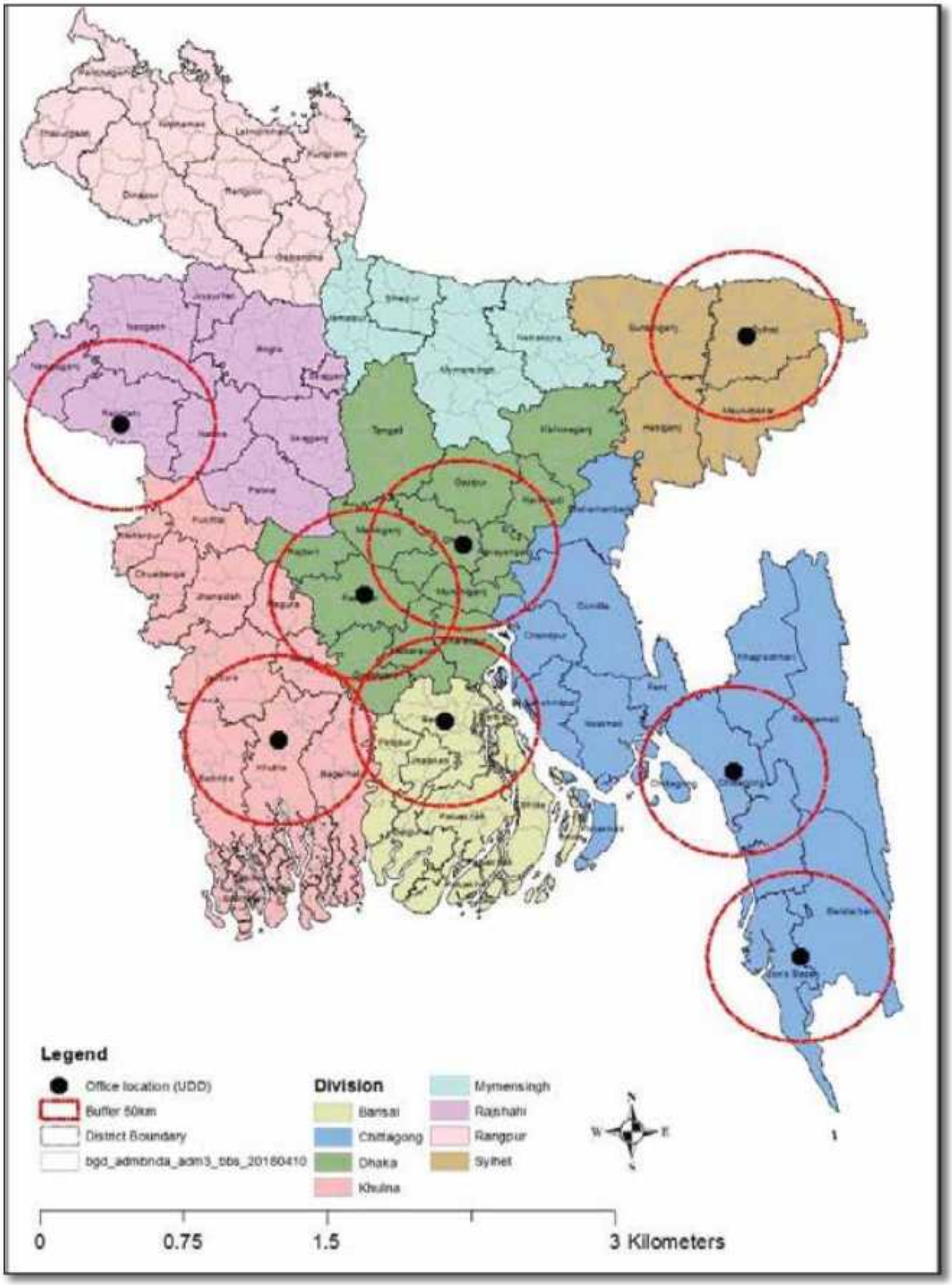

ম্যাপ-৭: বর্তমান আঞ্চলিক কার্যালয়ের কার্যপরিধি এলাকা

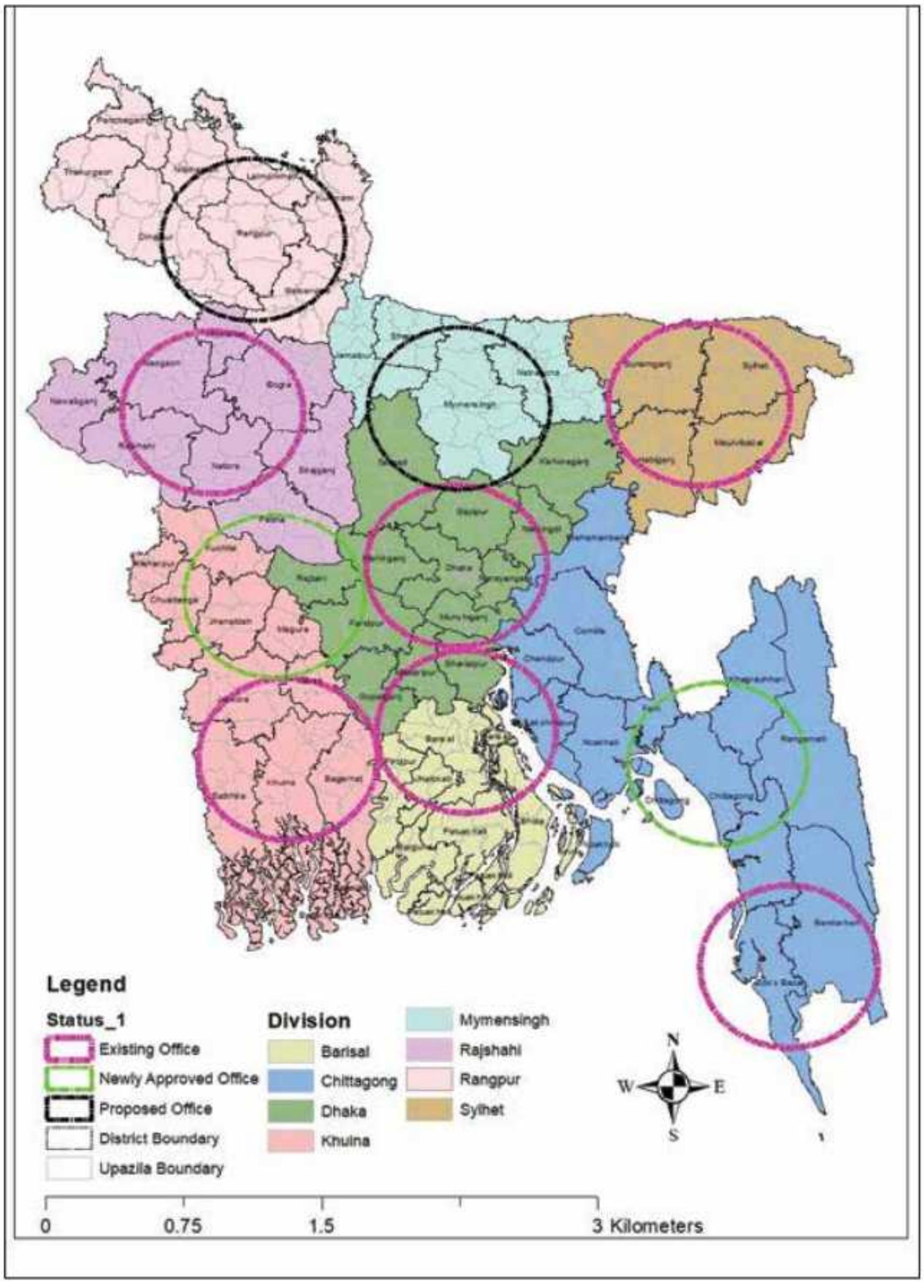

ম্যাপ-৮: বর্তমান ও প্রস্তাবিত আঞ্চলিক কার্যালয়ের কার্যপরিধি এলাকা

(iii) নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের নিয়োগ বিধিমালা হালনাগাদ ও যুগোপযোগীকরণ:

আঞ্চলিক দপ্তরসমূহ স্থাপন এবং অধিদপ্তরের কার্যক্রমকে আরও কার্যকরভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর সম্প্রতি একটি নতুন সাংগঠনিক কাঠামো (Organogram) প্রস্তাব করেছে। প্রস্তাবিত কাঠামো অনুযায়ী দপ্তর প্রধানের পদবি মহাপরিচালক হিসেবে নির্ধারণের পাশাপাশি নতুন পদ সৃজনের প্রস্তাব করা হয়েছে, যাতে কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে পরিকল্পনা প্রণয়ন, গবেষণা, সমন্বয়, তদারকি এবং বাস্তবায়ন কার্যক্রম আরও দক্ষতার সঙ্গে পরিচালনা করা যায়। উক্ত প্রস্তাবিত সাংগঠনিক কাঠামোর আলোকে একটি যুগোপযোগী নিয়োগ বিধিমালা প্রণয়নের কার্যক্রমও গ্রহণ করা হয়েছে, যাতে বিভিন্ন পর্যায়ের পরিকল্পনাবিদ, প্রকৌশলী, জিআইএস বিশেষজ্ঞ, গবেষক এবং কারিগরি জনবলকে সুসংগঠিতভাবে নিয়োগ ও ব্যবস্থাপনা করা সম্ভব হয়। এ লক্ষ্যে নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের পরিচালক মহোদয়ের সভাপতিত্বে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে, যা প্রস্তাবিত অর্গানোগ্রাম ও নিয়োগ বিধিমালার খসড়া প্রণয়ন, পর্যালোচনা এবং প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদানের কাজ করছে। এই উদ্যোগ বাস্তবায়িত হলে নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রশাসনিক দক্ষতা ও কারিগরি সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে এবং জাতীয়, আঞ্চলিক ও স্থানীয় পর্যায়ের স্থানিক পরিকল্পনা কার্যক্রম বাস্তবায়নে একটি শক্তিশালী প্রশাসনিক ও কারিগরি ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হবে।

এছাড়া, উন্নত কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণ এবং প্রস্তাবিত জনবলকে কার্যকরভাবে সমন্বয়ের লক্ষ্যে নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর সেগুনবাগিচাস্থ নিজস্ব ভূমিতে একটি বহুতল অফিস ভবন নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। পাশাপাশি, ঢাকার শেরে-বাংলা নগরের প্রশাসনিক এলাকায় ০.১৪৮৮ একর জমির উপর একটি প্রশিক্ষণ একাডেমি ভবন নির্মাণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এই প্রশিক্ষণ একাডেমির মাধ্যমে আধুনিক পরিকল্পনা পদ্ধতি, জিআইএস প্রযুক্তি ও ডেটা-ভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে জনবলের দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে। পাশাপাশি, জাতীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ের পরিকল্পনা কার্যক্রমে সমন্বয় ও সক্ষমতা উন্নয়নে এটি একটি কার্যকর প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজ করবে। একই সঙ্গে, আঞ্চলিক পর্যায়ে কার্যক্রম জোরদার করার লক্ষ্যে খুলনা ও রাজশাহী আঞ্চলিক কার্যালয়ের জন্য নিজস্ব অফিস ভবন নির্মাণের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে, যা স্থানীয় পর্যায়ে পরিকল্পনা বাস্তবায়ন তদারকি, সংস্থাসমূহের মধ্যে সমন্বয় এবং উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনায় সক্ষমতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

(iv) নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধি:

নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের জনবলের দক্ষতা উন্নয়ন এবং আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারে সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এ অধিদপ্তর "নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধি" শীর্ষক একটি কারিগরী প্রকল্প অক্টোবর ২০২৫ হতে সেপ্টেম্বর ২০২৮ পর্যন্ত মেয়াদে বাস্তবায়নের কাজ শুরু করেছে। এ প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য হলো নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রাতিষ্ঠানিক ও কারিগরি সক্ষমতা বৃদ্ধি করা এবং আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর পরিকল্পনা প্রণয়নে আরও সক্রিয়ভাবে অগ্রণী ভূমিকা পালন করা। এ প্রকল্পের আওতায় অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আধুনিক প্রযুক্তি ও পরিকল্পনা পদ্ধতি বিষয়ে পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে, পাশাপাশি টেকসই স্থানিক পরিকল্পনা প্রণয়নে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও সফটওয়্যার ক্রয় করা হবে। এছাড়া, জাতীয় স্থানিক পরিকল্পনা প্রণয়নকালে সৃষ্ট তথ্য সংরক্ষণ ও ব্যবহারের সুবিধার্থে কেন্দ্রীয়ভাবে একটি সার্ভার কম্পিউটার (নেটওয়ার্ক ডিভাইসসহ) প্ল্যাটফর্মও স্থাপন করা হবে।

(v) স্থানিক পরিকল্পনায় তরুণ গবেষক ও শিক্ষার্থীদের সম্পৃক্তকরণ:

দীর্ঘমেয়াদি ও স্বল্পমেয়াদি স্থানিক পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় তরুণ গবেষকদের সম্পৃক্ত করা ও তাদের মেধাভিত্তিক গবেষণা কার্যক্রমকে পরিকল্পনা প্রণয়নে অন্তর্ভুক্ত করার লক্ষ্যে নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের রিসার্চ ফেলোশিপ নীতিমালা, ২০২৫ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ইতোমধ্যে অনুমোদিত হয়েছে। এ নীতিমালার মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের মেধাবী শিক্ষার্থী ও তরুণ গবেষকদের গবেষণালব্ধ জ্ঞান ও উদ্ভাবনী ধারণা পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় কাজে লাগানোর সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে, যা স্থানিক ও আঞ্চলিক পরিকল্পনার ক্ষেত্রে জ্ঞানভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়ক ভূমিকা রাখবে। উক্ত নীতিমালা অনুসারে ২০২৬-২০২৭ অর্থবছরে রিসার্চফেলো নির্বাচনের জন্য বিজ্ঞপ্তি আহবান করা হয়েছে।

এছাড়াও নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের কার্যক্রমকে আরও কার্যকর, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও দৃশ্যমান করার লক্ষ্যে "টেকসই নগর বিনির্মাণে তরুণদের ভাবনা, ২০২৫" শীর্ষক একটি জাতীয় প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। 'নগর ও অঞ্চল/গ্রামীণ পরিকল্পনা' এবং 'আরবান ডিজাইন' এই দুটি থিমের ওপর আয়োজিত এ প্রতিযোগিতায় দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপত্য ও পরিকল্পনা বিভাগের শিক্ষার্থীরা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। অংশগ্রহণকারীদের প্রস্তাবনায় সবুজ অবকাঠামো উন্নয়ন, উন্মুক্ত স্থান সংরক্ষণ, জলবায়ু সহনশীল আবাসন ব্যবস্থা এবং জন-অংশগ্রহণভিত্তিক পরিকল্পনার মতো গুরুত্বপূর্ণ ধারণা উঠে আসে। প্রতিযোগিতা থেকে প্রাপ্ত এসব উদ্ভাবনী ধারণা নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর ভবিষ্যতের কৌশলগত ও স্থানিক পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

(vi)) জাতীয় নগরায়ন নীতিমালা প্রণয়ন:

দ্রুত নগরায়নের প্রক্রিয়াকে সুশৃঙ্খল, পরিকল্পিত ও টেকসই ধারায় পরিচালনার জন্য একটি সমন্বিত, দিকনির্দেশনামূলক ও নিয়ন্ত্রিত নগরায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর ২০২৪ সালে প্রাথমিকভাবে জাতীয় পর্যায়ে একটি সমন্বিত নগরায়ন নীতিমালার কনসেপ্ট পেপার প্রস্তুত করে। উক্ত কনসেপ্ট পেপারটি ২৯ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখে আয়োজিত একটি জাতীয় সেমিনারের মাধ্যমে নগর পরিকল্পনাবিদ, সংশ্লিষ্ট পেশাজীবী এবং নীতিনির্ধারকদের নিকট উপস্থাপন করা হয়। সেমিনারে প্রাপ্ত মতামত ও সুপারিশের আলোকে একটি ২০ সদস্যবিশিষ্ট কারিগরি কমিটি গঠন করা হয়, যা ধারাবাহিকভাবে কয়েকটি ওয়ার্কশপ ও আলোচনা সভার মাধ্যমে একটি খসড়া নগরায়ন নীতিমালা প্রণয়ন করে। প্রণীত খসড়া নীতিমালাটি প্রথমে নগর পরিকল্পনাবিদ ও নগর বিশেষজ্ঞদের নিয়ে গঠিত বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (BUET)-এর সেন্টার ফর রিজিওনাল ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ (CRDS) কর্তৃক আয়োজিত একটি মতবিনিময় সভায় উপস্থাপন করা হয়। পরবর্তীতে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী ১৯ জুন ২০২৫ তারিখে একটি বিস্তৃত স্টেকহোল্ডার সভা অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, সরকারি সংস্থা, বিশেষজ্ঞ ও পেশাজীবীদের মতামত গ্রহণ করা হয়। স্টেকহোল্ডার সভা থেকে প্রাপ্ত মতামতের ভিত্তিতে খসড়া নগরায়ন নীতিমালাটি সংশোধন, পরিবর্ধন ও পরিমার্জন করে চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।

তবে স্থানীয় সরকার বিভাগের উদ্যোগে প্রণীত "নগর নীতি" বিবেচনায় বর্তমানে উক্ত নগরায়ন নীতিমালার চূড়ান্ত অনুমোদনের বিষয়টি আপাতত স্থগিত রয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে, "নগর নীতি" এবং "নগরায়ন

নীতিমালা" প্রণয়নের উদ্দেশ্য ও কার্যপরিধি ভিন্ন। নগর নীতি মূলত নগর ব্যবস্থাপনা ও সেবাদান ব্যবস্থার উপর অধিক গুরুত্বারোপ করে, অপরদিকে নগরায়ন নীতিমালা দেশের সামগ্রিক নগর বিকাশের ধারা, নগর সম্প্রসারণের কাঠামো, আঞ্চলিক ভারসাম্য, ভূমি ব্যবহার ব্যবস্থাপনা এবং টেকসই নগরায়নের কৌশলগত দিকনির্দেশনা প্রদান করে। এ প্রেক্ষাপটে মন্ত্রীপরিষদ বিভাগের নির্দেশনায় গঠিত সাব-কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী "নগর নীতি"-এর পাশাপাশি একটি স্বতন্ত্র জাতীয় নগরায়ন নীতিমালা প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া, বিএনপি'র নির্বাচনী ইশতেহার, ২০২৬-এ বিষয়টি উল্লেখ থাকায় মধ্যমেয়াদে নগরায়ণ নীতিমালাটি চূড়ান্ত করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে।

(খ) বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপি'র সময়ে গৃহীত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ:

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)'র ২০২৬ সালের নির্বাচনী ইশতেহারে টেকসই ও সমন্বিত উন্নয়ন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বিভিন্ন নীতিনির্ধারণী ও প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ গ্রহণের অঙ্গীকার করা হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে অবকাঠামো উন্নয়ন, আঞ্চলিক ভারসাম্য রক্ষা, পরিকল্পিত উন্নয়ন কাঠামো প্রণয়ন এবং জনসেবা প্রদানের সক্ষমতা বৃদ্ধিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি উন্নয়ন কার্যক্রমে দক্ষতা, জবাবদিহিতা ও আন্তঃপ্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয় জোরদারের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে, যা দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে আরও গতিশীল করবে। নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের কার্যপরিধির সাথে সংশ্লিষ্ট এ সময়কালে গৃহীত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:

(i) স্থানিক পরিকল্পনা আইন, ২০২৬ অনুমোদন:

দ্রুত নগরায়নের ফলে শহরাঞ্চলে জনসংখ্যার ঘনত্ব বৃদ্ধি পেয়ে আবাসন সংকট, অবকাঠামোগত চাপ, যানজট ও পরিবেশগত অবক্ষয়সহ নানা জটিল সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে। অপরিকল্পিত নগরায়ন ও শিল্পায়নের কারণে কৃষিজমি ও জলাশয় ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে খাদ্য নিরাপত্তা ও পরিবেশের ভারসাম্য হুমকির মুখে পড়ছে; পাশাপাশি প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ঝুঁকি আরও বাড়িয়ে দিচ্ছে। এই প্রেক্ষাপটে টেকসই উন্নয়ন ও সুষম সম্পদ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে সমন্বিত জাতীয় স্থানিক পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা বিবেচনায় গত ৮ এপ্রিল ২০২৬ তারিখে 'স্থানিক পরিকল্পনা আইন, ২০২৬' মহান জাতীয় সংসদে সর্বসম্মতিক্রমে পাস হয়েছে। 'স্থানিক পরিকল্পনা আইন, ২০২৬' -এর মূল উদ্দেশ্য হলো- টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করা, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ করা, জলবায়ু ও দুর্যোগ সংবেদনশীল পরিকল্পনা প্রণয়ন করা এবং ভূমি ও প্রাকৃতিক সম্পদের ন্যায্য ব্যবহার নিশ্চিত করা।

উক্ত আইনে জাতীয়, আঞ্চলিক, স্থানীয় ও বিশেষ - এই চার স্তরে সমন্বিত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের বিধান রাখা হয়েছে। পরিকল্পনা প্রক্রিয়ায় জনপ্রতিনিধিদের সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করতে জাতীয় স্থানিক পরিকল্পনা পরিষদ, আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি এবং জেলা পর্যায়ের কমিটি গঠনের প্রস্তাব করা হয়েছে। একই সঙ্গে পরিকল্পনাকে জনবান্ধব ও অংশগ্রহণমূলক করার লক্ষ্যে অনুমোদনের পূর্বে নূন্যতম ৩০ দিনব্যাপী গণশুনানি বাধ্যতামূলক করা হয়েছে এবং অনুমোদিত পরিকল্পনার ব্যত্যয় ঘটলে শাস্তিমূলক ব্যবস্থার বিধান সংযোজিত হয়েছে।

(ii) জাতীয় স্থানিক পরিকল্পনা প্রণয়ন:

জাতীয় স্থানিক পরিকল্পনা (National Spatial Plan) যেকোনো দেশের পরিকল্পিত, টেকসই ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের জন্য একটি মৌলিক কাঠামো হিসেবে বিবেচিত। এর মাধ্যমে স্থানিক বা ভূখণ্ডভিত্তিক সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার, অঞ্চলভিত্তিক ভারসাম্যপূর্ণ উন্নয়ন, পরিবেশ সংরক্ষণ, আবাসন, অবকাঠামো ও জনসেবার সমন্বিত ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা সম্ভব। বাংলাদেশের মতো জনবহুল ও জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ দেশের জন্য এ ধরনের পরিকল্পনা অত্যন্ত জরুরি হলেও এখনো পর্যন্ত একটি সমন্বিত জাতীয় স্থানিক পরিকল্পনা প্রণীত হয়নি। এর ফলে উন্নয়ন কার্যক্রম সমন্বয়হীন, সেক্টরভিত্তিক ও চাহিদানির্ভর হয়ে পড়েছে, যা দীর্ঘমেয়াদে টেকসই উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করছে। কুনমিং-মন্ট্রিয়েল গ্লোবাল বায়োডাইভার্সিটি ফ্রেমওয়ার্কের প্রতিশ্রুতি অনুসারে নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর জাতীয় স্থানিক পরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

এছাড়া, বিএনপি'র নির্বাচনী ইশতেহার, ২০২৬-এ বিষয়টি উল্লেখ থাকায় স্বল্প মেয়াদে "জাতীয় স্থানিক পরিকল্পনা প্রণয়ন" শীর্ষক প্রকল্পের প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়ন ও চূড়ান্তকরণ, মধ্যমেয়াদে জাতীয় স্থানিক পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং দীর্ঘমেয়াদে পরিকল্পনাটি বাস্তবায়নের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রস্তাবিত এ পরিকল্পনার মাধ্যমে কৃষিজমি ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, জলবায়ু সহনশীল নগর ব্যবস্থা গড়ে তোলা, পরিবেশবান্ধব অবকাঠামো ও যোগাযোগ নেটওয়ার্ক উন্নয়ন এবং দুর্যোগঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলসমূহ চিহ্নিত করে নিরাপদ ও টেকসই ভূমি ব্যবহার নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

(iii) সেকেন্ডারি সিটিসমূহকে কার্যকর করা:

ঢাকার উপর অতিরিক্ত চাপ কমাতে সেকেন্ডারি সিটিসমূহকে কার্যকর করার বিষয়টি বিএনপির নির্বাচনী ইশতেহারে উল্লেখ রয়েছে। এ লক্ষ্যে সকল শহরে লক্ষ্যমাত্রাভিত্তিক অবকাঠামো বিনিয়োগ, বিশ্ববিদ্যালয়, বিশেষায়িত হাসপাতাল এবং বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের স্থানান্তরে প্রণোদনার মাধ্যমে এগুলোকে আঞ্চলিক প্রবৃদ্ধি কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার পরিকল্পনা করা হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন মুন্সিগঞ্জ জেলার কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রকল্প এবং ঢাকার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে ঢাকা মহানগরীর পার্শ্ববর্তী ধামরাই, দোহার, নবাবগঞ্জ, সাভার, সোনারগাঁও, রূপগঞ্জ, আড়াইহাজার, গাজীপুর, কাপাসিয়া, কালিয়াকৈর, কালীগঞ্জ উপজেলার কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হবে। ফলে উল্লেখিত সেকেন্ডারি সিটিসমূহকে কার্যকর করার মাধ্যমে ঢাকার উপর অতিরিক্ত চাপ কমানো সম্ভব হবে।

(iv) স্থানিক পরিকল্পনা নীতিমালা/গাইডলাইন প্রণয়ন

পরিকল্পিত নগরায়ণ, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, জলবায়ু ও দুর্যোগ সংবেদনশীলতা এবং সামাজিক ন্যায্যতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার "জাতীয় স্থানিক পরিকল্পনা আইন-২০২৬" প্রণয়ন করেছে। উক্ত আইনের ৪(১) ধারা অনুযায়ী নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর জাতীয় স্থানিক পরিকল্পনা নীতিমালা ও ফ্রেমওয়ার্ক প্রণয়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত। এ প্রেক্ষিতে, জাতীয়, আঞ্চলিক ও স্থানীয় পর্যায়ে কৃষিজমি ও জলাশয় সুরক্ষা, পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষা এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর একটি সমন্বিত জাতীয় স্থানিক পরিকল্পনা নীতিমালা/গাইডলাইন প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

(v) স্থানিক পরিকল্পনা কাঠামো প্রণয়ন

বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম ঘনবসতিপূর্ণ দেশ, যেখানে সীমিত ভূমি ও প্রাকৃতিক সম্পদের উপর ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা, দ্রুত নগরায়ণ এবং শিল্পায়নের চাপ বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে প্রায় ৪০% মানুষ শহরাঞ্চলে বসবাস করে এবং জনসংখ্যার ঘনত্ব ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে, যার ফলে অবকাঠামোগত চাপ, যানজট, কৃষিজমি হ্রাস এবং পরিবেশগত ঝুঁকি বৃদ্ধি পাচ্ছে। একই সঙ্গে ঘূর্ণিঝড়, বন্যা ও নদীভাঙনের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঝুঁকিও দেশের উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করছে। এ প্রেক্ষাপটে নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর জাতীয়, আঞ্চলিক ও স্থানীয় পর্যায়ের উন্নয়ন কার্যক্রমকে সমন্বিত ও কার্যকরভাবে পরিচালনার জন্য একটি সমন্বিত স্থানিক পরিকল্পনা কাঠামো (Spatial Planning Framework) প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এই কাঠামো স্থানিক পরিকল্পনা আইনের আলোকে ভূমি ব্যবহার, অবকাঠামো উন্নয়ন, পরিবেশ সংরক্ষণ এবং অর্থনৈতিক কার্যক্রমের সুষম বণ্টনের জন্য দীর্ঘমেয়াদি দিকনির্দেশনা প্রদান করবে। একই সঙ্গে এটি বিভিন্ন খাতভিত্তিক পরিকল্পনা ও উন্নয়ন প্রকল্পের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে দেশের সম্পদের দক্ষ ব্যবহার নিশ্চিত করবে এবং টেকসই ও ভারসাম্যপূর্ণ উন্নয়নের ভিত্তি স্থাপন করবে।

(vi) অভিন্ন স্থানিক পরিকল্পনা প্রণয়ন পদ্ধতি প্রবর্তন

বাংলাদেশে উপজেলা, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন পর্যায়ে পরিকল্পিত উন্নয়ন নিশ্চিতকরণের জন্য স্থানীয় পর্যায়ের স্থানিক পরিকল্পনা বা লোকাল লেভেল মাস্টারপ্ল্যান একটি গুরুত্বপূর্ণ আইনগত দলিল। দ্রুত নগরায়ণ ও জলবায়ু ঝুঁকির প্রেক্ষাপটে এসব পরিকল্পনা টেকসই বসতি বিন্যাস, ভূমির কার্যকর ব্যবহার, পরিবেশ সংরক্ষণ এবং দুর্যোগ সহনশীল অবকাঠামো উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। এর মাধ্যমে জাতীয় নীতি ও আঞ্চলিক কৌশলকে স্থানীয় পর্যায়ে ভূমি ব্যবহার ও উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ কাঠামোর মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়। তবে এখনো পর্যন্ত দেশে কোনো অভিন্ন পরিকল্পনা প্রণয়ন গাইডলাইন বা মানসম্মত নির্দেশিকা প্রণীত হয়নি, যার ফলে বিভিন্ন সংস্থা নিজস্ব পদ্ধতি অনুসরণ করে পরিকল্পনা প্রণয়ন করায় কাঠামো, পদ্ধতি, মানচিত্রায়ন ও উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণে ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয় এবং আন্তঃঅঞ্চলীয় সামঞ্জস্য ও সমন্বয় নিশ্চিত করা কঠিন হয়ে পড়ে। এ প্রেক্ষাপটে নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর সমগ্র বাংলাদেশের জন্য একটি অভিন্ন স্থানিক পরিকল্পনা প্রণয়ন নির্দেশিকা প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে, যার উদ্দেশ্য হলো স্থানীয় পর্যায়ের পরিকল্পনা প্রণয়নে একটি সমন্বিত পদ্ধতিগত, কারিগরি ও প্রক্রিয়াগত কাঠামো প্রতিষ্ঠা করা। প্রস্তাবিত এ নির্দেশিকা সরকারি পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ, উন্নয়ন সংস্থা, পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রযোজ্য হবে এবং শহর, পৌরসভা, উপজেলা শহর, গ্রোথ সেন্টার ও নগর সম্প্রসারণ অঞ্চলের মতো সকল স্থানীয় পরিকল্পনা এলাকায় প্রয়োগযোগ্য হবে, যার মাধ্যমে সমন্বিত ভূমি ব্যবস্থাপনা, অবকাঠামো উন্নয়ন, পরিবেশ সুরক্ষা ও জলবায়ু সহনশীল উন্নয়ন নিশ্চিত হওয়ার পাশাপাশি জাতীয় ও আঞ্চলিক উন্নয়ন কৌশলের সাথে স্থানীয় পরিকল্পনার কার্যকর সমন্বয় সাধন করা সম্ভব হবে।

(vii) Map Scheme প্রস্তুতকরণ

স্থানিক পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত মানচিত্রসমূহের শ্রেণিবিন্যাস, রং, প্রতীক, কোডিং পদ্ধতি এবং GIS ভিত্তিক ডেটা কাঠামোর মধ্যে সামঞ্জস্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর একটি অভিন্ন Map Scheme প্রস্তুত করছে। এর মাধ্যমে ভূমি ব্যবহার, জোনিং, পরিবেশগত সংবেদনশীল এলাকা ও অবকাঠামো নেটওয়ার্কসহ বিভিন্ন পরিকল্পনা উপাদান মানসম্মতভাবে উপস্থাপন করা সম্ভব হবে এবং এটি বিভিন্ন সংস্থার প্রণীত মানচিত্রের মধ্যে সামঞ্জস্য, তথ্য বিনিময় এবং জিআইএসভিত্তিক বিশ্লেষণ সহজতর করবে।

(viii) স্থানিক পরিকল্পনা সম্পর্কিত জরিপ কার্যক্রমের একক দর প্রণয়ন

স্থানিক পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন ধরনের জরিপ কার্যক্রম যেমন ভূমি ব্যবহার জরিপ, ভৌত ও সামাজিক জরিপ, পরিবেশগত জরিপ এবং জিআইএস ও রিমোট সেন্সিংভিত্তিক তথ্য সংগ্রহ সমন্বিত ও মানসম্মতভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে একটি একক দর (Unit Rate) নির্ধারণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে জরিপ কার্যক্রমের ব্যয় নির্ধারণে স্বচ্ছতা, সামঞ্জস্য এবং প্রশাসনিক দক্ষতা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

(ix) স্থানিক পরিকল্পনা প্রণয়নে অভিন্ন ToR প্রস্তুতকরণ

স্থানিক পরিকল্পনা প্রণয়ন কার্যক্রমে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান বা সংশ্লিষ্ট সংস্থার কাজের পরিধি, দায়িত্ব ও কারিগরি মানদণ্ড নির্ধারণের জন্য একটি অভিন্ন Terms of Reference (ToR) প্রস্তুত করা হচ্ছে। এই অভিন্ন ToR অনুসরণ করলে পরিকল্পনা প্রণয়নের ধাপ, জরিপ ও বিশ্লেষণ পদ্ধতি, মানচিত্র প্রস্তুতকরণ এবং প্রতিবেদন উপস্থাপনের ক্ষেত্রে একটি মানসম্মত কাঠামো প্রতিষ্ঠিত হবে, যা বিভিন্ন পরিকল্পনা সংস্থার মধ্যে সমন্বয় বৃদ্ধি এবং পরিকল্পনার গুণগত মান নিশ্চিত করতে সহায়ক হবে।

(x) স্থানিক পরিকল্পনার জন্য জাতীয় মানদণ্ড নির্ধারণ:

দেশব্যাপী বৈষম্য হ্রাস এবং শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিল্প ও অবকাঠামো খাতের অপরিকল্পিত উন্নয়ন নিরুৎসাহিত করার লক্ষ্যে স্থানিক পরিকল্পনার জন্য একটি কার্যকর ও মানসম্মত জাতীয় মানদণ্ড নির্ধারণ অপরিহার্য। বিশেষ করে বাংলাদেশের মতো ভূমি বুভুক্ষু (land-hungry) দেশে এই ধরনের মানদণ্ড আরও গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি সীমিত ভূমির সর্বোত্তম (optimum) ব্যবহার নিশ্চিত করে, অপ্রয়োজনীয় ও অসামঞ্জস্যপূর্ণ স্থাপনা নিয়ন্ত্রণ করে এবং পরিকল্পিত উন্নয়নের জন্য একটি সুসংগঠিত কাঠামো প্রদান করে। এ প্রেক্ষিতে "Planning Standard for Different Types of Services" বিষয়ক একটি গবেষণা উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে, যার মাধ্যমে আবাসিক ঘনত্ব, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রয়োজনীয় জমির পরিমাণ, পার্ক ও উন্মুক্ত স্থানের বরাদ্দ, স্বাস্থ্যসেবা ও প্রশাসনিক সুবিধার অবস্থান, এবং পরিবহন ও ইউটিলিটি অবকাঠামোর মানদণ্ড নির্ধারণ করা হবে। প্রস্তাবিত এই মানদণ্ড বিভাগ, জেলা ও উপজেলা/পৌরসভা পর্যায়ের পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রণয়ন করা হবে, ফলে সেবা বণ্টনে ভারসাম্য, সম্পদের দক্ষ ব্যবহার, পরিকল্পনার তুলনামূলক বিশ্লেষণ এবং বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

(xi) ঢাকার হারিয়ে যাওয়া নদী ও খালসমূহের বর্তমান অবস্থা বিশ্লেষণ:

একসময় ঢাকাকে "নদী ও খালের শহর" হিসেবে অভিহিত করা হতো। পুরোনো ঢাকার অধিকাংশ এলাকা প্রাকৃতিকভাবে খাল ও নদীর অববাহিকায় গঠিত। ঐতিহাসিক মানচিত্র, বিশেষত ১৭৮০ সালে James Rennell প্রণীত মানচিত্র অনুযায়ী, তৎকালীন সময়ে ঢাকায় বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষ্যা, ধলেশ্বরী, বংশী, বালু এবং তুরাগ নদীর পাশাপাশি অসংখ্য ছোট-বড় খাল জালের মতো সমগ্র নগর জুড়ে বিস্তৃত ছিল। এই নদীসমূহ শহরের প্রাকৃতিক জলপ্রবাহ ব্যবস্থার অংশ হিসেবে গড়ে উঠেছিল এবং নগরের ভূ-প্রাকৃতিক কাঠামোর সঙ্গে নিবিড়ভাবে সংযুক্ত ছিল। তৎকালীন সময়ে এসকল নদী ও খালসমূহ পণ্য পরিবহন, নৌ-যোগাযোগ এবং বৃষ্টির পানি নিষ্কাশনের প্রধান মাধ্যম হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। ফলে এগুলো ঢাকার প্রাকৃতিক ড্রেনেজ ও গতিশীল জলব্যবস্থাপনার অবিচ্ছেদ্য উপাদান হিসেবে জলাবদ্ধতা নিয়ন্ত্রণ এবং পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষায় সহায়ক ছিল।

সময়ের প্রবাহে অপরিকল্পিত নগরায়ন ও অবকাঠামো নির্মাণ, অবৈধ দখল, ভরাটকরণ এবং জলাশয় সংরক্ষণে দুর্বল প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনার কারণে এসব খালের একটি বড় অংশ বর্তমানে বিলুপ্ত। ফলশ্রুতিতে নগরীর জলাবদ্ধতা, পরিবেশ দূষণ ও জলধারণ ক্ষমতা হ্রাসের মতো সমস্যা ক্রমেই প্রকট আকার ধারণ করছে। বিএনপি'র নির্বাচনী ইশতেহার ২০২৬-এ ২০ হাজার কি:মি: নদী ও খাল খনন, পুনঃখনন ও পুনরুদ্ধারের বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে। এ প্রেক্ষাপটে নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর ঢাকার হারিয়ে যাওয়া (বিলুপ্ত) ও বিদ্যমান খালসমূহের অবস্থান, বর্তমান অবস্থা এবং কার্যকারিতা মূল্যায়নের লক্ষ্যে একটি সমন্বিত গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। এই গবেষণার মাধ্যমে নগরের প্রাকৃতিক ড্রেনেজ ব্যবস্থার অকার্যকর হওয়ার কারণসমূহ নিরূপণ, জলাবদ্ধতাপ্রবণ এলাকা চিহ্নিতকরণের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তন সংবেদনশীল স্থানিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও জলব্যবস্থাপনায় তথ্যভিত্তিক নীতিনির্ধারণে সময়োপযোগী দিকনির্দেশনা প্রদান করা সম্ভব হবে।

৮.০ নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত উল্লেখযোগ্য গবেষণা কার্যক্রমসমূহ

নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর দেশের নগর ও আঞ্চলিক উন্নয়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যা, সম্ভাবনা এবং উদীয়মান চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় নিয়মিতভাবে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এসব গবেষণার মাধ্যমে ভূমি ব্যবহার পরিবর্তন, পরিবেশগত সংবেদনশীলতা, অবকাঠামো উন্নয়ন এবং কৌশলগত পরিকল্পনার বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণ করে নীতি প্রণয়ন ও পরিকল্পনা প্রক্রিয়াকে আরও তথ্যভিত্তিক ও কার্যকর করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। বিগত এক বছরে অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত উল্লেখযোগ্য গবেষণা কার্যক্রমসমূহ নিম্নরূপঃ

(ক) Change Detection in Arial Beel:

এ গবেষণার মাধ্যমে আরিয়াল বিল অঞ্চলে সময়ের সাথে সাথে ভূমি ব্যবহার ও ভূমি আচ্ছাদনের পরিবর্তন (Land Use and Land Cover Change) বিশ্লেষণ করা হয়েছে। স্যাটেলাইট ইমেজ, জিআইএস এবং রিমোট সেন্সিং প্রযুক্তি ব্যবহার করে ২০০৫ হতে ২০২৫ সালের ব্যবধানে জলাভূমি, কৃষিজমি, জলাশয়, বসতি ও অন্যান্য ভূমি ব্যবহারের পরিবর্তনের ধারা নিরূপণ করার মাধ্যমে উক্ত অঞ্চলের প্রাকৃতিক জলাভূমি সংকোচন,

কৃষি জমির রূপান্তর এবং বসতি সম্প্রসারণের প্রবণতা চিহ্নিত করা সম্ভব হয়েছে। এ গবেষণার ফলাফল আরিয়াল বিলের পরিবেশগত গুরুত্ব, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং জলাধার ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যভিত্তিক দিকনির্দেশনা প্রদান এবং জলাভূমি সংরক্ষণ, কৃষিজমি সুরক্ষা, বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং টেকসই ভূমি ব্যবস্থাপনার জন্য পরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়ক হবে। একই সংগে ভবিষ্যতে এ অঞ্চলে পরিবেশ সংবেদনশীল ও টেকসই উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণের ক্ষেত্রে নীতিনির্ধারকদের জন্য এটি কার্যকর ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে।

(খ) Detailed Scope and Modality of National Physical Plan (NPP):

জাতীয় স্থানিক পরিকল্পনা (National Spatial Plan) মূলত সমগ্র দেশব্যাপী একটি সমন্বিত পরিকল্পনা যা দেশের ভূমি এবং সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করবে। বর্তমানে বাংলাদেশ দ্রুত নগরায়ন, জনসংখ্যার ঘনত্ব বৃদ্ধি, নগর যানজট, কৃষিজমি হ্রাস এবং অপরিকল্পিত শিল্পায়নের মতো বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছে। একই সঙ্গে ঘূর্ণিঝড়, বন্যা ও নদীভাঙনের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেশের উন্নয়ন কার্যক্রমকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলছে। কৃষিশুমারি (২০১৯) অনুযায়ী নগরায়ন ও শিল্পায়নের ফলে প্রতি বছর প্রায় ০.১৯% কৃষিজমি হ্রাস পাচ্ছে, যা কৃষিনির্ভর দেশের খাদ্য নিরাপত্তার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্বেগের বিষয়। এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় জাতীয় পর্যায়ে একটি সমন্বিত স্থানিক পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে।

এছাড়াও সরকারের বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে কার্যকর সমন্বয়ের অভাবে সড়ক, রেল, স্থানীয় সরকার, কৃষি ও অন্যান্য খাতভিত্তিক পরিকল্পনা প্রায়ই আলাদাভাবে প্রণীত হয়, যার ফলে ভূমি ব্যবহারে অসামঞ্জস্য ও অদক্ষতা সৃষ্টি হয়। জাতীয় স্থানিক পরিকল্পনার মাধ্যমে এ ধরনের বিচ্ছিন্ন পরিকল্পনাকে একটি সমন্বিত কাঠামোর আওতায় এনে অর্থনৈতিক কার্যক্রমের সুষম বণ্টন, টেকসই উন্নয়ন, অবকাঠামো উন্নয়ন, পরিবেশ সংরক্ষণ এবং দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসের জন্য নীতিগত দিকনির্দেশনা প্রদান করা সম্ভব হবে। একই সঙ্গে এটি দেশের স্থানিক উন্নয়নের জন্য একটি দীর্ঘমেয়াদি ভিশন নির্ধারণ করবে এবং বিভিন্ন খাতভিত্তিক পরিকল্পনার মধ্যে সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে সম্পদের দক্ষ ব্যবহার নিশ্চিত করবে।

উল্লেখ্য যে, বর্তমান প্রেক্ষাপটে নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক National Physical Plan (NPP) এর পরিবর্তে জাতীয় স্থানিক পরিকল্পনা (National Spatial Plan) ধারণা গ্রহণ করা হয়েছে, যা দেশের সমন্বিত ও টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতিগত হাতিয়ার হিসেবে বিবেচিত হবে।

(গ) Optimal Use of Existing Airfields in Bangladesh through Strategic Planning Approach: এ গবেষণার আওতায় দেশের বিভিন্ন এয়ারফিল্ডের ভৌগোলিক অবস্থানের ভিত্তিতে বিমান চলাচলের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে অবস্ট্যাকল লিমিটেশন সারফেস (OLS) সংশ্লিষ্ট এলাকা এবং পার্শ্ববর্তী ভূমি ব্যবহারের ধরণ এবং বিদ্যমান আইনগত ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর সমন্বিতভাবে পর্যালোচনা করা হয়েছে। ১৯৯৫ হতে ২০২৫ সালের স্যাটেলাইট ডেটা বিশ্লেষণে দেখা গেছে যে অনেক বিমানবন্দরের OLS অঞ্চলে দ্রুত নগর বিস্তার, অনিয়ন্ত্রিত বসতিগঠন এবং অনুমোদিত সীমার চেয়ে অধিক উচ্চতার ভবন নির্মাণের কারণে বিমান চলাচলের নিরাপত্তা ঝুঁকি বৃদ্ধি পাচ্ছে। একই সঙ্গে বিমানবন্দরের পার্শ্ববর্তী প্রাকৃতিক জলাভূমি, সবুজ

এলাকা ও উন্মুক্ত স্থান ক্রমাগত সংকুচিত হওয়ায় প্রাকৃতিক বাফার অঞ্চলও হ্রাস পাচ্ছে, যা দীর্ঘমেয়াদে পরিবেশগত ভারসাম্য ও নিরাপদ বিমান চলাচলের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি করছে। গবেষণার ফলাফলের ভিত্তিতে বিমানবন্দর ও এয়ারফিল্ডসমূহের আশপাশে ভূমি ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ, OLS সংবেদনশীল এলাকায় উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ, নিরাপদ অবকাঠামো পরিকল্পনা এবং সমন্বিত ভূমি ব্যবস্থাপনার জন্য বিভিন্ন কৌশলগত সুপারিশ প্রদান করা হবে, যা নিরাপদ বিমান চলাচল ও সুষম উন্নয়ন পরিকল্পনায় নীতি নির্ধারকদের সিদ্ধান্ত গ্রহণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

৯.০ কৌশলপত্র বাস্তবায়নে আর্থিক সংশ্লেষঃ

নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের উদ্যোগে প্রণীত এ কৌশলপত্রটি বাস্তবায়নের জন্য আগামী ১০ বছরে (জুলাই, ২০২৫-জুন, ২০৩৫) আনুমানিক ৩,০০০ কোটি টাকার প্রয়োজন হবে বলে প্রতীয়মান। এর মধ্যে বাংলাদেশের ৬৩টি জেলার কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য ২,৫০০ কোটি টাকা এবং জাতীয় স্থানিক পরিকল্পনা (National Spatial Plan) প্রণয়নের জন্য আনুমানিক ৫০০ কোটি টাকা।

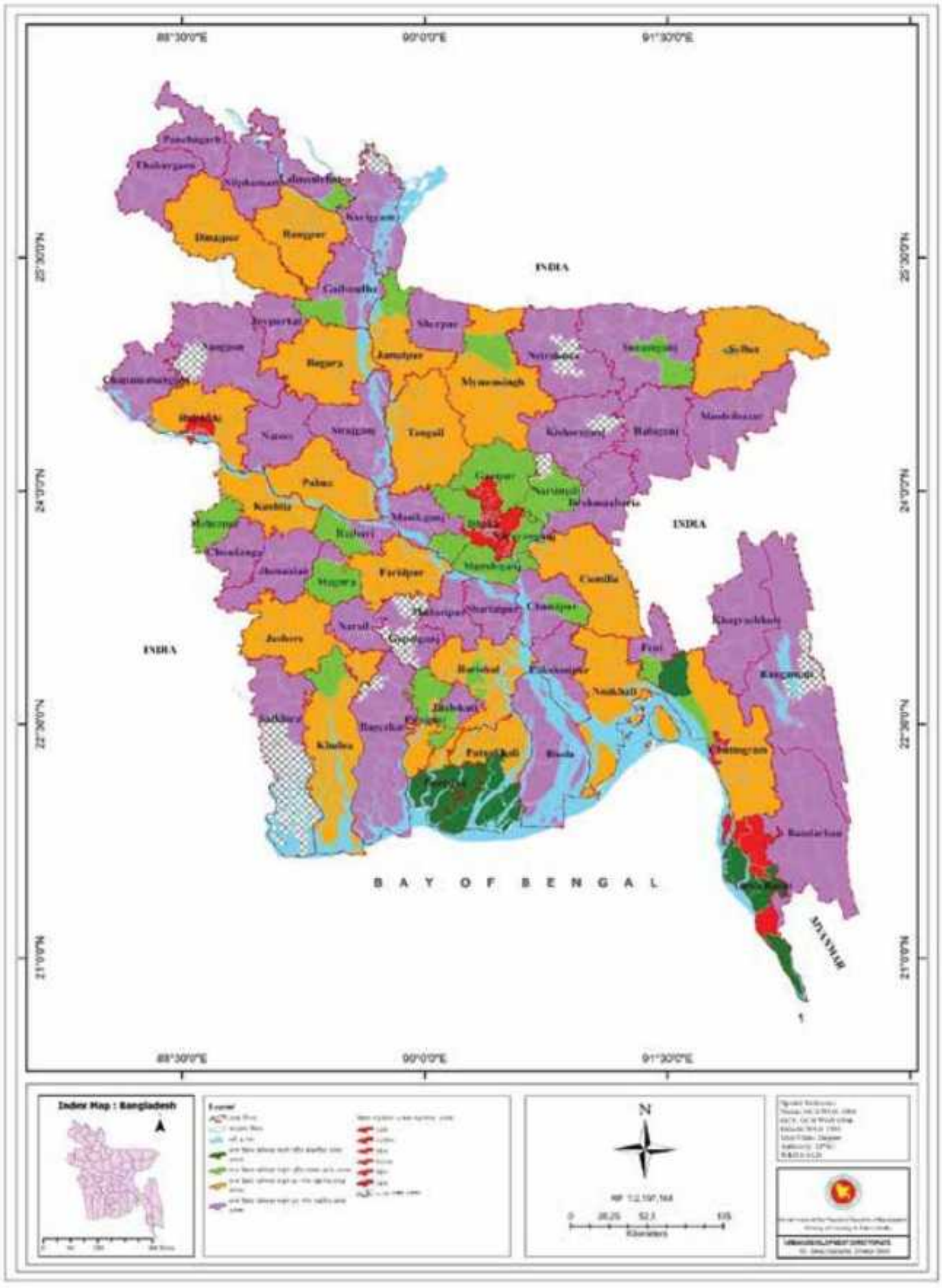

ম্যাপ-৯: ২০৩৫ সালের পরিকল্পিত বাংলাদেশ

১০.০ কৌশলপত্র বাস্তবায়ন পরবর্তী সম্ভাব্য সুফলসমূহ

নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর প্রণীত এ কৌশলপত্র বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশের পরিকল্পিত নগরায়ণ, সুষম আঞ্চলিক উন্নয়ন এবং টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে একটি সমন্বিত ও দীর্ঘমেয়াদি ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হবে। স্থানিক পরিকল্পনার মাধ্যমে বিভিন্ন খাতভিত্তিক উন্নয়ন কার্যক্রমকে একটি সুসংহত কাঠামোর আওতায় এনে সম্পদের কার্যকর ব্যবহার, পরিবেশ সংরক্ষণ এবং উন্নয়ন কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয় নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। এর সম্ভাব্য সুফলসমূহ নিম্নরূপঃ

১০.১ কৃষি উন্নয়ন ও খাদ্য নিরাপত্তা: স্থানিক পরিকল্পনার মাধ্যমে কৃষিজমি, জলাশয় ও উর্বর ভূমির সুরক্ষা নিশ্চিত করা হলে কৃষি উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় থাকবে এবং খাদ্য নিরাপত্তা জোরদার হবে। একই সঙ্গে কৃষিভিত্তিক অবকাঠামো, বাজারব্যবস্থা, সংরক্ষণাগার এবং প্রক্রিয়াজাত শিল্পের জন্য উপযুক্ত স্থান নির্ধারণের মাধ্যমে উৎপাদন থেকে বিপণন পর্যন্ত একটি কার্যকর সংযোগ স্থাপিত হবে, যা কৃষকের আয় বৃদ্ধি এবং গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়নে সহায়ক হবে।

১০.২ কর্মসংস্থান সৃষ্টি: পরিকল্পিতভাবে শিল্পাঞ্চল, বাণিজ্যিক কেন্দ্র, অর্থনৈতিক অঞ্চল ও লজিস্টিক হাব স্থাপনের মাধ্যমে বিনিয়োগ আকর্ষণ বৃদ্ধি পাবে এবং নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। উন্নয়ন কার্যক্রমের বিকেন্দ্রীকরণের ফলে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বিস্তৃত হবে, যা আঞ্চলিক বৈষম্য হ্রাসের পাশাপাশি বড় শহরগুলোর ওপর অতিরিক্ত জনসংখ্যার চাপ কমাতে সহায়ক হবে।

১০.৩ দারিদ্র্য নিরসন ও সামাজিক সুরক্ষা: সমন্বিত উন্নয়ন কাঠামোর আওতায় স্থানীয় সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগের প্রসার ঘটবে এবং আয়ের সুযোগ বৃদ্ধি পাবে। একই সঙ্গে সাশ্রয়ী আবাসন, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা ও মৌলিক নাগরিক সুবিধার সম্প্রসারণের মাধ্যমে নিম্নআয়ের জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নত হবে এবং সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা আরও শক্তিশালী হবে।

১০.৪ শিক্ষা ও মানবসম্পদ উন্নয়ন: শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের পরিকল্পিত বণ্টনের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে মানসম্মত শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়নের সুযোগ বৃদ্ধি পাবে। এর ফলে একটি দক্ষ, উৎপাদনশীল ও প্রতিযোগিতামূলক মানবসম্পদ গড়ে উঠবে, যা দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য অপরিহার্য।

১০.৫ স্বাস্থ্যসেবা উন্নয়ন: জনসংখ্যা, পরিবহন সংযোগ ও আঞ্চলিক চাহিদা বিবেচনায় স্বাস্থ্যসেবা অবকাঠামোর সুষম বণ্টনের মাধ্যমে হাসপাতাল, ক্লিনিক ও জনস্বাস্থ্য সুবিধার প্রাপ্যতা বৃদ্ধি পাবে। এতে স্বাস্থ্যসেবায় আঞ্চলিক বৈষম্য হ্রাস পাবে এবং একটি সুস্থ ও কর্মক্ষম জনগোষ্ঠী গড়ে উঠবে।

১০.৬ পরিবেশ সংরক্ষণ ও টেকসই উন্নয়ন: পরিবেশগতভাবে সংবেদনশীল এলাকা, বনভূমি, নদী ও জলাভূমি সংরক্ষণ এবং পরিকল্পিত বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করা সম্ভব হবে। উন্নয়ন কার্যক্রমকে জলবায়ু ঝুঁকি বিবেচনায় পরিচালনার ফলে দূষণ নিয়ন্ত্রণ, প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ এবং জলবায়ু সহনশীল উন্নয়ন নিশ্চিত হবে।

১০.৭ **জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ:** প্রাকৃতিক আবাসস্থল, পরিবেশগত করিডোর এবং গুরুত্বপূর্ণ ইকোসিস্টেম চিহ্নিত ও সংরক্ষণের মাধ্যমে জীববৈচিত্র্য রক্ষা পাবে। এর ফলে বাস্তুতন্ত্রের স্থিতিশীলতা বজায় থাকবে এবং পানি ধারণ, মাটির উর্বরতা ও জলবায়ু নিয়ন্ত্রণসহ বিভিন্ন পরিবেশগত সেবা আরও শক্তিশালী হবে।

১০.৮ **যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন:** সড়ক, রেল ও নৌপথের সমন্বিত উন্নয়ন এবং আধুনিক গণপরিবহন ব্যবস্থার সম্প্রসারণের মাধ্যমে দ্রুত, নিরাপদ ও পরিবেশবান্ধব যাতায়াত নিশ্চিত হবে। একই সঙ্গে বিভিন্ন অর্থনৈতিক কেন্দ্র, উৎপাদন এলাকা ও বাজারের মধ্যে কার্যকর সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে বাণিজ্য ও বিনিয়োগ ত্বরান্বিত হবে।

১০.৯ **অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি:** পরিকল্পিত ভূমি ব্যবহার ও অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে শিল্প, বাণিজ্য, কৃষি, পর্যটন ও সেবা খাতের বিকাশ ত্বরান্বিত হবে। এর ফলে বিনিয়োগ বৃদ্ধি, উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন এবং জাতীয় অর্থনীতির গতিশীলতা বৃদ্ধি পাবে, যা দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে আরও শক্তিশালী করবে।

১০.১০ **অঞ্চলভিত্তিক সুষম উন্নয়ন:** দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য, প্রাকৃতিক সম্পদ ও অর্থনৈতিক সম্ভাবনা বিবেচনায় উন্নয়ন কার্যক্রমের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। এর ফলে আঞ্চলিক বৈষম্য হ্রাস পাবে, টেকসই নগর ও আঞ্চলিক কাঠামো গড়ে উঠবে এবং দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন একটি ভারসাম্যপূর্ণ ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হবে।

১১.০ উপসংহার:

নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের জেলা ভিত্তিক কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়নের দশ বছর (২০২৫-২০৩৫) মেয়াদী কৌশলপত্র দেশের পরিকল্পিত ও টেকসই উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করার একটি সুদূরপ্রসারী পদক্ষেপ। এ কৌশলপত্রের মাধ্যমে দেশের প্রতিটি জেলা ও উপজেলার ভৌগোলিক, সামাজিক, ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় নিয়ে সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা সম্ভব হবে। এ কৌশলপত্রটি নগরায়ন ও ভূমি ব্যবস্থাপনায় সুশৃঙ্খলতা, সম্পদের সুষম বণ্টন, পরিবেশ সংরক্ষণ, এবং জনকল্যাণমূলক অবকাঠামো উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা রাখবে। কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়নের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ সংযোগ স্থাপন, জলাশয় সংরক্ষণ, কৃষিজমি সুরক্ষা, এবং জনসংখ্যার চাপ নিয়ন্ত্রণে দীর্ঘমেয়াদি সমাধান পাওয়া যাবে। রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক চাহিদার বাইরে বাস্তব চাহিদা ও স্থানীয় প্রেক্ষাপটের ভিত্তিতে পরিকল্পনা বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা এই উদ্যোগের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। সামগ্রিকভাবে, এই দশ বছর মেয়াদী কৌশলপত্র বাংলাদেশের টেকসই নগরায়ন ও উন্নয়নের একটি নির্দিষ্ট রোডম্যাপ হিসেবে কাজ করবে, যা বৈশ্বিক পরিবেশগত চ্যালেঞ্জ যেমন জলবায়ু পরিবর্তন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় দেশের সক্ষমতা বৃদ্ধি করবে। পরিকল্পিত নগরায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশে একটি বাসযোগ্য, সুষম, এবং পরিবেশবান্ধব নগর জীবন প্রতিষ্ঠা করতে এটি অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে। এই কৌশলপত্রটি বাস্তবায়িত হলে শুধু বর্তমান প্রজন্ম নয়, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্যও একটি সমৃদ্ধ, টেকসই ও পরিবেশগত ভারসাম্যপূর্ণ দেশ গড়ে তোলা সম্ভব হবে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা অধিশাখা-৩

পরিশিষ্ট-ক

বিষয়: নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের দশ বছর (জুলাই, ২০২৫-জুন, ২০৩৫) মেয়াদী কৌশলপত্রের নীতিগত অনুমোদনের জন্য পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি : মোঃ নজরুল ইসলাম, সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়।
তারিখ : ০৩.০৭.২০২৫
সময় : সকাল ১১:০০ ঘটিকা
সভার স্থান : গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষ।
অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাগণের তালিকা: **পরিশিষ্ট-ক।**

২.০ উপস্থাপনা:

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। তিনি সভার মূল বিষয়বস্তু উপস্থাপনের জন্য যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা)-কে অনুরোধ জানান। যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা) সভাকে অবহিত করেন যে, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নের জন্য প্রণীত দশ বছর (জুলাই, ২০২৫-জুন, ২০৩৫) মেয়াদী কৌশলপত্রটি উপস্থাপনের অনুরোধ করেন। অতঃপর নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের দশ বছর (জুলাই, ২০২৫-জুন, ২০৩৫) মেয়াদী কৌশলপত্রটির উপর একটি পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন উপস্থাপন করা হয়। উক্ত উপস্থাপনায় কৌশলপত্র প্রণয়নের পটভূমি, প্রেক্ষাপট, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসহ কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রক্রিয়ার অগ্রাধিকার নির্ধারণের পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়। এ কৌশলপত্রে প্রথম পর্যায়ে (জুলাই ২০২৫-জুন ২০৩০) ঢাকা ও চট্টগ্রাম জেলার পার্শ্ববর্তী এলাকাসহ দেশের বিভাগীয় ও পুরাতন জেলাসমূহ নিয়ে মোট ২২টি প্রকল্প এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে (জুলাই ২০৩০-জুন ২০৩৫) অপেক্ষাকৃত নতুন ও ১৯৮৪ সালে সৃষ্ট জেলাসমূহ নিয়ে মোট ৩৮টি প্রকল্প বাস্তবায়নের বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে।

৩.০ আলোচনা:

৩.১ উপস্থাপনা শেষে কৌশলপত্রটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনায় নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) সভাকে অবহিত করেন যে, দশ বছর মেয়াদী এ কৌশলপত্র বাস্তবায়নের মাধ্যমে জুন, ২০৩৫ নাগাদ সমগ্র বাংলাদেশকে কৌশলগত পরিকল্পনার আওতায় আনা সম্ভব হবে।

৩.২ সভাপতি নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের দশ বছর মেয়াদী এ কৌশলপত্র বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের "জাতীয় স্থানিক পরিকল্পনা অধ্যাদেশ, ২০২৫" অনুমোদন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে উল্লেখ করেন এবং আইনটি অনুমোদনের যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য নির্দেশ প্রদান করেন। এছাড়াও সভাপতি মহোদয় নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক প্রস্তাবিত সাংগঠনিক কাঠামো অনুমোদনের বিষয়েও গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট শাখাকে নির্দেশনা প্রদান করেন।

অ:পৃ:দ্র:

৪.০ বিস্তারিত আলোচনা শেষে সভায় নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত/সুপারিশ গৃহীত হয়:

৪.১ জরুরী ভিত্তিতে নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত খসড়া "জাতীয় স্থানিক পরিকল্পনা অধ্যাদেশ, ২০২৫" অনুমোদনের কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

৪.২ নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের দশ বছর (জুলাই, ২০২৫-জুন, ২০৩৫) মেয়াদী কৌশলপত্রটি নীতিগতভাবে অনুমোদন করা হলো।

৫.০ আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(মোঃ নজরুল ইসলাম)
সচিব
গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়

G:\Notice\[illegible]\udd\minutes 03 07 25.doc